গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

প্রতিবেদনের অধীন ৬টি আইনের খসড়া

(২য় খন্ড)

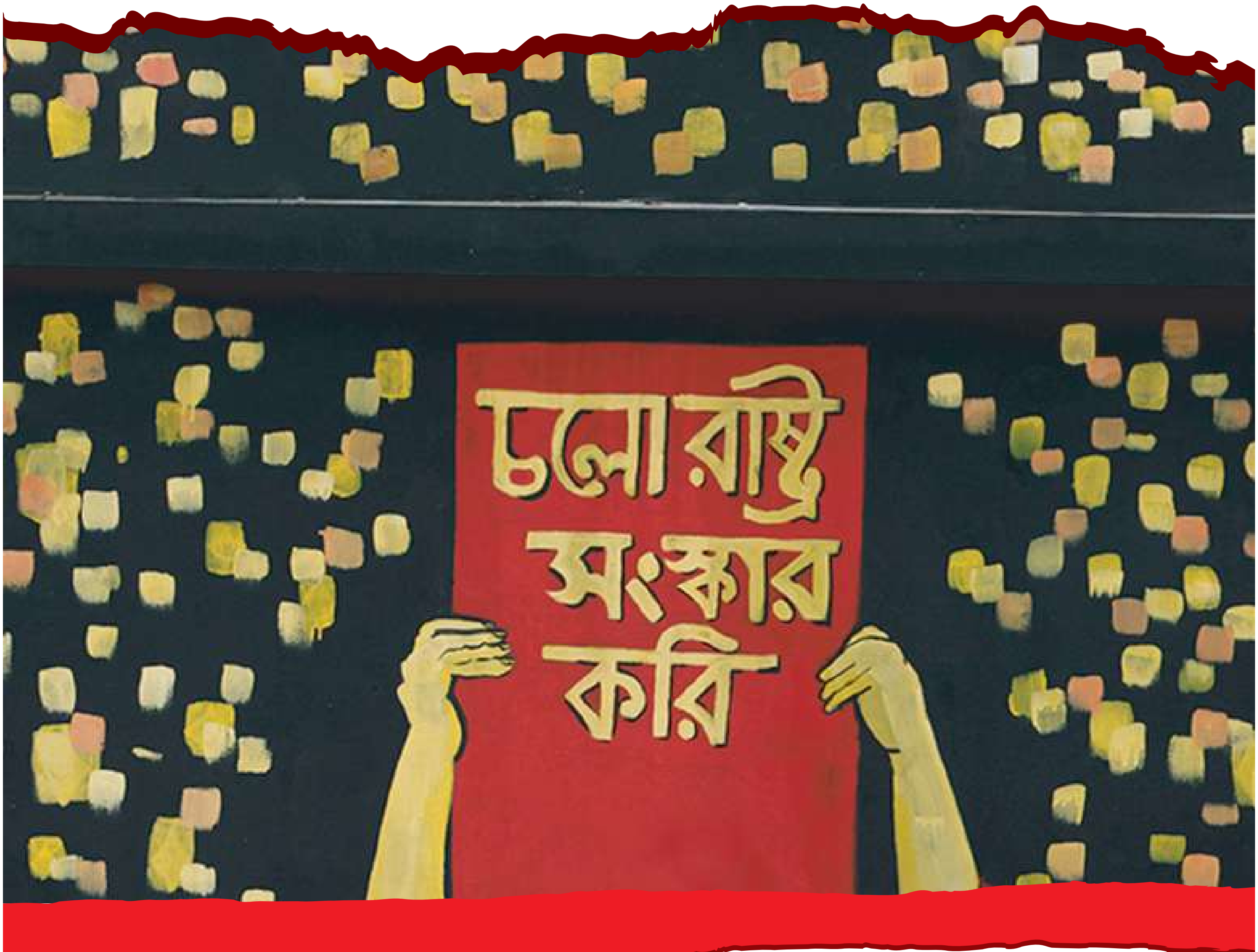

এপ্রিল ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

প্রতিবেদন

(২য় খন্ড)

এপ্রিল ২০২৫

প্রকাশক

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ

চব্বিশের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ব্যবহৃত গ্রাফিতি চিত্র আলোকে

মুদ্রণ সমন্বয়

মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

বর্ণ বিন্যাস

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাঁধাই

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)

মুদ্রণ

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

উৎসর্গ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সকল শহীদ, আহত এবং অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত

সারা বাংলার সকল বারুদ ধারণ করেছে এক সাঈদের বুক
সকল তরুণের হৃদ ক্যানভাসে আজ এক সাঈদের মুখ।
সাঈদ এখন অনাগত দিনের কোটি তরুণের হৃদ স্পন্দন
সাঈদ এখন মুক্তিকামী কোটি তরুণের বিজয় কেতন।

তোফায়েল আহমেদ
২১ জুলাই, ২০২৪

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের শুভেচ্ছা বার্তা

জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সুসংহত একটি গণতান্ত্রিক ও স্থিতিশীল সমাজ বিনির্মান এবং অব্যাহত সুশাসন, সেবা ও উন্নয়নের টেকসই ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য স্থানীয় সরকার ও শাসন ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে দক্ষ ও একটি সেবামুখী গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পথে আইন, কাঠামো এবং চর্চাগত নানা বাধা-বিপত্তি রয়েছে। এ ব্যবস্থা কিছুটা আমাদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, আর বেশীর ভাগই চর্চা ও সংস্কৃতিগত অমনোযোগীতা ও উদাসিনতা।

জুলাই গণঅভূত্থানের পর এসব বাধা অপসারণ করে অন্যান্য বিষয়ের মতো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে নতুন বাংলাদেশের উপযোগী করে বিশ্বমানে উন্নীত করার অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সে সুযোগ গ্রহণ করে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন জাতির ভবিষ্যত পথ নির্মাণের ও স্থানীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নানা বিষয় যথা স্থানীয় সরকার আইন, কাঠামো, কার্য, অর্থ, নারী পুরুষের সর্বজনীন অংশগ্রহণ, পার্বত্য অঞ্চলসহ সারা দেশের সকল জাতি গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ, নতুন প্রতিষ্ঠানিক চর্চা এবং পুরানো প্রথা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংস্কারের রুপরেখাসহ অনেক গুলো মৌলিক আইনের খসড়াও তৈরি করে দিয়েছে।

আমি আশা করি দেশের নাগরিক সমাজ স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনসহ এগারোটি কমিশনের সুপারিশসমূহ গভীরভাবে বিবেচনা করবে, যা আমাদের আগামী দিনের বাংলাদেশকে গড়ার পথে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে থাকবে।

আমি স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রধান প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ-সহ সকল সদস্যদের তাদের এ অমূল্য অবদানের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আশা করি দেশ ও জাতি এ দলিলের সর্বোত্তম ব্যবহার করে প্রভুত সফলতা অর্জন করবে।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস
প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় কমিশন প্রধানের ভূমিকা

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন দুটি খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খন্ডে ১৯টি অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা বিশ্লেষণ ও সুপারিশ প্রণীত হয়েছে। সেই সুপারিশসমূহের আলোকে ৬টি আইনের খসড়া প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই আইনগুলোর মধ্যে ৩টি মৌলিক আইন ও ৩টি সংশোধনী। নিম্নে আইনসমূহের তালিকা উল্লেখ করা হলো:

তিনটি মৌলিক আইন:

১। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ-২০২৫

২। স্থানীয় সরকার কমিশন অধ্যাদেশ-২০২৫

৩। জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার অধ্যাদেশ-২০২৫

তিনটি সংশোধনী আইন:

১। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, (সংশোধনী) অধ্যাদেশ-২০২৫

২। বান্দারবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, (সংশোধনী) অধ্যাদেশ-২০২৫

৩। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, (সংশোধনী) অধ্যাদেশ-২০২৫

স্থানীয় সরকার আইনটি প্রতিবেদনের প্রথম খন্ডের ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ও ১১ অধ্যায়সমূহের বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ-এর নির্যাস, যা আইনের পাঠে রুপান্তর করা হয়েছে। এই আইনটি কমিশন প্রতিবেদনের মূল সুপারিশসমূহ বাস্তাবায়নের প্রধান অবলম্বন হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তেমনিভাবে দ্বিতীয় আইন 'স্থানীয় সরকার কমিশন' অধ্যাদেশ ২০২৫ ও তৃতীয় আইন জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার অধ্যাদেশ-২০২৫ প্রথম খন্ডের যথাক্রমে অধ্যায় ১২ ও ১৬-এর বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও সুপারিশের আইনী রুপান্তর।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ নির্বাচনের যে বিধান বর্তমানে রয়েছে তাতে প্রার্থীর শ্রেণীকরণ করে নানা উপজাতি ও অ-উপজাতি প্রার্থীতার স্পষ্ট বিধান থাকলেও বিভিন্ন জাতীগোষ্ঠীর ভোটারগণ কীভাবে ভোট দিবেন তার বিধান অস্পষ্ট। প্রস্তাবিত ৩টি আইনের সংশোধনীসমূহ পাশ হলে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের ভোটদান প্রক্রিয়াটি সহজ, স্বচ্ছ ও প্রয়োগ উপযোগী হবে বলে আশা করা যায়।

এই ৬টি আইনের খসড়া স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্রুত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পাশ করার ব্যবস্থা নিলে জাতি উপকৃত হতে পারে।

অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ
কমিশন প্রধান
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন - সদস্যবৃন্দ

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

আবদুর রহমান
সদস্য এবং
অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

ড. মাহফুজ কবীর
সদস্য এবং
পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল
এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, রমনা, ঢাকা

মাশহুদা খাতুন শেফালী
সদস্য এবং
নির্বাহী পরিচালক, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র,

ড. মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম
সদস্য এবং
অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

ড. কাজী মারুফুল ইসলাম
সদস্য এবং
অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইলিরা দেওয়ান
সদস্য এবং
লেখক ও মানবাধিকার কর্মী

ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমান
সদস্য এবং
অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

২য় খণ্ড

আইনসমূহের তালিকা

ক্রম নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১।	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	০১-১১৯
২।	স্থানীয় সরকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫	১২০-১২৭
৩।	জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২৫	১২৮-১৪৬
৪।	**পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩টি জেলা পরিষদ আইনের ধারা উল্লেখপূর্বক সংশোধনী অধ্যাদেশ**	
	১. বান্দরবান জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	১৪৭-১৫৩
	২. রাঙামাটি জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	১৫৪-১৫৯
	৩. খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	১৬০-১৬৫

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ ২০২৫

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

(অধ্যাদেশ নং ..../২০২৫)

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনসমূহ রহিতক্রমে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম একীভূত করিয়া একটি নতুন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও কার্যকর করিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করিবার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে ''স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন'' গঠিত হইয়াছে;

যেহেতু বৈষম্য নিরসনে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকরতা চলমান রাখিবার স্পৃহায় ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার বিপ্লবের চেতনার আলোকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনগণের অভিপ্রায়ে আইনের শাসন ও অধিকতর অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করিবার মহান উদ্দেশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে;

যেহেতু স্থানীয় সরকার একটি পৃথকসত্তা হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা অত্যাবশ্যক; এবং

যেহেতু জনগণের অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক; এবং একক ব্যক্তি ও পদের পরির্বতে একটি অংশগ্রহণমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ তৃণমূল থেকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো ও নির্বাচন ব্যবস্থাসমূহের, স্বচ্ছতা, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী করা অত্যাবশ্যক।

যেহেতু স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরকারের ব্যয় সংকোচন এবং একক আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পরিচালনা এবং স্থানীয় সরকারের নিকট হইতে বিচারিক কার্যক্রম প্রত্যাহার করত ওয়ার্ডভিত্তিক আপোষ-মীমাংসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং নতুন নির্বাচনী ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনসমূহ রহিতক্রমে একীভূত করিয়া একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ**।— (১) এই অধ্যাদেশ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

(৩) ইহা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এবং ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮ এর আওতায় গঠিত এলাকা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(১) "অধিদপ্তর" অর্থ স্থানীয় সরকার অধিদপ্তরকে বুঝাইবে;

(২) ''আবর্জনা'' অর্থ জঞ্জাল, উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা-ময়লাদি, জীব-জন্তুর মৃতদেহ, নর্দমার তলানি, পয়ঃপ্রণালীর থিতানো বস্তু, ময়লার স্তুপ, বর্জ্য এবং অন্য যে কোনো দূষিত পদার্থ বা আপত্তিকর দ্রব্য;

(৩) ''আয়'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন অনুপার্জিত আয় ব্যতীত যে কোনো অর্থনৈতিক অর্জন;

(৪) ''ইউনিয়ন'' অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৪ এর অধীন ইউনিয়ন হিসাবে ঘোষিত কোনো এলাকা;

(৫) ''ইউনিয়ন পরিষদ'' অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত কোনো ইউনিয়ন পরিষদ;

(৬) ''ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট'' অর্থে কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ শহর উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে;

(৭) ''ইমারত'' অর্থ কোনো আবাসিক বা বাণিজ্যিক বাড়ি অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নির্মিত ও ব্যবহৃত ভবন অথবা Building Construction Act, 1952 (East Bengal Act) (Act No. II of 1953) বা তৎপরবর্তী সংশ্লিষ্ট অর্জন দ্বারা সংজ্ঞায়িত ভবন;

(৮) ''ইমারত নির্মাণ'' অর্থ একটি নতুন দালান নির্মাণ;

(৯) ''ইমারত পুনঃনির্মাণ'' অর্থ নির্দেশিতভাবে একটি দালানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন;

(১০) ''ইমারত রেখা'' অর্থ নির্দিষ্ট বাহিরে বিদ্যমান কিংবা প্রস্তাবিত রাস্তার দিকে ইমারতের বহির্মুখ বা বহির্দেয়ালের কোনো প্রাপ্ত অংশ না হওয়া;

(১১) ''উপজেলা'' অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৪ এর অধীন উপজেলা হিসাবে ঘোষিত একটি এলাকা;

(১২) ''উপজেলা নির্বাহী অফিসার'' অর্থ কোনো প্রধান প্রশাসক ও রাজস্ব কর্মকর্তা;

(১৩) ''উপজেলা পরিষদ'' অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত কোনো উপজেলা পরিষদ;

(১৪) ''উৎপাত'' অর্থ এমন যে কোনো কাজ, ত্রুটি, স্থান বা দ্রব্য যাহা দ্বারা সৃষ্টি, ঘ্রাণ বা শ্রবণ এর ক্ষেত্রে জখম, বিপদ, বিরক্তি বা অপরাধ ঘটানো বা ঘটাইতে পারে যাহা জীবনের জন্য মারাত্মক অথবা স্বাস্থ্য বা সম্পদের জন্য ক্ষতিকারক;

(১৫) ''উপ-আইন'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত কোনো উপ-আইন;

(১৬) ''উপ-কর'' অর্থ এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোনো উপ-কর;

(১৭) ''ওয়াটার ওয়ার্ড'' এর অন্তর্ভুক্ত হইবে কোনো হ্রদ, জলপ্রবাহ, ঝর্ণা, কূপ, পাম্প, সংরক্ষিত জলধারা, পুকুর, নল, জলকপাট, পাইপ, কালভার্ট ও পানি সরবরাহ বা ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত এবং অন্যান্য যন্ত্রাপাতি;

(১৮) ''ওয়ার্ড'' অর্থ এই অধ্যদেশ দ্বারা নির্ধারিত ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের একক নির্বাচনী এলাকা;

(১৯) ''কনজারভেন্সী'' অর্থ আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তরকে বুঝাইবে;

(২০) ''কমিশন'' অর্থ স্থানীয় সরকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর অধীন গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশন;

(২১) ''কর'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন যে কোনো কর, উপ-কর, টোল, রেইট, ফিস অথবা ধার্য করা যায় এমন যে কোনো কর;

(২২) ''কাউন্সিলর'' অর্থ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর;

(২৩) ''কার্যবিধি'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত কার্যবিধি;

(২৪) ''কার্যাবলি'' অর্থ ক্ষমতার অনুশীলন এবং দায়িত্ব পালন;

(২৫) ''কারখানা'' অর্থ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কারখানা;

(২৬) ''ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড'' অর্থ ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮ এর অধীন গঠিত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে বুঝাইবে;

(২৭) "ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী'' অর্থ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারা অনুসরণকারী নৃ-জনগোষ্ঠী;

(২৮) ''খাজনা'' অর্থ কোনো ইমারত বা জমির খাস বা দখল অধিকারে রাখিবার কারণে মালিকনার দখলদার বা ভাড়াটিয়া বা লীজগ্রহীতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রদেয় অর্থ;

(২৯) ''খাদ্য'' অর্থ ঔষধ এবং পানীয় ব্যতীত মানুষের পানাহারের নিমিত্তে ব্যবহৃত সকল প্রকার দ্রব্য;

(৩০) ''গণস্থান'' অর্থ কোনো ভবন, আঙ্গিনা অথবা স্থান যেখানে জনগণের অবাধ ও মুক্ত প্রবেশাধিকার রহিয়াছে;

(৩১) ''গ্রাম এলাকা" বা "পল্লী এলাকা'' অর্থ শহর বা নগর হিসাবে ঘোষিত নয় এইরূপ এলাকা;

(৩২) ''চেয়ারম্যান'' অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান;

(৩৩) ''চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো পরিষদের চেয়ারম্যান ও তাঁহার মনোনীত ৩-৫ জন কার্যনির্বাহী সদস্য;

(৩৪) ''ছায়া পরিষদ নেতা'' অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত চেয়ারম্যান কাউন্সিল ও সভাধ্যক্ষ ব্যতীত অন্য সদস্যদের মধ্য হইতে তাদের দ্বারা মনোনীত একজন বিরোধী নেতাকে 'ছায়া পরিষদ নেতা' কে বুঝাইবে;

(৩৫) ''জনপথ'' অর্থ সরকার কিংবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণাধীন জনপথ;

(৩৬) ''জনসংখ্যা'' অর্থ সর্বশেষ জনগণনায় উল্লিখিত জনসংখ্যা;

(৩৭) ''জমি'' অর্থ নির্মাণাধীন বা নির্মিত অথবা জলমগ্ন যে কোনো জমি;

(৩৮) ''জেলা'' অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত একটি প্রশাসনিক জেলা;

(৩৯) ''জেলা কালেক্টরেট'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন একজন জেলা কালেক্টরেট বা ডেপুটি কমিশনারের সমুদয় বা যে কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত যে কোনো অফিসার ও কার্যালয় বুঝাইবে;

(৪০) ''জেলা পরিষদ'' অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত কোনো জেলা পরিষদ;

(৪১) ''ড্রাগ বা ঔষধ'' অর্থ অভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত যে কোনো দ্রব্য অথবা ঔষধের মিশ্রণে অথবা প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত যে কোনো দ্রব্য;

(৪২) ''ড্রেন'' অর্থ ভূ-নিম্নস্থ নর্দমা, রাস্তা বা বাড়ি-ঘরের নর্দামা, সুড়ঙ্গ, কালভার্ট, পরিখা, নালা এবং বৃষ্টির পানি ও নোংরা পানি বহনের জন্য অন্য যে কোনো প্রকার ব্যবস্থা;

(৪৩) ''তফসিল'' অর্থ এই অধ্যাদেশের কোনো তফসিল;

(৪৪) ''তহবিল'' অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের তহবিল;

(৪৫) ''থানা'' অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 এর section 4(1)(s) এ সংজ্ঞায়িত কোনো পুলিশ স্টেশন;

(৪৬) ''দখলদার'' অর্থ একজন মালিক যিনি নিজের জমি বা ইমারতের প্রকৃত দখলদার এবং এমন ব্যক্তি যিনি সাময়িকভাবে জমি বা ইমারত বা উহার অংশের জন্য উহার মালিককে ভাড়া প্রদান বা তাহা প্রদানের জন্য দায়ী থাকেন এমন ব্যক্তি;

(৪৭) ''দুগ্ধ খামার'' অর্থ কোনো খামার, গরুর সেড, গরুর ঘর, দুধ সংরক্ষণাগার, ইত্যাদি;

(৪৮) ''নগর এলাকা'' অর্থ একটি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকা অথবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোনো শহর বা নগর এলাকা;

(৪৯) ''নির্ধারিত'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(৫০) ''নির্ধারিত আসন'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত নির্ধারিত আসন;

(৫১) ''নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ'' অর্থ সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো কর্মকর্তা;

(৫২) ''নির্বাচন কমিশন'' অর্থ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন;

(৫৩) ''নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল;

(৫৪) ''নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল;

(৫৫) "নির্বাচনী অপরাধ" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন ঘোষিত তফসিলের তারিখ হইতে নির্বাচনোত্তর গেজেট প্রকাশ পর্যন্ত সময়কাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত অপরাধসমূহ;

(৫৬) "নির্বাচনী বিরোধ" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন ঘোষিত তফসিলের তারিখ হইতে নির্বাচনোত্তর গেজেট প্রকাশ পর্যন্ত সময়কাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত বিরোধসমূহ;

(৫৭) ''পথ'' অর্থ জনসাধারণের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হোক বা না হোক এমন পায়ে চলার পথ, স্কয়ার, মাঠ, বহিরাঙ্গন বা চলাচলের রাস্তা বা সড়ক;

(৫৮) ''পরিষদ'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদকে বুঝাইবে;

(৫৯) ''প্রতিষ্ঠান'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন নামীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান;

(৬০) ''প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'' অর্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পদায়নকৃত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;

(৬১) ''প্রবিধান'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত কোনো প্রবিধান;

(৬২) ''পৌরসভা'' অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৫ এর অধীন গঠিত কোনো পৌরসভা;

(৬৩) ''পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন তহবিল'' অর্থ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন তহবিলকে বুঝাইবে;

(৬৪) ''পৌরসভার মাস্টার প্ল্যান'' অর্থ পৌরসভার সীমানার আওতাধীন দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা কাঠামো কৌশল নির্ধারণ এবং সামগ্রিকভাবে পৌরসভার উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নির্দিষ্ট বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহা পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যানের ভিত্তি হইবে;

(৬৫) ''পৌরসভার সাধারণ বাসিন্দা'' অর্থে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড বা পৌরসভা এলাকায় বসবাসরকত বাসিন্দাকে বুঝাইবে যাহার নাম ঐ এলাকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে;

(৬৬) ''পৌর প্রতিনিধি'' অর্থ পৌরসভার মেয়র বা তদ্‌কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;

(৬৭) ''ফিস'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত ফিস;

(৬৮) ''ফোরাম'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত ওয়ার্ড ফোরাম;

(৬৯) ''বাজার'' অর্থ এমন কোনো স্থান যেখানে জনগণ মাছ, মাংস, ফল-মূল, শাক-সবজি বা অন্য যে কোনো খাদ্যজাত দ্রব্য বিক্রয় ও ক্রয়ের জন্য জড়ো হয় অথবা পশু বা ছাগল, পশু-পক্ষী ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাজার হিসাবে ঘোষণা করা;

(৭০) ''বাজেট'' অর্থ পরিষদের অর্থবৎসরের আয় ও ব্যয়ের নির্ধারিত আর্থিক বিবরণ;

(৭১) ''বার্ষিক মূল্য'' অর্থ কোনো গৃহ বা জমি প্রতি বৎসর ভাড়া দিয়া প্রাপ্ত অথবা প্রাপ্য মোট অর্থ;

(৭২) ''বিধি'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;

(৭৩) ''বিপণন'' অর্থ এমন একটি স্থান যেইখানে কোনো পণ্য বিক্রয় ও ক্রয়ের জন্য একত্রিত করা হয়;

(৭৪) ''ভাড়া'' অর্থ কোনো দালান বা ভূমি দখল বাবদ ভাড়াটিয়া বা লীজ গ্রহীতা কর্তৃক আইনসঙ্গতভাবে পরিশোধ্য কোনো অর্থ বা বস্তু;

(৭৫) ''ভোটাধিকার'' অর্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনে ভোট প্রদানের সর্বোচ্চ মৌলিক অধিকার;

(৭৬) "মহানগর" অর্থ কর্তৃক নির্ধারিত সিটি কর্পোরেশনের এখতিয়ারভুক্ত কোনো এলাকাকে বুঝাইবে;

(৭৭) "মালিক" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি আপাতত জমি ও ইমারতের ভাড়া অথবা উহাদের যে কোনো একটির ভাড়া নিজ দায়িত্বে অথবা কোনো ব্যক্তির অথবা সমাজের অথবা কোনো ধর্মীয় অথবা দাতব্য কাজের প্রতিনিধি অথবা ট্রাস্ট্রি হিসাবে সংগ্রহ করিতেছেন অথবা যদি জমি অথবা ইমারত ভাড়াটিয়ার নিকট ভাড়া প্রদান করিলে যিনি তাহা সংগ্রহ করিতেন;

(৭৮) 'মেয়র' অর্থ কর্পোরেশন বা পৌরসভার মেয়র;

(৭৯) ''মৌজা'' অর্থ কোনো নির্দিষ্ট এলাকা যাহা ভূমি জরিপের মাধ্যমে কোনো জেলার ভূমি সংক্রান্ত দলিলে লিপিবদ্ধ ও সংজ্ঞায়িত;

(৮০) ''রাস্তা'' অর্থ জনসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত এবং ভবিষ্যতে উন্মুক্ত হইতে পারে এমন রাস্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮১) "রেইট'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত রেইট বুঝাইবে;

(৮২) ''সংক্রামক ব্যাধি'' অর্থ এমন ব্যাধি যাহা একজন ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিকে সংক্রামিত করিয়া এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশিত অন্য যে কোনো ব্যাধি;

(৮৩) ''সদস্য'' অর্থে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সকল সদস্য এবং চেয়ারম্যান, সভাধ্যক্ষ, ছায়া পরিষদ নেতা, চেয়ারম্যানের নির্বাহী পরিষদ ও মেয়র কাউন্সিলের সদস্য, স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮৪) "সংরক্ষিত সদস্য" অর্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ৩৩শতাংশ নারী সদস্য, যাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভগ্নাংশের ক্ষেত্রেও বিবেচ্য হইবে;

(৮৫) "সরকার'' অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ;

(৮৬) ''সরকারি রাস্তা'' অর্থ সরকার কিংবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণাধীন জনসাধারণের চলাচলের জন্য সকল রাস্তা;

(৮৭) ''সভাধ্যক্ষ'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন যে কোনো পরিষদের জাতীয় সংসদের স্পিকারের দায়িত্বের অনুরূপ সভা বা অধিবেশন পরিচালনাকারী;

(৮৮) "সড়ক রেখা" অর্থ রাস্তা ধারণের ভূমি এবং রাস্তার অংশবিশেষ গঠনের ভূমিকে পাশ্ববর্তী ভূমি হইতে বিভক্তকারী রেখা;

(৮৯) ''সাধারণ বাসিন্দা'' অর্থ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের স্থায়ী বা ভাড়ার বিনিময়ে বসবাসকারী ব্যক্তি যাহার নাম সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত;

(৯০) ''সিটি" অর্থ এই অধ্যাদেশের তফসিলে বর্ণিত বৃহৎ শহরাঞ্চল;

(৯১) ''সিটি কর্পোরেশন'' অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৬ এর অধীন গঠিত কোনো সিটি কর্পোরেশন;

(৯২) ''স্যুয়ারেজ" অর্থ একটি ড্রেনের মাধ্যমে বাহিত পয়ঃনিষ্কাশন, দূষিত পানি, বৃষ্টির পানি এবং নর্দামা বাহিত যে কোনো দূষিত/নোংরা দ্রব্যাদিকে সম্পৃক্ত করিয়া এমন লক্ষ্য;

(৯৩) ''স্থানীয় কর্তৃপক্ষ'' অর্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থা;

(৯৪) ‘‘স্থায়ী কমিটি’’ অর্থে এই অধ্যাদেশের অধীন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্ত গঠিত স্থায়ী কমিটিসমূহ বুঝাইবে; এবং

(৯৫) ‘‘হাট-বাজার’’ অর্থ পণ্য সামগ্রী, খাদ্য, মালামাল, পশু, ইত্যাদি সময়ে সময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত স্থান।

দ্বিতীয় অধ্যায়
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন ও শ্রেণি বিন্যাস

৩। **প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন**।— (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯(১) অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন একটি প্রশাসনিক একাংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) প্রত্যেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের শর্ত ও বিধি সাপেক্ষে তাহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার ও অধিকারে রাখিবার ক্ষমতা থাকিবে, ইহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

অংশ-১
ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা প্রতিষ্ঠা

৪। **ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা প্রতিষ্ঠা**।— (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে, যথা:—

(ক) সর্বনিম্ন ১২০০-১৫০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের একটি ওয়ার্ড গঠিত হইবে;

(খ) জনসংখ্যা যাহাই হোক না কেন, প্রতিটি ইউনিয়নে সর্বনিম্ন ৯ (নয়)টি ওয়ার্ড বহাল থাকিবে; জনসংখ্যার ভিত্তিতে অন্যান্য ইউনিয়নের তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার সর্বোচ্চ ৩৯ (উনচল্লিশ) টি ওয়ার্ড পর্যন্ত গঠিত হইতে পারিবে;

(গ) প্রত্যেকটি ইউনিয়ন ৩ (তিন)টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করিয়া সকল ইউনিয়নের ওয়ার্ডের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হইবে, তবে কোনো ইউনিয়নের ওয়ার্ড সংখ্যা ১৮ (আঠারো) এর অধিক হইলে উপজেলার ওয়ার্ড সংখ্যা ৫ (পাঁচ)টি পর্যন্ত হইতে পারিবে; এবং

(ঘ) প্রত্যেকটি উপজেলাকে ৩ (তিন)টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করিয়া সকল উপজেলার ওয়ার্ডের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হইবে, তবে কোনো উপজেলায় ইউনিয়নের সংখ্যা ১৫ (পনেরো)-এর অধিক হইলে উক্ত উপজেলায় জেলার ৫ (পাঁচ)টি পর্যন্ত ওয়ার্ড হইতে পারিবে।

(৩) সরকার কোনো পরিষদের অনুরোধে অথবা পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে বিজ্ঞপ্তি জারির পরবর্তী সময়ে—

(ক) নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পরিষদের কর্মস্থল পরিবর্তন করিতে পারিবে;

(খ) পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করিবার জন্য সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত কাজের সমন্বয় করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিষদের নামকরণ ব্যক্তির নামে হইবে না।

(৪) সরকার সংশ্লিষ্ট পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া, যদি কোনো পরিষদের এখতিয়ার কোনো এলাকার উপর না থাকে, তাহা হইলে এই সংক্রান্ত দায়-দেনা হইতে সংশ্লিষ্ট পরিষদকে মুক্ত করিবার অধিকার রাখিবে।

অংশ-২

পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন

৫। **পৌরসভা প্রতিষ্ঠা**।— (১) সরকার, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, প্রয়োজনীয় তথ্য বিশ্লেষণের পর, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোনো এলাকাকে পৌর এলাকা ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদির মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) জনসংখ্যা;

(খ) জনসংখ্যার ঘনত্ব;

(গ) স্থানীয় আয়ের উৎস;

(ঘ) অকৃষি পেশার শতকরা হার; এবং

(ঙ) এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

আরো শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) অনুযায়ী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবার পূর্বে নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবে, যথা:—

(ক) ঘোষণাকৃত পৌর অঞ্চলের তিন-চতুর্থাংশ ব্যক্তি অকৃষি পেশায় নিয়োজিত;

(খ) ঐ এলাকায় নূন্যতম ৩৩ শতাংশ (শতকরা তেত্রিশ ভাগ) অকৃষি ভূমি থাকিতে হইবে;

(গ) জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে ২,০০০ (দুই হাজার) এর কম হইবেনা;

(ঘ) জনসংখ্যা অন্যূন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ইতিপূর্বে গঠিত যে সকল পৌরসভা বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, যাহা স্থানীয় সরকার কমিশনের মাধ্যমে নির্ধারিত হইবার পর যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের পর বিলুপ্ত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে একীভূত করিতে পারিবে:

আরো শর্ত থাকে যে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং তদধীন প্রণীত নির্ধারিত বিধিতে বর্ণিত শর্তানুযায়ী যে সকল পৌরসভা অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে নির্ধারিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইবে, কমিশনের সুপারিশ ভিত্তিতে সেই সকল পৌরসভা বিলুপ্ত করা হইবে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সহিত একীভূত হইতে পারিবে।

(২) কোনো পৌরসভার সীমানা বর্ধিত করিয়া কোনো ইউনিয়ন পরিষদ বা তাহার অংশ পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) পৌরসভা গঠন।— পৌরসভা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হইবে—

(ক) মেয়র;

(খ) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর, এবং

(গ) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী কেবল নারীদের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর।

(ঘ) কাউন্সিলরগণ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এই অধ্যাদেশ ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন।

(ঙ) কাউন্সিলরগণ তাহাদের মধ্য হইতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে একজনকে মেয়র সভাধ্যক্ষ ও ছায়া কাউন্সিল হিসাবে নির্বাচিত করিবেন।

(চ) মেয়র পৌরসভার কাউন্সিলর বলিয়া গণ্য হইবেন।

(ছ) বিদ্যমান পৌরসভার ক্ষেত্রে স্থানীয় পৌরসভার পরামর্শ ব্যতিরেকে সাধারণত নাম পরিবর্তন করা যাইবে না।

(জ) নবগঠিত পৌরসভার ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের সহিত পরামর্শ করিয়া গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পৌরসভার নামকরণ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পৌরসভার নামকরণ ব্যক্তির নামে হইবে না।

৬। **সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা**।— (১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পর এই অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক বিদ্যমান সিটি কর্পোরেশনসমূহ স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং কোনো নতুন সিটি কর্পোরেশন সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) যে কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকা সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বর্ধিত বা হ্রাস করিতে পারিবে।

(৩) প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন এলাকা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯(১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি স্থানীয় প্রশাসনিক একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কর্পোরেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশ ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৫) সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব—

(ক) সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিধি প্রকাশিত করিয়া কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মানদন্ড নির্ধারন করিবে;

(খ) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাতে থাকিবে—

(অ) জনসংখ্যা;

(আ) জনসংখ্যার ঘনত্ব;

(ই) স্থানীয় আয়ের উৎস;

(ঈ) অকৃষি ভূমি ও পেশার শতকরা হার;

(উ) এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব;

(ঊ) অবকাঠামোগত সুবিধাদি ও সম্প্রসাররে সুযোগ; এবং

(ঋ) বিদ্যমান পৌরসভার বার্ষিক আয়;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর নির্ধারিত মানদন্ড সর্বোতভাবে পূরণ করিতে ব্যর্থ হইলে সিটি কর্পোরেশন গঠন করা যাইবে না;

(ঘ) নির্ধারিত মানদন্ড পূরণ করিতে সক্ষম হইলে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনমত যাচাই করিয়া প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি করিবার ঘোষণা দিতে পারিবে;

(ঙ) কোনো সিটি কর্পোরেশনের সীমানা কোনো ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা তাহার অংশ সিটি কর্পোরেশন এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসরণ করিয়া অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ।

৭। **কর্পোরেশন গঠন**।— (১) কর্পোরেশন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হইবে—

(ক) মেয়র;

(খ) সরকার কৃর্তক, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর, এবং

(গ) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী কেবল নারীদের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর।

(২) বিদ্যমান কর্পোরেশনসমূহের সিটি কর্পোরেশন অন্তর্গত এলাকায় সেবাদানকারী হিসাবে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্পোরেশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং উহাদের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি কাউন্সিলের সভায় বাধ্যতামূলকভাবে যোগদান করিবে, কিন্তু তাহাদের ভোটারাধিকার থাকিবেনা; নিম্নে তালিকা সংযুক্ত হইল, যথা:—

(ক) চেয়ারম্যান, রাজউক/সিডিএ/আরডিএ/কেডিএ;

(খ) চেয়ারম্যান/নির্বাহী প্রকৌশলী জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ;

(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(ঘ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড;

(ঙ) মহাপরিচালক/পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

(চ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার;

(ছ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড/ডেসা/ডেসকো/ডিপিডিসি;

(জ) জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক;

(ঝ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়াসা;

(ঞ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস/কর্ণফুলী গ্যাস;

(ট) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;

(ঠ) মহাপরিচালক/পরিচালক, বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর;

(ড) পরিচালক, বিআরটিএ/বিডব্লিউএ/বেবিচক;

(ঢ) চেয়ারম্যান বা সদস্য, সমুদ্র ও নদী বন্দর কর্তৃপক্ষ;

(ণ) চেয়ারম্যান/সদস্য, বেপজা, বিডা, সকল শিল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ;

(ত) শিল্প বণিক সমিতি/পোশাক শিল্প সমিতি, বার কাউন্সিল;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনে সরকার সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের সহিত পরামর্শক্রমে অন্য কোনো সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কর্পোরেশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) কাউন্সিলরগণ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এই অধ্যাদেশ ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন।

(৪) কাউন্সিলরগণ তাহাদের মধ্য হইতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে একজনকে মেয়র সভাধ্যক্ষ ও ছায়া কাউন্সিল নেতা হিসাবে নির্বাচিত করিবেন।

(৫) মেয়র কর্পোরেশনের কাউন্সিলর বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৬)(ক) বিদ্যমান সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সিটি কর্পোরেশনের পরামর্শ ব্যতিরেকে সাধারণত নাম পরিবর্তন করা যাইবে না।

(খ) নবগঠিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের সহিত পরামর্শ করিয়া গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের নামকরণ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সিটি কর্পোরেশনের নামকরণ ব্যক্তির নামে হইবে না।

৮। **কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকাল, ইত্যাদি।**— (১) কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকাল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচনের গেজেট প্রকাশের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হইবার পর হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মোট কাউন্সিলগণের ৭৫% (শতকরা পঁচাত্তর ভাগ) এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে এবং নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইলে, এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কাউন্সিলগণের শপথ গ্রহণের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ নির্বাচনসমূহ যথা- সভাধ্যক্ষ, মেয়র ও ছায়া পরিষদ নেতা এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মোট ওয়ার্ড সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ওয়ার্ডভিত্তিক সদস্যপদ কেবল নারীদের জন্য নির্ধারিত থাকিবে:

আরো শর্ত থাকে যে, নারীদের জন্য মোট আসনের ৩৩% (শতকরা তেত্রিশ ভাগ) নির্ধারিত সংরক্ষিত আসন পর্যায়ক্রমে ঘূর্ণায়মান (rotation) পদ্ধতিতে পূরণের জন্য নির্ধারিত রাখিতে হইবে এবং এই ঘূর্ণায়মান ব্যবস্থা সরকার, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, গেজেট আকারে প্রকাশ করিবে:

আরো শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত আসনবহির্ভূত আসনে নারী প্রার্থীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করিতে পারিবে:

আরো শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশ জারির পরবর্তী ৩ (তিন) টি নির্বাচনের পরে নির্ধারিত আসন কোটা বিলুপ্ত হইবে কিনা এই ব্যাপারে কমিশন সুপারিশ করিবে।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সম্প্রদায় (যদি থাকে) প্রয়োজনে সরকার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে আসন নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৫) কর্পোরেশনের মেয়র কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলর হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৬) কর্পোরেশনের মেয়র, সভাধ্যক্ষ, কার্যনির্বাহী কাউন্সিল, ছায়া পরিষদ নেতা ও অন্যান্য কাউন্সিলরগণের বেতন, ভাতা, সম্মানি ও অন্যান্য সুবিধাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৭) কর্পোরেশনের কার্য বন্টনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী কাউন্সিলরগণের মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য করা যাইবে না।

অংশ-৩
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি বিন্যাস, ইত্যাদি

৯। **প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি**।— (১) 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান' এলাকা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার পর ঐ এলাকার সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অনূর্ধ্ব ১ (এক) মাসের মধ্যে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে।

(২) উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কে সরকার কমিশনের মতামত গ্রহণ করিবে এবং পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এলাকা গঠনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১০। **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এলাকার শ্রেণিবিন্যাস**।— সরকার, প্রয়োজনে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সুনির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের শ্রেণিবিন্যাস করিতে পারিবে।

১১। **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকাল, ইত্যাদি**।— (১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকাল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচনের গেজেট প্রকাশের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হইবার পর হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মোট কাউন্সিলগণের ৭৫% (শতকরা পঁচাত্তর ভাগ) এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে এবং নির্বাচিত সদস্য/কাউন্সিলরগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইলে, এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সদস্য/কাউন্সিলগণের শপথ গ্রহণের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ নির্বাচনসমূহ যথা- সভাধ্যক্ষ, মেয়র ও ছায়া পরিষদ নেতা এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) যেসব সদস্য/কাউন্সিলর বিচারিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ঘোষিত হইবেন তাহাদের শপথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কার্যকাল প্রাপ্ত হইবেন।

১২। **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল, ইত্যাদি**।— (১) কর্পোরেশন নির্বাচিত কাউন্সিল কার্যকর হইবার পর গেজেট প্রকাশের তারিখ হইতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কর্পোরেশনের কার্যকাল হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন, কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মোট কাউন্সিলরগণের ৭৫% (শতকরা পঁচাত্তর ভাগ) এর নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যথার্থভাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে—

(ক) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্ব ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করিতে পারিবে এবং উক্ত ঘোষণার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে;

(খ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সীমানা নির্ধারণ, বর্ধিতকরণ বা ওয়ার্ড সীমানা নিয়ে কোনো জটিলতার উদ্ভব হইলে পূর্বের নির্বাচন যে এলাকা নিয়ে গঠিত উক্ত সীমানা নিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেইরূপ এলাকা লইয়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে; এবং

(গ) এই অধ্যাদেশের ধারা ৯৬ অনুযায়ী কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন বা বাতিলের ক্ষেত্রে বাতিল আদেশ জারির পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠনের পদ্ধতি

১৩। **পদ্ধতিসমূহ**।— (১) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিতভাবে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ—

(অ) সরকার প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি পরিষদ গঠন করিবে যাহার সদস্যগণ এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(আ) ইউনিয়নের অন্তর্গত সকল ভোটার, যাহাদের নাম নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত সর্বশেষ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নির্বাচন করিবে যাহা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সংখ্যার বেশি হইবে না;

(ই) সদস্য নির্বাচনের গেজেট প্রকাশের তৃতীয় কর্ম দিবসের যে কোনো সুবিধাজনক সময়ে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে বা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ভোটারদের উপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত করা হইবে; **তফসিল-২** অনুযায়ী শপথনামা পরিচালিত হইবে;

(ঈ) শপথ অনুষ্ঠান ও পরিষদের অভ্যন্তরে দ্বিতীয় স্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার বিধি জারি করিবেন;

(উ) পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে, স্থানীয় সরকার কমিশন, এর সহিত পরামর্শক্রমে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে আসন নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(ঈ) এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সভাধ্যক্ষ, নির্বাহী সদ্যস্যবৃন্দ (সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হইবার পর) ও অন্যান্য সদস্যগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইবে; এবং

(ঋ) ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত সকল সরকারি কর্মকর্তাগণের উপর পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

(খ) উপজেলা পরিষদ—

(অ) উপজেলা পরিষদের ওয়ার্ডভিত্তিক সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হইবেন;

(আ) উপজেলাভুক্ত সকল ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্যগণ গোপন ব্যালটে চেয়ারম্যান ও সভাধ্যক্ষ নির্বাচন করিবেন;

(ই) সদস্য নির্বাচনের গেজেট প্রকাশের তৃতীয় কর্ম দিবসের যে কোনো সুবিধাজনক সময়ে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে বা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ভোটারদের উপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত করা হইবে; **তফসিল-২** অনুযায়ী শপথনামা পরিচালিত হইবে;

(ঈ) শপথ অনুষ্ঠান ও পরিষদের অভ্যন্তরে দ্বিতীয় স্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার বিধি জারি করিবেন;

(উ) ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ কর্তৃক তাহাদের নিজ নিজ নির্বার্হী পরিষদের সদস্য (এক-তৃতীয়াংশ নারীসহ) মনোনীত করিবেন; হইা চেয়্যারম্যানের একক অধিকার হিসাবে গণ্য হইবে।

(ঊ) পার্বত্য চট্রগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের অর্থাৎ সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সম্প্রদায় (যদি থাকে) প্রয়োজনে সরকার বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে আসন নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(ঋ) নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা নির্ধারণের বিষয়ে উপজেলাভুক্ত মোট ইউনিয়নের সংখ্যাকে প্রধান নির্ণায়ক হিসাবে বিবেচনা করা হইবে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উপজাতি সম্প্রদায়ের সংখ্যাও গণ্য করিতে হইবে;

(এ) "স্থানীয় সরকার সার্ভিস" গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বা কর্মকর্তা নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সমপদ মর্যাদা ও যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যাক্তিকে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পরিষদের 'সচিব' হিসাবে সাময়িকভাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন। উপজেলা পরিষদ সচিব সরাসরি সভাধ্যক্ষের অধীন কাজ করিবে;

(ঐ) উপজেলা পরিষদের কোন পুর্নকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হস্তান্তরিত কর্মকর্তা হিসাবে জনপ্রশাসন থেকে প্রেষণে থাকিবেন না। জনপ্রশাসন ছাড়া অন্যসকল হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মধ্য হইতে পদাধিকার বলে সর্বজেষ্ট্য বা বয়সের দিক থেকে জেষ্ঠ্য একজন কর্মকর্তা "সমন্বয়ক" হিসাবে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যানস কাউন্সিলকে সহায়তা করিবেন।

(ও) 'স্থানীয় সরকার সার্ভিস' এর মাধ্যমে বা সার্ভিস গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরাসরি বা প্রেষণে একজন 'অর্থ ও বাজেট কর্মকর্তা' এবং একজন পরিকল্পনা কর্মকর্তা নিয়োজিত হইবেন;

(ঔ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সরকার ইচ্ছে করিলে অন্য কোন পদ/পদবি দিয়ে জেলার ডেপুটি কমিশনারের অধীন অহস্তান্তরিত কর্মকর্তা হিসাবে একটি পৃথক দপ্তর সৃষ্টি করিয়া উপজেলায় কর্মরত কর্মকর্তা হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব রাখিতে পারিবেন;

(ক) সরকার উপজেলায় কর্মরত সকল সরকারি কর্মকর্তাদের উপর পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে;

(খ) উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের মধ্যে সর্বজেষ্ঠ কর্মকর্তা চেয়ারম্যানের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন;

(গ) জেলা পরিষদ—

(অ) জেলা পরিষদের ওয়ার্ডভিত্তিক সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হইবেন;

(আ) জেলা পরিষদভুক্ত সকল ওয়ার্ডে নির্বাচিত সদস্যগণ চেয়ারম্যান ও সভাধ্যক্ষ পদে গোপন ব্যালটে নির্বাচিত করিবেন;

(ই) চেয়ারম্যান দ্বারা নির্বাহী পরিষদের ৩ (তিন) জন সদস্য মনোনীত করিবার প্রাধিকার কেবল নির্বাচিত চেয়ারম্যানের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে;

(ঈ) দফা (ই) এ বর্ণিত ক্ষমতাবলে চেয়ারম্যান পরিষদ হইতে একজন নারীসহ অন্য দুইজন বা পাঁচজন চেয়ারম্যান সদস্য পরিষদের জন্য নির্ধারণ করিবেন;

(উ) পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সম্প্রদায় (যদি থাকে) প্রয়োজনে সরকার বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, স্থানীয় সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে আসন নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(ঊ) নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা নির্ধারণের বিষয়ে উপজেলাভুক্ত মোট ইউনিয়নের সংখ্যাকে প্রধান নির্ণায়ক হিসাবে বিবেচনা করা হইবে;

(ঋ) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সংখ্যাও গণ্য করিতে হইবে;

(এ) জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিবেন এবং জেলা পরিষদের পক্ষে সরকারি অন্যান্য দপ্তরের কাজের সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং জেলায় কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং পরিষদের সভায় এবং পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিবেন;

(ঐ) জেলায় কর্মরত সকল সরকারি কর্মকর্তাদের উপর পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে;

(ও) পরিষদ একজন সচিব নিয়োগ করিবেন। সচিব সভাধ্যক্ষ অধীন সকল কর্ম সম্পাদন করিবেন;

(ঘ) পৌরসভা—

(অ) একজন মেয়র এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর সমন্বয়ে পৌরসভা গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিলরের সংখ্যা মোট ওয়ার্ড সংখ্যার অধিক হইতে পারিবেনা;

(আ) পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতি বা জনগোষ্ঠী সম্প্রদায় (যদি থাকে) প্রয়োজনে সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে ক্ষুদ্র জাতি বা জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে আসন সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(ঙ) সিটি কর্পোরেশন—

(ক) মেয়র;

(খ) সরকার কৃর্তক, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন কোনো ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যার শতকরা ৩৩শতাংশ (তেত্রিশ শতাংশ) আসন নারী সদস্যদের জন্য নির্ধারিত থাকিবে যাহা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ঘূর্ণায়মান (rotation) পদ্ধতিতে পূরণ করা হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত আসনবহির্ভূত অন্যান্য সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীদের সরাসরি অংশগ্রহণে বাধা থাকিবে না:

আরো শর্ত থাকে যে, নারী সদস্যদের জন্য নির্ধারিত আসন ও ঘূর্ণায়মান (rotation) পদ্ধতির বিধান একাদিক্রমে ৩ (তিন) টি নির্বাচনের পর অব্যাহত থাকিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তথ্য গ্রহণ ও গবেষণা স্টেকহোল্ডার কনসালটেশনের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই পূর্বক পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) কাউন্সিলরগণ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এই অধ্যাদেশ ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।

(৪) মেয়র কর্পোরেশনের কাউন্সিলর বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) মেয়র, কাউন্সিলর নেতা ও কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী হিসাবে গণ্য হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সভা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

১৪। **প্রতিষ্ঠানের সভা**।— (১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, ঐ প্রতিষ্ঠান কার্যালয়ে মাসে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে এবং উক্ত সভা পূর্ব নির্ধারিত যে কোনো সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভার তারিখ অব্যবহিত পূর্ববর্তী সভায় নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নবগঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভা শপথ গ্রহণের ১ (এক) মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতে হইবে এবং প্রতিষ্ঠানের সচিব উক্ত সভার নোটিশ জারি করিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) সদস্য তলবি সভা আহ্বানের জন্য সভাধ্যক্ষ বরাবরে লিখিত অনুরোধ জানাইলে তিনি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় একটি সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিয়া সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে নোটিশ প্রদান করিবেন। প্রতিষ্ঠান সভাধ্যক্ষ এইরূপ সভা আহ্বান করিতে ব্যর্থ হইলে পূর্বোক্ত সদস্যগণ ১০ (দশ) দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় সভা আহ্বান করিয়া কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে প্রতিষ্ঠানের মেয়র/চেয়ারম্যান, সদস্য/কাউন্সিলরগণকে নোটিশ প্রদান করিবেন। এইরূপ সভা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে নির্ধারিত তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। এইরূপ সভা পরিচালনাকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, যিনি উক্তরূপ তলবি সভা পরিচালনা ও সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার কমিশন এর নিকট একটি লিখিত প্রতিবেদন সভা অনুষ্ঠানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পেশ করিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি প্রতিষ্ঠানের কোনো সভায় পরবর্তী সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ না করা হইয়া থাকে অথবা অব্যবহিত পূর্ববর্তী সভায় নির্ধারিত কোনো সভার তারিখ ও সময়ে প্রতিষ্ঠানের সভা অনুষ্ঠিত না হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সভাধ্যক্ষ স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে সভা আহ্বান করিবেন।

(২) সভাধ্যক্ষ অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি প্রয়োজন মনে করিলে যে কোনো সময় প্রতিষ্ঠানের সভা আহ্বান করিতে পরিবেন।

(৩) সদস্য/কাউন্সিলরগণের মোট সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি না থাকিলে প্রতিষ্ঠান সভায় কোনো কার্য নিষ্পন্ন করা যাইবে না।

(৪) এই অধ্যাদেশের ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, প্রতিষ্ঠানের সভায় সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত সদস্য/কাউন্সিলরগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে।

(৫) প্রত্যেক সদস্য/কাউন্সিলরের একটি করিয়া ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ভোটাভুটি করেও সংখ্যাগরিষ্টতা না পাওয়া গেলে সভাপতি একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান/মেয়র অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তাহার দায়িত্বপালনকারী সদস্য/কাউন্সিলর অথবা উভয়ের অনুপস্থিতিতে, উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৭) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্মকর্তাগণ প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে উহার সভায় যোগদান এবং সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন তবে তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৮) কোনো প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইয়াছে বা হয় নাই তাহা সভাপতি উক্ত সভায় স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিবেন।

(৯) সভার আলোচ্যসূচিতে কারিগরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন হইলে প্রতিষ্ঠান উক্ত বিষয় বা বিষয়সমূহে মতামত প্রদানের জন্য এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

১৫। **প্রতিষ্ঠানের সভায় সম্পাদনীয় কার্য তালিকা**।— পরিষদের কোনো মুলতুবি সভা ব্যতীত অন্য প্রত্যেক সভায় সম্পাদনীয় কার্যাবলির একটি তালিকা, ঐরূপ সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের অন্যূন ৭ (সাত) দিন পূর্বে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক সদস্যের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রেরণ করিতে হইবে। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন ব্যতীত,

ঐরূপ তালিকা বহির্ভূত কোনো বিষয় সভায় আলোচনার জন্য আনীত হইবে না বা সম্পাদিত হইবে না। তবে যদি সভাধ্যক্ষ মনে করিয়ান যে, এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যাহার জন্য প্রতিষ্ঠানের একটি জরুরি সভা আহ্বান করা সমীচীন, তাহা হইলে তিনি সদস্যগণকে ৩ (তিন) দিনের নোটিশ প্রদানের পর এইরূপ একটি সভা আহ্বান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ সভায় সম্পাদনীয় কার্য তালিকায় একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

১৬। **প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিষ্পন্ন**।— (১) প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত সীমা ও পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের অথবা স্থায়ী কমিটিসমূহের সভায় বা ইহার চেয়ারম্যান/মেয়র, চেয়ারম্যান ও মেয়র কাউন্সিলর সদস্য/কাউন্সিলর, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন হইবে।

(২) সাধারণ সভা ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের সকল সভায় চেয়ারম্যান/মেয়র অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত ক্রমানুসারে একজন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কোনো পদ শূন্য থাকিলে বা পরিষদের গঠন প্রক্রিয়ায় কোনো ত্রুটি রহিয়াছে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোটদানে বা অন্য উপায়ে ইহার কার্যধারায় অংশগ্রহণে অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন কেবল এই কারণে পরিষদের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

(৪) পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী এই উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত একটি বইয়ে লিপিবদ্ধ এবং সফট কপি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৫) সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের সকল সিদ্ধান্ত নিম্নরূপভাবে প্রেরণ করিতে হইবে—

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সমন্বয়ক নিকট প্রেরণ করিয়া অনুলিপি স্থানীয় সরকার অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে;

(খ) উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সরাসরি অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করিয়া অনুলিপি সরকার ও স্থানীয় সরকার কমিশন এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(গ) জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার কমিশন এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(ঘ) পৌরসভার ক্ষেত্রে জেলা অধিদপ্তরের কার্যালয়ে প্রেরণ করিয়া অনুলিপি সরকার ও স্থানীয় সরকার-এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে; এবং

(ঙ) সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে নিকট প্রেরণ করিয়া অনুলিপি কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক মাসে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তবে প্রয়োজনে এই সংখ্যা আরও বেশি করা যাইবে।

১৭। **স্থায়ী কমিটি গঠন**।— (১) প্রত্যেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান উহার কার্যাবলি সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রথম সভা অনুষ্ঠানের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করিবে।

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ—

(অ) গ্রামীণ অবকাঠামো, জলবায়ু, পরিবেশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;

(আ) অর্থ, প্রতিষ্ঠান, বাজেট, পরিকল্পনা, হিসাব ও কর নির্ধারণ;

(ই) আইন-শৃঙ্খলা, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি;

(ঈ) কৃষি, সেচ, মৎস ও প্রাণী সম্পদ;

(উ) স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, পরিচ্ছন্নতা, সুপেয় পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা;

(ঊ) শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধূলা, বিনোদন, সামাজিক সেবা, শিশু ও নারী কল্যাণ;

(খ) উপজেলা পরিষদ—

(অ) জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা;

(আ) ভৌত অবকাঠামো, যোগাযোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ;
(ই) কৃষি, মৎস, প্রাণিসম্পদ, সেচ, সার, বীজ, কীটনাশক ও কৃষি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত সকল কাজ;
(ঈ) শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও খেলাধূলা;
(উ) স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, পুষ্টি, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য;
(ঊ) আপোস-মীমাংসা ও সালিশ ব্যবস্থা।
(ঋ) শিল্প ও বাণিজ্য;
(এ) ব্যাংকিং ও ঋণ কার্যক্রম;
(ঐ) জনপ্রতিষ্ঠান (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সমবায় ও এনজিও), সমাজসেবা, নারী কল্যাণ, যুব কল্যাণ, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম; এবং
(ও) অর্থ, পরিকল্পনা, বাজেট ও সংস্থাপন;

(গ) জেলা পরিষদ—
(অ) জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা;
(আ) পরিকল্পনা সমন্বয় ও জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা;
(ই) অর্থ, হিসাব, জেলা বাজেট প্রণয়ন ও সংস্থাপন; এবং
(ঈ) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার সম্প্রসারণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(উ) স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার কল্যাণ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা;
(ঊ) শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, বিনোদন, পাঠাগার ইত্যাদি;
(ঋ) শিল্প ও বাণিজ্য;
(এ) পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন;
(ঐ) ব্যাংকিং ও ঋণ কার্যক্রম;
(ও) পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;

(ঘ) পৌরসভা—
(অ) পৌর অবকাঠামো, জলবায়ু, পরিবেশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;
(আ) অর্থ, প্রতিষ্ঠান, বাজেট, পরিকল্পনা, হিসাব ও কর নির্ধারণ;
(ই) আইন-শৃঙ্খলা, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি;
(ঈ) শিল্প ও বাণিজ্য;
(উ) স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, পরিচ্ছন্নতা, সুপেয় পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা;
(ঊ) শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধূলা, বিনোদন, সামাজিক সেবা, শিশু ও নারী কল্যাণ;

(ঙ) সিটি কর্পোরেশন—
(অ) নগর অবকাঠামো, জলবায়ু, পরিবেশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;
(আ) অর্থ, প্রতিষ্ঠান, বাজেট, পরিকল্পনা, হিসাব ও কর নির্ধারণ;
(ই) আইন-শৃঙ্খলা, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি;
(ঈ) শিল্প ও বাণিজ্য;
(উ) স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, পরিচ্ছন্নতা, সুপেয় পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা;
(ঊ) শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধূলা, বিনোদন, সামাজিক সেবা, শিশু ও নারী কল্যাণ।
(ঋ) স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার কল্যাণ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা;
(এ) জনপ্রতিষ্ঠান (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সমবায় ও এনজিও), সমাজসেবা, নারী কল্যাণ, যুব কল্যাণ, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম; এবং
(ঐ) ব্যাংকিং ও ঋণ কার্যক্রম।

(২) স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠান এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে প্রয়োজনে অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন কিংবা স্থায়ী কমিটির নাম পরিবর্তন করিতে পারিবে। তবে যৌক্তিক সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।

(৩) স্থানীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত সদস্য/কাউন্সিলরগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন। নারীদের জন্য নির্ধারিত আসন হইতে নির্বাচিত সদস্যগণ ৩৩% (শতকরা তেত্রিশ ভাগ) স্থায়ী কমিটির সভাপতি সদস্য থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান এবং পৌরসভার ও সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে মেয়র কেবল আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি থাকিবেন, অন্য কোনো কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(৪) স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠান, পরিষদ/কাউন্সিলের সদস্য ব্যতীত স্থানীয় সরকার বিষয়ে বিশেযজ্ঞ যে কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপট করিতে পারিবে, যাহাদের, স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠানের বিবেচনায়, স্থায়ী কমিটিকে সহযোগিতা করিবার জন্য বিশেষ যোগ্যতা থাকিবে, তবে কো-অপটকৃত সদস্যের ভোটাধিকার থাকিবে না, স্থায়ী কমিটির অন্য সব কার্যাবলিতে তিনি বা তাহারা সহযোগী কাউন্সিলর/সদস্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

(৫) প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির সকল সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ আলোচনা এবং বিবেচনার পর গৃহীত হইবে।

(৬) কেবল নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে স্থায়ী কমিটির উপর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সভাধ্যক্ষ-এর ক্ষমতা থাকিবে—

(ক) বিধি মোতাবেক নিয়মিত সভা আহ্বান করিতে না পারিলে;

(খ) নির্ধারিত ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদানে ব্যর্থ হইলে;

(গ) এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোনো অধ্যাদেশের বিধান বহির্ভূত কোনো কাজ করিলে।

(৭) স্থায়ী কমিটির মেয়াদকাল হইবে নিম্নরূপ—

(ক) সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২ বৎসর ৬ মাস;

(৮) প্রত্যেক স্থায়ী কমিটি সাধারণভাবে প্রতি তিন মাসে একবার সভায় মিলিত হইবে, তবে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

(৯) স্থায়ী কমিটিসমূহের সভা অনুষ্ঠানে সভাধ্যক্ষ সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করিবে।

১৮। **পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা**।— (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধন এবং পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকল্পে চেয়ারম্যান/মেয়র নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(২) চেয়ারম্যান/মেয়রের পদ শূন্য হইলে নতুন চেয়ারম্যান/মেয়র নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে কার্যনিবাহী পরিষদ/কাউন্সিলের বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তি চেয়ারম্যান/মেয়র প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, একই বয়সের দুই বা ততোধিক কার্যনিবাহী পরিষদ/কাউন্সিলের সদস্য/কাউন্সিলর হইলে শিক্ষাগত যোগ্যতা তাও প্রযোজ্য না হইলে সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিতে যিনি এগিয়ে তিনি প্যানেল চেয়ারম্যান/মেয়র হিসেবে বিবেচিত হইবেন।

(৩) এই অধ্যাদেশের ধারা ৫২ এর বিধানাবলিতে বর্ণিত বিষয়সমূহকে খর্ব না করিয়া প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/মেয়র নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন—

(ক) প্রতিষ্ঠান চেয়ারম্যান/মেয়র, জন নিরাপত্তামূলক কোনো জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন, যাহা প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের পরিপন্থি হইবে না;

(খ) এই ধরনের কার্য সম্পাদনের ব্যয়ভার প্রতিষ্ঠান তহবিল হইতে বহনের নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(গ) প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী সভায় এই উপ-ধারা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে হইবে এবং উহা প্রতিষ্ঠানের সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে; এবং

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের সকল কার্মচারী চেয়ারম্যান বা মেয়রের অধীন বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৪) উপরোক্ত উপ-ধারাসমূহে বর্ণিত ক্ষমতা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন—

(ক) তিনি প্রতিষ্ঠানের সভায় প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করিতে পারিবেন;

(খ) তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা অন্য কোনো কর্মচারীর নিকট হইতে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক বিষয় সংক্রান্ত যে কোনো রেকর্ড বা নথি লিখিতভাবে তলব করিতে এবং আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, তবে তিনি এইরূপ কোনো রেকর্ড বা নথি তলব করিতে পারিবেন না, যাহা সম্পূর্ণরূপে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে থাকিবে;

(গ) প্রতিষ্ঠানের সভায় গৃহীত এমন সিদ্ধান্ত, যাহা বিদ্যমান আইন ও বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এবং যাহা বাস্তবায়িত হইলে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য বা জননিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত তিনি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং

(ঘ) গ্রাম পুলিশ বা প্রতিষ্ঠানের অধীন পুলিশ বাহিনীর এর দায়িত্ব বন্টন ও তাদের শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ করা।

১৯। **প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি**।— (১) প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার হিসাবে কাজ করিবে এবং ইহার নিম্নরূপ প্রধান কার্যাবলি থাকিবে—

ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে

(ক) জন্ম ও মৃত্যু সনদ দান, জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন, উত্তরাধিকার সদন প্রভৃতি প্রদান;

(খ) গৃহকর ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ;

(গ) স্থানান্তরিত দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের নিজ নিজ দপ্তরের সেবা জনগনের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করা;

(ঘ) পরিষদের নিজস্ব কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনা ও তাদের মাধ্যমে সেবাদি প্রদান, যেমন- গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা ও এলাকর সার্বক্ষণিক পাহারাদি নিশ্চিত করা;

(ঙ) পরিষদের বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন ও সেবা পরিকল্পনা প্রনয়ন;

(চ) সেবা, উন্নয়ন ও সংস্থাপন সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য বাজেট প্রনয়ন; এবং

(ছ) সরকার ও সমাজে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সৃষ্ট বা স্থানীয় জনচাহিদা অনুযায়ী বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন;

উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে

(ক) প্রধান কাজ হইবে সকল হস্তান্তরিত বিভাগের প্রত্যেকটির সেবা স্বচ্ছতা ও সততার সহিত জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করা;

(খ) প্রতিটি হস্তান্তরিত বিভাগের জনবল ও সেবার তালিকা করিয়া তা মনিটর করা;

(গ) ভৌত অবকাঠামো, যোগাযোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সুরক্ষা প্রদান;

(ঘ) কৃষি, মৎস, প্রাণিসম্পদ, সেচ, সার, বীজ, কীটনাশক ও কৃষি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত সকল কাজ;

(ঙ) শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়;

(চ) স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, পুষ্টি, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল, কেন্দ্র ও কার্যক্রম ব্যবস্থাপনাও উন্নয়ন;

(ছ) জনপ্রতিষ্ঠান (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সমবায় ও এনজিও), সমাজসেবা, নারী কল্যাণ, যুব কল্যাণ, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম; এবং

(জ) অর্থ, পরিকল্পনা, বাজেট ও সংস্থাপন;

জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে

(ক) জেলা পর্যায়ের হস্তান্তরিত বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার কার্যাদি, জনবল, তহবিল ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত জেলা পরিকল্পনা ও জেলা বাজেট প্রণয়ন;

খ) জেলাব্যাপী জেলা পরিষদের যেসব সম্পদ ও সেবা কার্যক্রম রয়েছে সে সম্পদ ও সেবা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করণ;

(গ) পুরো জেলায় পরিচালিত বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা, পরিষদ ও সরকারি দপ্তরগুলোর উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে সমন্বিত করিয়া একটি সমন্বিত জেলা পরিকল্পনা তৈরি;

(ঘ) জেলা পরিষদ নিজস্ব উদ্যোগে আন্ত:উপজেলা সড়ক, মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, নদ-নদীসহ সকল জলাধার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন মাঝারি ও বৃহৎ পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি কার্যক্রমের পরিকল্পনা করিবে;

(ঙ) জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সকল সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের তদারকি ও কার্যক্রম পরিবেক্ষণ এবং প্রয়োজনবোধে নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করবে; সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি নিয়মমত কার্যনির্বাহী পরিষদ, অভিভাবক পরিষদ, ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি গঠনে জেলা পরিষদ সহায়ক ভূমিকা পালন করিবে;

(চ) জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিকের সেবার মাননিয়ন্ত্রণে যথাযথ ভূমিকা পালন করিবে;

(ছ) জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম পর্যালোচনা করিবে;

(জ) জেলার শিল্প বাণিজ্য প্রসারের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিনোদন, খেলাধুলা প্রভৃতি বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পৃষ্ঠপোষকতা করিবে;

(ঝ) বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক হস্তান্তরিত বা প্রদত্ত যে কোনো কাজ সম্পাদন করিবে;

(ঞ) সরকারের সকল মন্ত্রণালয়ের জেলা পর্যায়ের কার্যক্রমের তদারকি ও পর্যালোচনা অধিকারী হইবে এবং, প্রয়োজনে, বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম পরিকল্পনা সংশোধন, সংযোজন ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ আকারে সরকারের কাছে পেশ করিবে;

<u>পৌরসভার ক্ষেত্রে</u>

(ক) জন্ম ও মৃত্যু সনদ দান, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ নিবন্ধন ও উত্তরাধিকার সনদ প্রভৃতি প্রদান;

(খ) গৃহকর ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ;

(গ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনারয় পয়ঃনিষ্কাশন, সড়কবাতি, যানবাহন, সড়ক ও ড্রেনের ব্যবস্থার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করণ;

(ঘ) পৌরসভার নিজস্ব কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনা ও তাদের মাধ্যমে সেবাদি প্রদান, যেমন- পৌর পুলিশের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা ও এলাকর সার্বক্ষণিক পাহারাদি নিশ্চিত করা;

(ঙ) পৌরসভার বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন ও সেবা পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(চ) সেবা, উন্নয়ন ও সংস্থাপন সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য বাজেট প্রনয়ন;

(ছ) মশক, ইদুর, পাগলা কুকুর ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ, নানা সংক্রমক ব্যাধি, পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ; এবং

(জ) সরকার ও সমাজে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সৃষ্ট বা স্থানীয় জনচাহিদা অনুযায়ী বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন;

<u>সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে</u>

(ক) জন্ম ও মৃত্যু সনদ দান, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ নিবন্ধন, উত্তরাধিকার সনদ প্রভৃতি প্রদান;

(খ) গৃহকর ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ;

(গ) পৌরসভার নিজস্ব কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনা ও তাদের মাধ্যমে প্রত্যাশিত সেবাদি প্রদান, যেমন- সিটি কর্পোরেশনের পুলিশের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা ও এলাকর সার্বক্ষণিক পাহারাদি নিশ্চিত করা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক ও সড়কবাতি, পয়নিস্কাশন, সংক্রামক ব্যাধি, মহামারি মশক নিধন, পরিবেশ সুরক্ষা, নগর পরিকল্পনা প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব পালন,

(ঘ) সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন ও সেবা পরিকল্পনা প্রনয়ন;

(ঙ) সেবা, উন্নয়ন ও সংস্থাপন সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য বাজেট প্রনয়ন;

(চ) সরকার ও সমাজে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সৃষ্ট বা স্থানীয় জনচাহিদা অনুযায়ী বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন;

(ছ) সিটি কর্পোরেশন শহরের সকল সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিকের সেবার মাননিয়ন্ত্রণে যথাযথ ভূমিকা পালন; এবং

(জ) শিল্প বাণিজ্য প্রসারের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিনোদন, খেলাধুলা প্রভৃতি বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত মৌলিক কার্যাবলির উপর ভিত্তি করিয়া পরিষদের দায়িত্বের পরিধি এই অধ্যাদেশের **তফসিল-৪** এ বর্ণিত হইয়াছে।

২০। **নাগরিক সনদ প্রকাশ**।— (১) এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান হইতে বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করিয়া বিবরণ প্রকাশ করিবে যাহা ‘‘নাগরিক সনদ’’ বলিয়া অভিহিত হইবে।

(২) নাগরিক সনদ প্রতিবৎসর অন্তর হালনাগাদ বা নবায়ন করিতে হইবে।

(৩) নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য আদর্শ নাগরিক সনদ সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করিয়া দিবে; প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান আইন ও বিধি সাপেক্ষে এই নির্দেশিকার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন করিবার ক্ষমতা রাখিবে।

(৪) সরকারের নির্ধারিত বাজেট কোড অনুসরণ করিয়া বাজেট প্রস্তুত করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের পবিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হইলে তাহা অবগতির জন্য সরকার ও স্থানীয় সরকার কমিশনকে জানাইতে হইবে।

(৪) নাগরিক সনদ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত বিষয়সহ অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

(ক) প্রতি সেবার নির্ভুল ও স্বচ্ছ বিবরণ;

(খ) সেবা প্রদানের মূল্য;

(গ) সেবা গ্রহণ ও দাবি করা সংক্রান্ত যোগ্যতা ও প্রক্রিয়া;

(ঘ) সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা;

(ঙ) সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে নাগরিকদের দায়িত্ব;

(চ) সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা;

(ছ) সেবা প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া;

(জ) সিটিজেন চার্টার প্রদান করা; এবং

(ঝ) সনদে উল্লিখিত অঙ্গীকার লংঘনের শাস্তি।

২১। **উন্নতর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন**।— (১) প্রত্যেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নতর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করিবে।

(২) উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যসহ অন্যান্য সহায়তা নিশ্চিত করিবে।

(৩) উন্নতর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদে বর্ণিত আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সকল সেবার বিবরণ নাগরিকদের অবহিত করিবার ব্যবস্থা করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত

২২। **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এলাকার সীমানা রদবদল**।— সরকার, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা—

(ক) কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এলাকা বা ইহার অংশ বিশেষ এই আইনের আওতাভুক্ত রাখিতে পারিবে;

(খ) কোনো স্থানীয় এলাকা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এলাকা বহির্ভূত করিতে পারিবে;

(গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এলাকার সন্নিকটের কোনো এলাকাকে কর্পোরেশন এলাকার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে;

(ঘ) কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিদ্যামান এলাকাকে বিভক্ত করিয়া দুই বা ততোধিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এলাকা করিতে পারিবে;

(ঙ) দুই বা ততোধিক সন্নিকটের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এলাকাকে একীভূত করিয়া একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এলাকা করিতে পারিবে;

(চ) দুই বা ততোধিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৩ এ বর্ণিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠনের মানদণ্ড প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও কমিশনের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, এই প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত এলাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আইন এর আওতাভুক্ত সেই সমস্ত এলাকা সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামত ব্যতীত কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করা হইবে না।

২৩। **সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ**।— (১) ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ডেপুটি কমিশনার ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার সহায়তায় প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংখ্যক সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা ও সহকারী সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তাকে তাহার কার্য সম্পাদনে সহকারী সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা সহায়তা করিবেন এবং তাহায় নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিয়া অর্জিত কার্যসমূহ সম্পাদন করিতে পারিবেন।

২৪। **ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ**।— (১) ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এলাকার ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং, যতদূর সম্ভব, জনসংখ্যার বিন্যাসও প্রশাসনিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(২) সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণকল্পে প্রয়োজন অনুযায়ী তদন্ত অনুষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পরীক্ষা ও এতৎসংক্রান্ত প্রাপ্ত যাবতীয় অভিযোগ বিবেচনা করিতে পারিবেন এবং কোনো এলাকা কোনো ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া তালিকা প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তৎকর্মের আপত্তি ও পরামর্শ দাখিল করিবার আহ্বান সম্বলিত নোটিশসহ একটি প্রাথমিক তালিকা তাহার দফতর, বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত পরিষদ অফিস ও তিনি যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে প্রকাশ করিবেন বা পরামর্শ পাওয়া গেলে উক্তরূপ আপত্তি বা পরামর্শ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিয়া চূড়ান্ত রিপোর্ট ইলেকশন কমিশন ও সরকার বরাবর প্রেরণ করিবেন এবং নির্বাচন কমিশন স্বল্প সময়ে তৎমর্মে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো আপত্তি অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ তদন্তের পর তিনি সিদ্ধান্ত দিবেন।

(৪) সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী যেরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ লিখিতভাবে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে ডেপুটি কমিশনারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন। ডেপুটি কমিশনার আপিলকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে শুনানির সুযোগ দিয়া সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া আপিল দায়েরের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। আপিল কর্তৃপক্ষ

হিসেবে ডেপুটি কমিশনারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ডেপুটি কমিশনার তাঁহার এই সকল কাজে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের সংযুক্ত রাখিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের পর সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা ওয়ার্ডের সীমার প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন বা রদবদলপূর্বক প্রতিটি ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহ উল্লেখ করিয়া ওয়ার্ডসমূহের চূড়ান্ত তালিকা তাঁহার দপ্তরে, পরিষদের কার্যালয় ও তাঁহার বিবেচনানুসারে অন্য কোনো প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে প্রকাশ করিবেন এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত করিবেন।

২৫। **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এলাকা রদবদলের ফল/প্রভাব।**— (১) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কোনো পরিষদ হইতে কোনো একটি এলাকা সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাদ দেওয়া হইলে উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত তারিখ হইতে উহা উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র এবং সরকার যদি অন্যরূপ নির্দেশ না দেন তাহা হইলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানে বলবৎ নিয়ম, আদেশ, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপনের অধীন থাকিবে।

(২) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কোনো একটি এলাকা সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের নির্ধারিত তারিখ হইতে উহা উক্ত পরিষদের প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র এবং সরকার যদি অন্যরূপ নির্দেশ না দেন তাহা হইলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানে বলবৎ নিয়ম, আদেশ, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপনের অধীন থাকিবে।

(৩) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের এলাকাকে দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত করা হইলে উক্ত এলাকাসমূহকে পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে এবং অনুরূপভাবে বিভক্ত প্রতিষ্ঠান নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের অধিষ্ঠিত হইবার তারিখ হইতে আর বিদ্যমান থাকিবে না।

(৪) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কোনো এলাকাকে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হইলে অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানকে এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য বিভক্ত করা হইলে অথবা দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানকে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য একীভূত করা হইলে ঐরূপ পুনর্গঠন দ্বারা প্রভাবিত প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পত্তি, তহবিল, দায়দায়িত্ব, ইত্যাদি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা যেইরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ বিভাজন অনুসারে, নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তাইবে এবং ঐরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে।

(৫) উপ-ধারা ৪ অনুযায়ী প্রদত্ত কোনো আদেশে ঐরূপ পুনর্গঠন কার্যকর করিবার জন্য যেইরূপ আবশ্যক হইবে সেইরূপ পরিপূরক, আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক (Consequential) বিধানাবলি থাকিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী বিভক্তিকরণের পর বা উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী একীভূতকরণের পর, পরিষদ পুনর্গঠনের প্রয়োজনে—

(ক) পূর্বতন প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণের পদের মেয়াদ উত্তীর্ণ না হইলে তাদের সম্মতি ব্যতীত নবগঠিত প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা যাইবে না; এবং

(খ) যে সকল সদস্যের পদের মেয়াদ অনুত্তীর্ণ থাকিবে সে সকল সদস্য সরকার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সেই সকল নির্বাচনী এলাকা নিয়া গঠিত (সম্পূর্ণ বা আংশিক) পরিষদের সদস্য হিসাবে ঘোষিত হইবেন। যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে উক্ত সদস্যগণ পূর্বের পরিষদসমূহে নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং এইরূপ যে কোনো সদস্য পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার পদের মেয়াদের অনুত্তীর্ণ অংশের জন্য নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

২৬। **কোনো পরিষদ বা অংশ বিশেষ পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন, ইত্যাদিতে অন্তর্ভুক্তির ফল।**— (১) সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে প্রজ্ঞাপন জারি করিয়া কোনো ইউনিয়ন বা ইহার অংশ বিশেষ পৌরসভায় বা সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত বা কোনো বিদ্যমান পৌরসভায় বা সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ঐ ইউনিয়ন বা ইহার এলাকা এই অধ্যাদেশের ধারা ৫ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ৬ এর বর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, পৌর এলাকা বা সিটি কর্পোরেশন ঘোষণা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার পর ঐ এলাকার সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অনূর্ধ্ব এক মাসের মধ্যে ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে।

উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কে সরকার কমিশনের মতামত গ্রহণ করিবে এবং পরবর্তী এক মাসের মধ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পৌর এলাকা বা সিটি কর্পোরেশন গঠনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(২) যদি কোনো সময়ে, কোনো পরিষদের সমগ্র এলাকা উক্ত সময়ে বলবৎ কোনো বিধি অনুযায়ী কোনো প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোনো পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বা কোনো ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রশাসনিক এলাকাভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিষদ, ঐ প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বা প্রজ্ঞাপনে যেরূপ নির্দিষ্ট হইবে সেইরূপ তারিখ, বা যে তারিখে নবগঠিত সংস্থাটির নির্বাচনসমূহ সম্পন্ন হয় সেই তারিখ, ইহাদের মধ্যে যাহা আগে হইবে, উক্ত তারিখ হইতে কার্যকারিতাক্রমে আর বিদ্যমান থাকিবে না। যে সকল সম্পত্তি, তহবিল ও অন্য পরিসম্পদ ঐ পরিষদে বর্তাইয়া ছিল তৎসমূহ এবং ঐ পরিষদের সকল অধিকার ও দায়-দায়িত্ব, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিকট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশানুযায়ী বর্তাইয়া হস্তান্তরিত হইবে। ঐ পরিষদের অধীন নিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে এবং নিয়োগের শর্তানুযায়ী যে তারিখে ঐ পরিষদ আর বিদ্যমান থাকে না সেই তারিখ হইতে কার্যকারিতাক্রমে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার বা সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে পূর্বের চাকরিকাল সংযুক্তিক্রমে নিয়োজিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যদি কোনো সময়ে, কোনো পরিষদের অংশ বিশেষ উক্ত সময়ে বলবৎ কোনো বিধি অনুযায়ী কোনো প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোনো পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বা কোনো ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রশাসনিক এলাকাভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পরিষদের অংশ, ঐ প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বা প্রজ্ঞাপনে যেরূপ নির্দিষ্ট হইবে সেইরূপ তারিখ, বা যে তারিখে নবগঠিত সংস্থাটির নির্বাচনসমূহ সম্পন্ন হয় সেই তারিখ, ইহাদের মধ্যে যাহা আগে হইবে, উক্ত তারিখ হইতে কার্যকারিতাক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। অনুরূপভাবে অন্তর্ভুক্তকৃত পরিষদের অংশ বিশেষের সকল সম্পত্তি, তহবিল ও অন্য পরিসম্পদ এবং ঐ পরিষদের সকল অধিকার ও দায়দায়িত্ব, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিকট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশানুযায়ী বর্তাইয়া হস্তান্তরিত হইবে। সরকার অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে, ক্ষেত্রমত, ঐ পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধিক্ষেত্রাধীন (Jurisdiction) এলাকার জন্য বলবৎ সকল নিয়ম, আদেশ, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপন ঐ পরিষদ এলাকার যে অংশ ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত হয় সেই অংশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২৭। **পৌরসভা, ইত্যাদির সমগ্র বা আংশিক এলাকা নিয়া ইউনিয়ন পরিষদ গঠন**।— (১) যদি সরকার মনে করিয়া যে, কোনো পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সমগ্র এলাকা বা উহার কোনো অংশ বিশেষের রূপরেখা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং উহার অধীন এক বা একাধিক ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন, তাহা হইলে সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারি গেজেটে ঐ প্রজ্ঞাপনের খসড়ার প্রাক-প্রকাশনার পর—

(ক) ঐরূপ এলাকাকে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করিয়া কোনো বিদ্যমান ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে; বা

(খ) ঐরূপ এলাকায় এক বা একাধিক ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ঐ প্রজ্ঞাপনের খসড়াটি জেলার অন্তর্গত যে স্থানে পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অবস্থিত সেইরূপ কোনো স্থান হইতে প্রকাশিত অন্তত দুইটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় (স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত একটি পত্রিকাসহ) প্রকাশ করিতে হইবে, যাহাতে ঐ প্রকাশনার তারিখ হইতে ২ (দুই) মাসের সময়সীমার মধ্যে আপত্তিসমূহ জানাইতে বলা হইবে ও প্রস্তাব চাওয়া হইবে। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোনো কর্তৃপক্ষ আপত্তিকারী বা প্রস্তাবকারীকে শুনানির সুযোগ দিয়া প্রাপ্ত আপত্তি বা প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত করিতে হইবে এবং ঐরূপ নির্বাচনসমূহের সমাপ্তির তারিখ হইতে, ঐ এলাকা, ক্ষেত্রমত, ঐরূপে নির্দিষ্ট বা গঠিত ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ঐরূপে প্রজ্ঞাপিত এলাকার পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আর বিদ্যমান থাকিবে না।

(৩) পূর্বে উল্লিখিত ঐ এলাকা যে তারিখ হইতে ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই তারিখ হইতে কার্যকারিতাক্রমে—

(ক) সংশ্লিষ্ট পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের যে এলাকা ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত হয় সেই এলাকা সম্পর্কিত সম্পত্তি, তহবিল ও দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেইরূপ নির্ধারিত হইবে সেইরূপ বিভাজন অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদে বর্তাইবে ও উহার নিকট হস্তান্তরিত হইবে; এবং

(খ) ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত এলাকা সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা পৌরসভার বা সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত, তাহারা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত থাকিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে নিয়োজিত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮। **নদী-ভাঙ্গান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি কারণে পরিষদ পুনর্গঠন।**— কোনো পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সম্পূর্ণ এলাকা বা অংশ নদী-ভাঙ্গন অথবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিলীন বা বিলুপ্ত হইয়া গেলে সরকার, স্থানীয় সরকার কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে, উক্ত পরিষদ পুনর্গঠন করিবে এবং নতুন পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান পরিষদ এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

২৯। **নতুন পরিষদ সৃষ্টিতে বিশেষ প্রশাসক নিয়োগ।**— (১) কোনো এলাকাকে ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/জেলা পরিষদ ঘোষণার পর ইহার কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য স্থানীয় সরকার কমিশন সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলায় স্থানীয় সরকারের অধীন কর্মরত একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রশাসক নিয়োগ করিবে এবং পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিবে। তবে প্রশাসকের কার্যকাল ১৮০ (একশত আশি) দিন অতিক্রম করিবে না।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এমন সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রশাসকের কর্ম সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) প্রশাসক এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ, যদি থাকে, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ওয়ার্ড

৩০। **ওয়ার্ড গঠন।**— (১) ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে নির্ধারিত আসনসহ অন্যান্য সদস্য নির্বাচনের জন্য ওয়ার্ড সংখ্যা জনসংখ্যা ও ভৌগলিক অবস্থার ভিত্তিতে সরকার নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(২) নির্ধারিত আসনে সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড সংখ্যা সর্বনিম্ন ৯টির কম ও সর্বোচ্চ ৩৯টির বেশি হইবে না।

(৩) উপজেলা এর ওয়ার্ড ছোট ইউনিয়দ পরিষদের ক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিয়নে ৩ (তিন) টি ও বড় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) টি ওয়ার্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৪) জেলা পরিষদ এর ওয়ার্ড ছোট উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রতিটি উপজেলায় ৩ (তিন) টি ও বড় উপজেলার ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) টি ওয়ার্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৫) মোট ওয়ার্ড সংখ্যার ৩৩% (শতকরা তেত্রিশ ভাগ) বা এক-তৃতীয়াংশ আসন নারী সদস্যদের জন্য নির্ধারিত থাকিবে, যাহা সরাসরি ঘূর্ণায়মান (Rotation) পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

(৬) প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত ওয়ার্ড বণ্টনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে একটি নারী আসন বৃদ্ধি পাইবে।

(৭) সরকার বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নারীদের জন্য নির্ধারিত আসনের ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নারী সদস্যদের জন্য উক্তরূপ নির্ধারিত আসন ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে ৩ (তিন) টি সাধারণ নির্বাচনে বহাল থাকিবে এবং পরবর্তীতে বিশেষভাবে মূল্যায়নপূর্বক সময় বৃদ্ধি বা স্থগিত করা যাইবে।

(৮) পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার প্রয়োজনে ওয়ার্ড বা বিশেষ সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিধান করিতে পারিবে।

৩১। **ওয়ার্ড (ভোটার) ফোরাম**।— এই অধ্যাদেশের আওতায় উপজেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশন প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড ফোরাম গঠন করিতে হইবে।

৩২। **ওয়ার্ড পর্যায়ে উন্মুক্ত ভোটার ফোরাম**।— (১) একটি ইউনিয়ন উপজেলা পরিষদের তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত থাকিবে এবং উপজেলা পরিষদের প্রত্যেক ওয়ার্ড ফোরাম উহার স্থানীয় সীমার মধ্যে বৎসরে তিনটি ওয়ার্ডে পযায়ক্রমে অন্যূন তিনটি সভা অনুষ্ঠান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পৌরসভা ওয়ার্ডসমূহও সংশ্লিষ্ট উপজেলার ভোটার ফোরাম এর আওতায় থাকিবে।

(২) উপজেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশন প্রতিটি ওয়ার্ড ফোরাম সভা অনুষ্ঠানের অন্যূন ৭ (সাত) দিন পূর্বে যথাযথভাবে সহজ ও গ্রহণযোগ্য উপায়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবে।

(৩) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশন মেয়র এই সভা অনুষ্ঠিত হইবার বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য সভাপতি হিসাবে উক্ত সভা পরিচালনা করিবেন।

(৪) ওয়ার্ড ফোরাম সভায় ওয়ার্ডের সাধারণ জনগণ তাদের দ্বারা নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগ জবাবদিহির আওতায় আনার ব্যবস্থা নিবেন।

(৫) ওয়ার্ড ভোটার ফোরামের কোন নিবার্হী ক্ষমতা ও কাজ থাকিবে না। এই ফোরাম নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট নির্বাচিতদের জবাবদিহির একটি উন্মুক্ত ফোরাম হইবে।

৩৩। **ওয়ার্ড ফোরামের দায়িত্ব**।— (১) ওয়ার্ড সভা নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবে—

(ক) প্রত্যেক নির্বাচিত ব্যক্তি বিগত সময়ে কৃতকার্যের বিবরণী তুলিয়া ধরা এবং স্থানীয় জনগণের নিকট জবাবদিহি করিবে;

(খ) এলাকার সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে অবহিতকরণ;

(গ) এলাকার বন্যা, জলাবদ্ধতা, পানির সংকট, জমির ব্যবহার সংক্রান্তে বিশেষ আলোচনা; এবং

(ঘ) পরিবেশ দূষণ, আইন শৃঙ্খলা, মাদক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক বিশেষ আলোচনা।

(২) ওয়ার্ড ফোরাম সভার কার্যবিবরণি লিখা ও সংরক্ষণ আনুষ্ঠানিক ব্যয় পরবর্তি সভার তারিখ নির্ধারণ এ সকল বিষয় সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ দায়ী থাকিবে।

সপ্তম অধ্যায়
সদস্য/কাউন্সিলর নির্বাচন

৩৪। **ভোটার তালিকা**।— (১) ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত একটি ভোটার তালিকা থাকিবে।

(২) কোনো ব্যক্তি কোনো ওয়ার্ডের ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক না হন;

(গ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত না হন; এবং

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বাসিন্দা বলিয়া গণ্য হন।

৩৫। **ভোটাধিকার**।— কোনো ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় একটি ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যেকোনো একটি ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারবেন এবং শুধু নিজের ওয়ার্ডের নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, তবে কোনো ব্যক্তি দেশের একাধিক ওয়ার্ডে বা দ্বৈত নাগরিক স্থানীয় নির্বাচনে ভোটার হইতে পারিবেন না।

৩৬। **নির্বাচন পরিচালনা**।— (১) নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নির্বাচনের আয়োজন, পরিচালনা ও সম্পাদন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ সকল বা যে কোনো বিষয়ে কার্য করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের উপযুক্ত জনবল হইতে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং অনুরূপ অফিসারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান;

(খ) প্রার্থীদের মনোনয়ন, মনোনয়নের উপর আপত্তি এবং মনোনয়নপত্র বাছাই;

(গ) নির্বাচনে প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত কোনো ক্ষেত্রে প্রার্থীগণকে ফেরত প্রদান করা হইবে অথবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করা যাইবে;

(ঘ) প্রার্থীতা প্রত্যাহার;

(ঙ) প্রার্থীদের এজেন্ট নিয়োগ;

(চ) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচনে পূনঃতফসিল ঘোষণার প্রক্রিয়া;

(ছ) নির্বাচনের তারিখ, সময়, স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;

(জ) ভোটদান পদ্ধতি;

(ঝ) প্রাপ্ত ভোট বাছাই ও গণনা, ফলাফল ঘোষণা এবং প্রার্থীদের সমান সংখ্যক ভোট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রক্রিয়া;

(ঞ) ব্যালট পেপার ও নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলি বন্টন;

(ট) যে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভোটগ্রহণ স্থগিত হইবে এবং কিভাবে পুনঃনির্বাচন হইবে;

(ঠ) নির্বাচনের ব্যয়;

(ড) নির্বাচনে দুর্নীতি ও অবৈধ কার্যকলাপ এবং অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধের দণ্ড;

(ঢ) নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার সাথেই নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল, নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়; এবং

(ণ) নির্বাচিত সদস্যকে ভোটার কর্তৃক রি-কল পদ্ধতি।

(২) নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিলের সময় নির্ধারিত ফরমে স্বাক্ষরিত ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে যা 'হলফনামা' হিসাবে পরিচিত, যাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) বর্তমানে তিনি কোনো ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত আছেন কিনা;

(খ) অতীতে তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো ফৌজদারি মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকিলে উহাদের রায় কী ছিল;

(গ) ব্যবসা বা পেশার বিবরণী;

(ঘ) আয়ের উৎসসমূহ;

(ঙ) তাহার নিজের ও পরিবারের অন্যান্য নিরর্ভশীলদের সম্পদ ও দায় (গ্যারান্টর ব্যতীত) এর বিবরণী; এবং

(চ) তিনি বেনামে সম্পদ অর্জন হইতে বিরত থাকিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ঘোষণা দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর দফা (ড) এর ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধিতে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড বিধান করা যাইবে, তবে কারাদণ্ড মেয়াদ অন্যূন ২ (দুই) বৎসর এবং অনধিক ৭ (সাত) বৎসর হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়ন যাচাই-বাছাই, বৈধ ও বাতিল ঘোষণা সংক্রান্ত রিটার্নিং অফিসারের যেকোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করা যাইবে এবং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৭। **নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ**।— (১) সদস্য/কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ে সদস্য ও কাউন্সিলরগণ কর্তৃক সভাধ্যক্ষ, চেয়ারম্যান, মেয়র, নির্বাহী কাউন্সিল ও ছায়া পরিষদ নেতা, ছায়া কাউন্সিল নেতা নির্বাচিত হইবার বিষয়ে ডেপুটি কমিশনার বা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নের পর নির্বাচন কমিশন গেজেট প্রকাশ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

পরিষদ ও কাউন্সিল পরিচালনার পদ্ধতি

৩৮। **সাংগঠনিক কাঠামো।**— (১) গ্রাম ও নগর নির্বিশেষে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সদস্য বা কাউন্সিলরগণ হইবেন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান নিয়ামক।

(২) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো যাহা **তফসিল-৩** সন্নিবেশিত তাহা নিম্নবর্ণিত দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) বিধানিক অংশ (legislative part); এবং

(খ) নির্বাহী অংশ (executive part)।

(৩) বিধানিক অংশের প্রধান হইবেন সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত "সভাধ্যক্ষ"(জাতীয় সংসদ স্পিকার এর অনুরূপ) এবং নির্বাহী অংশের প্রধান হইবেন "চেয়ারম্যান বা মেয়র" এবং তিনি পরিষদ বা কাউন্সিল নেতা হিসাবেও পরিগণিত হইবেন।

(৪) সভাধ্যক্ষ চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে পরিষদের সভা/অধিবেশন আহ্বান করিবেন। তিনি সকল সদস্য/সদস্যার মতামত প্রদান এবং কোনো বিশেষ বিষয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণের বিষয়সমূহ নিশ্চিত করিবেন। একইভাবে স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন ও সভাসমূহ নিয়মিত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাগ্রহণ করিবেন।

(৫) সভাধ্যক্ষকে সহায়তা করিবেন একজন পূর্ণকালীন 'সচিবের নেতৃত্বে' ৩ (তিন) সদস্যের একটি সচিবালয়, যাহা সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৬) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গেজেট প্রকাশের পর সকল সদস্য **তফসিল-২** এ নির্ধারিত শপথনামা উপস্থিত একটি ভোটার সমাবেশে নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে হাত রেখে একে একে উচ্চস্বরে পাঠ করিয়া সেটিতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৭) শপথ গ্রহণের পর পরিষদের প্রথম সভায় সকল সাধারণ সদস্যের ভোটে সভাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচন কমিশনের একজন প্রতিনিধি শপথ গ্রহণ ও নির্বাচনসমূহ পরিচালনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া শপথ গ্রহণের পর 'সভাধ্যক্ষ' নির্বাচনের মনোনয়ন গ্রহণ করিবেন এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সভাধ্যক্ষ নির্বাচন করিবেন।

(৮) সভাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইবার পরে তাঁর সভাপতিত্বে চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে গোপন ব্যালটে সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান এবং মেয়র নির্বাচন করিবেন। এ সময় উপজেলা নির্বাচন অফিস বা নির্বাচন কমিশন মনোনীত উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকিবেন এবং তিনি সভাধ্যক্ষকে নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা করিবেন।

(৯) চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাচিত হইবার পর তিনি 'পরিষদ নেতা' হিসাবে আসন গ্রহণ করিবেন এবং তিন বা পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট চেয়ারম্যান বা মেয়রের 'নির্বাহী কাউন্সিল' গঠন করিয়া তা পরিষদের অবগতির জন্য সভাধ্যক্ষের নিকট পেশ করিবেন। নির্বাহী পরিষদে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(১০) নির্বাহী পরিষদ বা কাউন্সিল গঠনের পর বাকি সদস্যবৃন্দ তাহাদের মধ্যে হইতে গোপন ব্যালটে একজন 'ছায়া পরিষদ' নেতা নির্বাচন করিবেন, তবে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে ছায়া পরিষদ নেতা প্রযোজ্য নহে।

(১১) চেয়ারম্যান বা মেয়র ইউনিয়ন পরিষদে সর্বোচ্চ ৬টি, উপজেলা পরিষদে ১০টি, জেলা পরিষদে ১০টি, পৌরসভায় ৬টি এবং সিটি কর্পোরেশনের ১০টি স্থায়ী কমিটি গঠন করিবেন। কমিটিসমূহের নাম, বিষয় ও কার্যপদ্ধতি আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে। তবে সংশ্লিষ্ট পরিষদ বা কাউন্সিল স্থায়ী কমিটির সংখ্যা ঠিক রেখে নাম, বিষয় ও কর্মপদ্ধতি নিজেদের মত নির্ধারণ করিতে হইবে। **(ধারা-১৭)।**

(১২) পরিষদ ও কাউন্সিলে সকলের মর্যাদাক্রম হইবে নিম্নরূপ—

প্রথমত : চেয়ারম্যান বা মেয়র (পরিষদ/কাউন্সিল নেতা)

দ্বিতীয়ত : সভাধ্যক্ষ

তৃতীয়ত : ছায়া পরিষদ নেতা (উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে)

চতুর্থত : নির্বাহী সদস্য/নির্বাহী কাউন্সিলরগণ

পঞ্চমত : স্থায়ী কমিটির সভাপতি

ষষ্ঠত : সাধারণ সদস্য/কাউন্সিলরগণ:

তবে চেয়ারম্যান ও মেয়রগণ এবং তাদের নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যগণ হইবেন পরিষদসমূহ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সার্বক্ষণিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মী। তারা নিয়মিত বেতন-ভাতা ও সম্মানী গ্রহণের অধিকারী হইবেন। চেয়ারম্যান ও মেয়রগণ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হিসাবে গণ্য হইবেন।

(১৩) ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সভাধ্যক্ষ, চেয়ারম্যান, মেয়র (পরিষদ নেতা) ছায়া পরিষদ নেতা (ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়া), স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং সাধারণ সদস্যগণের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার, ছুটি, বেতন ভাতা, অধিবেশন সভা বা সভার কাযপ্রণালী বার্ষিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রভৃতি এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ অবতৈনিক হইবেন, সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে বিবেচিত হইবেন না। তারা জীবিকার জন্য নিজ নিজ পেশায় সময় দিতে পারবেন, তবে তাঁরা সভায় উপস্থিতির জন্য একটি সম্মানী গ্রহণ করিতে পারবেন। অথবা সে সম্মানী মাসিক হারেও হইতে পারে:

আরো শর্ত থাকে যে, কোনো চেয়ারম্যান, মেয়র, সভাধ্যক্ষ, সদস্য ও কাউন্সিলর অবৈতনিক হিসাবে কাজ করিতে চাহিলে বা সম্মানী না নিতে চাহিলে পরিষদকে অবহিত করিয়া বিনা পারিশ্রমিক বা বিনা সম্মানীতে সেবা দিতে পারবেন।

নবম অধ্যায়

যোগ্যতা অযোগ্যতা

৩৯। **প্রতিষ্ঠানের সদস্য/কাউন্সিলরগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা**।— (১) কোনো ব্যক্তি এই ধারার উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/মেয়র বা সদস্য/কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হইবার এবং চেয়ারম্যান/মেয়র বা সদস্য/কাউন্সিলর থাকিবার যোগ্য হইবেন, যদি—

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাঁহার বয়স সদস্য বা কাউন্সিলরের ক্ষেত্রে ২২ বৎসর এবং চেয়ারম্যান/মেয়র/সভাধ্যক্ষ ও ছায়া পরিষদ নেতার ক্ষেত্রে নূন্যপক্ষে ৪০ বৎসর পূর্ণ হয়;

(গ) চেয়ারম্যান/মেয়র বা সদস্য/কাউন্সিলর এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট একটি ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে;

(ঘ) তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্ডে একাধিক্রমে ৫ (বৎসর) বসবাস করিয়ান কিংবা তার পৈত্রিক/নিজস্ব বাসস্থান থাকে; এবং

(ঙ) ভোটার হইবার যোগ্যতা অর্জন করিলে সরকারি, বেসরকারি চাকুরিত ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে সদস্য ও কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের যোগ্য হইবেন। কারণ এ পদের দায়-দায়িত্ব থাকিবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান/মেয়র বা সদস্য/কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হইবার জন্য অযোগ্য হইবেন, যদি—

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিয়ান বা হারান;

(খ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক তিনি অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন;

(গ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(ঘ) তিনি কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ড দন্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পরবর্তীতে একটি নির্বাচন অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(ঙ) তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হইবার সময় যদি চাকরি হইতে পদত্যাগ বা বিনাবেতনে ছুটি গ্রহণের অঙ্গীকার না করিয়া ''চেয়ারম্যান/মেয়র, সভাধ্যক্ষ, কার্যনির্বাহী পরিষদ/কাউন্সিলর, বা ছায়া পরিষদ নেতা'' হিসাবে প্রজাতন্ত্রের বা প্রতিষ্ঠানের অথবা অন্য কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোনো

লাভজনক কর্মে সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, সদস্য বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হইবে না।

(চ) তিনি বা তাঁহার পরিবারের সদস্য প্রতিষ্ঠানের কোনো কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারী হন বা প্রতিষ্ঠানের কোনো বিষয়ে তাঁহার কোনো প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোনো দ্রব্যের ডিলার হন;

(ছ) তাঁহার নিকট কোনো নির্ধারিত ব্যাংক হইতে গৃহীত কোনো ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে, তবে গ্যারান্টর অযোগ্য হইবেন না;

(জ) প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গৃহীত কোনো ঋণ অনাদায়ী থাকে বা প্রতিষ্ঠানের নিকট তাঁহার কোনো আর্থিক দায়-দেনা থাকে;

(ঝ) তিনি অন্য কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় সংসদের সদস্য হন;

(ঞ) তিনি এই অধ্যাদেশের অধীন যে কোনো কর, উপকর, রেইট, টোল, ফি, ইত্যাদি পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন;

(ট) তিনি কোনো সরকারি বা আধাসরকারি দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি, ইত্যাদি হইতে নৈতিক স্খলনজনিত, দুর্নীতি, অসদাচরণ, ইত্যাদি অপরাধে চাকরিচ্যুত হইয়া পরবর্তী একটি নির্বাচন অতিক্রান্ত না করিয়ান;

(ঠ) তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হইবার সময় যদি চাকরি হইতে পদত্যাগ বা বিনা বেতনে ছুটি গ্রহণের অঙ্গীকার না করিয়া ''চেয়ারম্যান/মেয়র, সভাধ্যক্ষ, কার্যনির্বাহী পরিষদ/কাউন্সিলর, বা ছায়া পরিষদ নেতা'' হিসাবে সরকার কর্তৃক অনুদানপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কোনো সংস্থার সার্বক্ষণিক বা খণ্ডকালীন পদে নিয়োজিত থাকেন;

(ড) তাহার নিকট সরকারি বা সরকারি সংস্থার কোনো পাওনা যেমন- ভূমি উন্নয়ন কর, টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ বিল, ইত্যাদি অনাদায়ী থাকে;

(ঢ) তিনি নির্বাচনী অপরাধ সংক্রান্ত অপরাধে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক দোষীসাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন এবং তাহার মুক্তিলাভের পর পরবর্তী একটি নির্বাচন অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ণ) তিনি এই অধ্যাদেশের ধারা ১০৮ ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের তহবিল তছরুপের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হন;

(ত) তিনি বিগত ১০ (দশ) বৎসরের মধ্যে যে কোনো সময়ে দণ্ডবিধির ১৮৯ ও ১৯২ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;

(থ) তিনি বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে যে কোনো সময়ে দণ্ডবিধির ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩ ধারা অনুযায়ী দোষীসাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;

(দ) তিনি কোনো আদালত কর্তৃক ফেরারি আসামী হিসাবে ঘোষিত হন;

(ধ) তিনি যদি দায়িত্ব হস্তান্তরে ব্যর্থ হন বা তাহার নির্বাচনে অযোগ্যতা সম্পর্কে মিথ্যা হলফনামা দাখিলের কারণে সাজাপ্রাপ্ত হন; এবং

(ন) তিনি যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত দায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ না করিয়ান।

(৩) প্রত্যেক চেয়ারম্যান/মেয়র ও সদস্য/কাউন্সিলর পদ প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় **তফসিল-১** অনুযায়ী এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করিবেন যে, উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তিনি সদস্য নির্বাচনের অযোগ্য নহেন।

৪০। **একই ব্যক্তির একাধিক পদে প্রার্থী না হওয়া**।— (১) কোনো ব্যক্তি একইসাথে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সদস্য পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি একই সাথে কোনো প্রতিষ্ঠানের একাধিক ওয়ার্ডে মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়ান তাহা হইলে তাহার সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) কোনো নির্বাচিত ব্যক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় সংসদের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারিবেন না।

৪১। **ভোটার কর্তৃক রি-কল**।— কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি ভোটারের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠান ও জনগণের জন্য কল্যাণকর মনে না হইলে এবং তৎপ্রেক্ষিতে ৫৮ ধারার বিধানমতে কোনো কার্যক্রম গৃহীত না হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের নির্বাচিত ওয়ার্ড এর ভোটারগণ তার সদস্যপদ রি-কল করার প্রস্তাব প্রতিষ্ঠানে পেশ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, রি-কলের জন্য জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যের প্রাপ্ত ভোটের চেয়ে ১ (এক) শতাংশের অধিক ভোটারের স্বাক্ষরিত/টিপসহি সম্বলিত ভোটারের দরখাস্ত লাগিবে এবং উক্ত দরখাস্ত নির্বাচন কমিশন অনধিক এক মাসের মধ্যে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিবে।

দশম অধ্যায়
নির্বাচনী বিরোধ

৪২। **নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল**।— (১) এই অধ্যাদেশের অধীন অনুষ্ঠিত কোনো নির্বাচন বা গৃহীত নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কোনো আদালত বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) কোনো নির্বাচনের প্রার্থী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি উক্ত নির্বাচন বা নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিতে পারিবেন না।

(৩) এই অধ্যাদেশের ধারা ৪৩ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের কাছে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনী অভিযোগপত্র পেশ করিতে হইবে।

৪৩। **নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন**।— এই অধ্যাদেশের অধীন নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের ঘোষণা দিবেন। এখতিয়ারাধীন জেলা জজ ইউনিয়ন/উপজেলা/পৌরসভা নির্বাচনের জন্য এক বা একাধিক সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার এবং জেলা পরিষদ/সিটি কর্পোরেশেন নির্বাচনের জন্য যুগ্ম-জেলা জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল এবং অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

৪৪। **নির্বাচনী দরখাস্ত স্থানান্তর**।— নির্বাচন কমিশন নিজ উদ্যোগে অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোনো এক পক্ষের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে মামলার যে কোনো পর্যায়ে কোনো নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপিল এক ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য ট্রাইব্যুনালে বা, ক্ষেত্রমত, এক আপিল ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে; এবং যে ট্রাইব্যুনালে বা আপিল ট্রাইব্যুনালে যাহা স্থানান্তর করা হয় সেই ট্রাইব্যুনাল বা আপিল ট্রাইব্যুনাল উক্ত দরখাস্ত বা আপিল যে পর্যায়ে স্থানান্তর করা হইয়াছে সে পর্যায় হইতে উহার বিচার কার্য চলিতে থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপিল যে ট্রাইব্যুনাল বা আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হইয়াছে সে ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করিলে ইতিপূর্বে পরীক্ষিত কোনো সাক্ষীকে পুনরায় তলব বা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

৪৫। **নির্বাচনী দরখাস্ত, আপিল ইত্যাদি নিষ্পত্তি**।— (১) নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার সম্পন্ন করিবেন।

(২) নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) নির্বাচনী দরখাস্ত ও আপিল দায়েরের পদ্ধতি, ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্বাচন বিরোধ ও অপরাধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি, ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালসমূহের এখতিয়ার ও ক্ষমতা, সংশ্লিষ্ট পক্ষদের প্রদেয় প্রতিকার শাস্তি এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

একাদশ অধ্যায়

প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, মেয়র, সদস্যগণ, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধান

৪৬। **প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/মেয়র ও সদস্য/কাউন্সিলরগণের শপথ**।— (১) চেয়ারম্যান/মেয়র ও প্রত্যেক সদস্য/কাউন্সিলর তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে **তফসিল-২** এ বর্ণিত ছকে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাঁহার নির্বাচিত ওয়ার্ডের জনগণের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন।

(২) সদস্য/কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে সকল সদস্য/কাউন্সিলরগণের শপথ গ্রহণ বা ঘোষণার জন্য সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) সদস্য ও কাউন্সিলর গণের শপথ গ্রহণের পর স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধিবেশন বসিবে। সে অধিবেশনে নির্বাচন কমিশন ও সরকারের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে সভাধ্যক্ষ, চেয়ারম্যান/মেয়র ও ছায়া পরিষদ নেতা গ্রহণ বা হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হইবে।

৪৭। **প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/মেয়র ও সদস্য/কাউন্সিলরগণের কার্যকাল**।— (১) কোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/মেয়র ও সদস্য/কাউন্সিলরগণ, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ঐ পরিষদের গেজেট প্রকাশের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়ের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং উহার অধিক নহে।

(২) পরিষদ গঠনের জন্য কোনো সাধারণ নির্বাচন ঐ পরিষদের জন্য অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী সাধারণ নির্বাচনের তারিখ হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়সীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে।

৪৮। **দায়িত্ব হস্তান্তর**।— প্রতিষ্ঠান গঠনের পর পূর্ববর্তী চেয়ারম্যান/মেয়র, সভাধ্যক্ষ, কার্যনির্বাহী পরিষদ/কাউন্সিলর, বা ছায়া পরিষদ নেতা তাঁহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা পরিষদের সকল নগদ অর্থ, পরিসম্পদ, দলিল দস্তাবেজ, রেজিস্টার ও সীলমোহর যতশীঘ্র সম্ভব অথবা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তা প্রদত্ত স্থিরীকৃত তারিখ, সময় ও স্থানে নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান/মেয়র, সভাধ্যক্ষ, কার্যনির্বাহী পরিষদ/কাউন্সিলর, বা ছায়া পরিষদ নেতা বা, ক্ষেত্রমত, তাহাদের মনোনীত দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যের নিকট প্রতিষ্ঠানের সচিব ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তার মনোনীত একজন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বুঝাইয়া দিবেন।

৪৯। **দায়িত্ব হস্তান্তর ব্যত্যয়ের দণ্ড**।— (১) যদি কোনো চেয়ারম্যান/মেয়র, সভাধ্যক্ষ, কার্যনির্বাহী পরিষদ/কাউন্সিলর, বা ছায়া পরিষদ নেতা বা চেয়ারম্যান/মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো সদস্য ধারা ৪৮ অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত মেয়াদে কারাদণ্ড অথবা ১,০০,০০০-২,০০,০০০/= (এক লক্ষ হইতে দুই লক্ষ) টাকার যে কোনো পরিমাণ জরিমানা বা, ক্ষেত্রমত, অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোনো চেয়ারম্যান/মেয়র, সভাধ্যক্ষ, কার্যনির্বাহী পরিষদ/কাউন্সিলর, বা ছায়া পরিষদ নেতা বা চেয়ারম্যান/মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো সদস্য ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী তাহার অযোগ্যতা সম্পর্কে মিথ্যা হলফনামা দাখিল করিলে তিনি ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত মেয়াদে কারাদণ্ড এবং ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা জরিমানা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫০। **চেয়ারম্যান/মেয়র ও সদস্য/কাউন্সিলর পদত্যাগ**।— (১) কোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা সদস্য তাঁহার পদত্যাগ করিবার অভিপ্রায় সভাধ্যক্ষ এর নিকট লিখিতভাবে ব্যক্ত করিয়া সভাধ্যক্ষ্য বরাবর পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ পদত্যাগপত্র প্রাপ্তি ঐ চেয়ারম্যান বা সদস্য তাহার পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যখন কোনো পদত্যাগপত্র উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত হয়, তখন সভাধ্যক্ষ উহা প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান সদস্যগণকে জানাইয়া দিবেন।

৫১। **চেয়ারম্যান/মেয়রের কাউন্সিল**।— (১) প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবার পর ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কাউন্সিল গঠন করিবেন, উক্ত ৩ (তিন) জন কার্যনির্বাহী সদস্যগণই চেয়ারম্যান/মেয়র কাউন্সিল হিসেবে গণ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনীত ৩ (তিন) জনের চেয়ারম্যান/মেয়র কাউন্সিলরের মধ্যে একজন নারী সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন।

(২) অনুপস্থিতি, অসুস্থতাহেতু বা অন্য যে কোনো কারণে চেয়ারম্যান/মেয়র দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যানের/মেয়র কাউন্সিল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে বায়োজ্যেষ্ঠ একজন সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন, তবে সকল ক্ষেত্রে একই বয়সের দুই জন হইলে যার শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি তিনি প্রাধান্য পাইবেন।

(৩) পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যুজনিত, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অথবা অন্য যে কোনো কারণে চেয়ারম্যান/মেয়রের পদ শূন্য হইলে নতুন চেয়ারম্যানের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত চেয়ারম্যান/মেয়র কাউন্সিল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন বয়োজ্যষ্ঠ সদস্য চেয়ারম্যান/মেয়র কাউন্সিল দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান/মেয়র কাউন্সিলের সদস্য অযোগ্য হইলে অথবা ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে নতুন চেয়ারম্যান/মেয়র কাউন্সিল প্যানেল তৈরি করা যাইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) ও (৪) অনুযায়ী সদস্যদের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান/মেয়র কাউন্সিল নির্বাচিত না হইলে সরকার প্রয়োজন অনুসারে চেয়ারম্যানের প্যানেল তৈরি করিতে পারিবে।

৫২। **চেয়ারম্যান/মেয়র কার্যাবলি ও দায়িত্ব**।— (১) এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে সভাধ্যক্ষ পরিষদের সভা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন বিধায় চেয়ারম্যান/মেয়র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নির্বাহী ক্ষমতা এবং প্রতিষ্ঠানের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(২) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য ধারার পরিপন্থি না হইলে চেয়ারম্যান/মেয়র—

(ক) প্রতিষ্ঠান একজন নারী সদস্যসহ ৩ (তিন) সদস্যের কার্যনির্বাহী পরিষদ/কাউন্সিল গঠন করিবেন, কার্যানিবাহী প্রতিষ্ঠান চেয়ারম্যান/মেয়রের সন্তুষ্টির উপর কার্যানিবার্হী পরিষদের কার্যালয় নির্ভর করিবে;

(খ) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সকল কর্মকর্তা (সচিব ব্যতীত) ও কর্মচারীগণের কার্যক্রম তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং তাহাদের গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন;

(গ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিধি অনুযায়ী কর্তৃক নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত আর্থিক ব্যয় নির্বাহ করিবেন;

(ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদ ও প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্যভার সঙ্গে যৌথ স্বাক্ষরে প্রতিষ্ঠানের সকল আয় ব্যয়ের হিসাব পরিচালনা করিবেন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব স্থানীয় সরকার কমিশন ও সরকারের পরিদর্শন, পরিবিক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করিবেন;

(ঙ) এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে কমিশন এবং সরকার কর্তৃক নির্দেশিত উপায়ে প্রতিষ্ঠানের সকল বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন; এবং

(চ) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী সরকার এবং কমিশনের নির্দেশনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) জনস্বার্থ বা জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে চেয়ারম্যান/মেয়র জরুরি ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের তহবিল দ্বারা কোনো কাজ সম্পাদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে—

(ক) উক্ত কাজ পরিষদের সভার সিদ্ধান্তের পরিপন্থি হইবে না;

(খ) যৌক্তিকতাসহ উক্তরূপ কার্যক্রম গ্রহণের একটি প্রতিবেদন তিনি পরবর্তী প্রতিষ্ঠান সভায় উপস্থাপন করিবেন এবং প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

(৪) এতৎব্যতীত চেয়ারম্যান/মেয়র নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন—

(ক) তিনি প্রতিষ্ঠানের সভায় নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিয়মিত হাজিরা/উপস্থিতি নিশ্চিত করিবেন;

(খ) তিনি আইন বা বিধি বিধানের পরিপন্থি এবং প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার কারণে সচিব এবং স্থানান্তরিত অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যতীত পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য কর্মচারীগণকে প্রয়োজনে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিষদের পরবর্তী সাধারণ সভায় উক্তরূপ সাময়িক বরখাস্ত অনুমোদিত হইতে হইবে অন্যথায় উহা কার্যকর হইবে না;

(গ) স্থানীয় সরকার সার্ভিস গঠিত হইবার পর ঐ সার্ভিসের চাকুরী বিধিমালা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তা বা অন্য কোনো কর্মচারীর নিকট হইতে লিখিত আদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক বিষয় সংক্রান্ত যে কোনো নথি তলব করিতে পারিবেন এবং এই অধ্যাদেশ, বিধি বা বিদ্যমান সরকারি আদেশানুযায়ী নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(ঙ) তাহার বিবেচনায় প্রতিষ্ঠানের কোনো সিদ্ধান্ত এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোনো আইন বা বিধি পরিপন্থি হইলে অথবা উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হইলে উহা জনস্বাস্থ্য, জনস্বার্থ ও জননিরাপত্তা বিপন্ন করিবে বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি তাহা কমিশন ও সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী বা অন্য কোনো কার্য প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণীকৃত হইতে হইবে।

(৫) প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন সেবা প্রদানমূলক দায়িত্ব ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের মধ্যে নির্বাহী ক্ষমতা বিভাজনের প্রস্তাব প্রতিষ্ঠানের সভায় অনুমোদিত হইবে এবং প্রয়োজনে, সময় সময়, ইহা সংশোধনের এখতিয়ার প্রতিষ্ঠানের থাকিবে।

(৬) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য ধারার পরিপন্থি না হইলে সভাধ্যক্ষ—

(ক) সভাধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠান সচিবের কার্যক্রম তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন;

(খ) সভাধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠান সচিবের গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন;

(গ) স্থায়ী কমিটির সভাপতির কার্যক্রমে সহযোগিতা করিবেন।

৫৩। **প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণের সাময়িক বরখাস্তকরণ ও অপসারণ।**— (১) এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে—

(ক) যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, মেয়র, সভাধ্যক্ষ, ছায়া পরিষদ নেতা, স্থায়ী কমিটির সভাপতি বা সদস্য/কাউন্সিলর অপসারণের জন্য উপ-ধারা (২) এর অধীন কার্যক্রম আরম্ভ করা হইয়াছে অথবা তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক চার্জ গঠিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মতে চেয়ারম্যান/মেয়র বা সদস্য/কাউন্সিল কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থি অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হইলে, সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে লিখিত আদেশের মাধ্যমে চেয়ারম্যান অথবা সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে;

(খ) উপ-ধারা (১) (ক) এর অধীন সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে আদেশ প্রাপ্তির ৩ (তিন) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান এর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকারী সদস্য এর নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিবেন। উক্ত সদস্য চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা চেয়ারম্যান অপসারিত হইলে তাহার স্থলে নতুন চেয়ারম্যান প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন;

(গ) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন প্রতিষ্ঠানের কোনো সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা উক্ত সদস্য অপসারিত হইলে তাহার স্থলে নতুন সদস্য নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তক্রমে একজন সদস্য তার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) চেয়ারম্যান অথবা সদস্য তাঁহার স্বীয় পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি—

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের নোটিশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও তিনি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের পর পর ৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(ঙ) তিনি প্রতিষ্ঠানের বা রাষ্ট্রের স্বার্থের হানিকর কোনো কার্যকলাপে জড়িত থাকেন অথবা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হন;

(চ) তিনি দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করিয়ান অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(ছ) পরিষদ বা কাউন্সিল কর্তৃক এই আইনের ধারা ৫৮ অনুসরণ করিয়া অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলে চেয়ারম্যান/মেয়র/সভাধ্যক্ষ/ছায়া পরিষদ/কাউন্সিল নেতা পদ হারাবেন যথারীতি নিজ নিজ পরিষদ বা কাউন্সিলের সদস্যের আসনে উপবিষ্ট থাকিবেন্

(জ) তিনি অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী হন অথবা পরিষদের কোনো অর্থ বা সম্পত্তির কোনো ক্ষতি সাধন বা উহার আত্মসাতের বা অপপ্রয়োগের জন্য দায়ী হন;

(ঝ) নির্বাচনের পর যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী নির্বাচনের অযোগ্য ছিলেন;

(ঞ) বার্ষিক ১২ (বারো) টি মাসিক সভার স্থলে ন্যূনতম ৯ (নয়) টি সভা গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত অনুষ্ঠান করিতে বা উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হন;

(ট) তিনি নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করিয়ান কিংবা দাখিলকৃত হিসাবে অসত্য তথ্য প্রদান করিয়ান;

(ঠ) তিনি হলফনামায় অসত্য তথ্য প্রদান করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা।— এই উপ-ধারায় বর্ণিত "অসদাচরণ" বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, এই অধ্যাদেশ বলে, সময় সময়, সরকার কর্তৃক বিধি নিষেধ পরিপন্থি কার্যকলাপ, দুর্নীতি, অসদুপায়ে ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিল, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, ইচ্ছাকৃত অপশাসন ও সকল রকম অসদাচরণের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করিবার উদ্যোগকে বুঝাইবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত কারণে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে চেয়ারম্যান, সভাধ্যক্ষ, ছায়া পরিষদ নেতা, স্থায়ী কমিটির সভাপতি বা সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবে।

(৪) অপসারণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করিবার পূর্বে বিধি মোতাবেক তদন্ত ও অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) একজন চেয়ারম্যান/মেয়র বা সদস্য কাউন্সিলর উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ কিংবা উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী অপসারণের প্রস্তাব নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর তাৎক্ষণিকভাবে অপসারিত হইবেন।

(৬) প্রতিষ্ঠানের কোনো চেয়ারম্যান/মেয়র সভাধ্যক্ষ, ছায়া প্রতিষ্ঠান নেতা, স্থায়ী কমিটির সভাপতি বা সদস্যকে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা হইলে তিনি কমিশন বা তদকর্তৃক নিযুক্ত কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট ঐ আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল করিতে পারিবেন; আপিল কর্তৃপক্ষ ঐ আপিলটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপসারণ আদেশটি স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং আপিলকারীরকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদানের পর ঐ আদেশটি পরিবর্তন, বাতিল বা বহাল রাখিতে পারিবেন।

(৭) এইরূপ আপিলের উপর আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

(৮) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোনো ব্যক্তি কোনো পদে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যকালের অবশিষ্ট মেয়াদের এবং পরবর্তী একটি নির্বাচনের জন্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

৫৪। **চেয়ারম্যান/মেয়র ও সদস্য/কাউন্সিলর পদ শূন্য হওয়া**।— (১) কোনো চেয়ারম্যান/মেয়র বা কোনো সদস্য/কাউন্সিলর এর পদ শূন্য হইবে, যদি—

(ক) তিনি ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী চেয়ারম্যান বা সদস্য হইবার অযোগ্য হইয়া পড়েন;

(খ) তিনি ধারা ৫৩ অনুযায়ী অপসারিত হন;

(গ) তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধারা ৪৬(১) এ বর্ণিত শপথ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন;

(ঘ) তিনি ধারা ৫০-এর অধীন পদত্যাগ করেন;

(ঙ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন;

(চ) ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অযোগ্য ঘোষিত হয়।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী চেয়ারম্যান/মেয়র বা কোনো সদস্য/কাউন্সিলরের পদ শূন্য হইলে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া পদটি শূন্য ঘোষণা করিবে।

৫৫। **শূন্যপদ পূরণ**।— (১) কোনো প্রতিষ্ঠানের সদস্য/কাউন্সিলর পদ তাহার মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্যবিধ কারণে শূন্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো পদ শূন্য হইলে তাহার সদস্য পদের বিপরীতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান/মেয়র, সভাধ্যক্ষ ও ছায়া পরিষদ তার ক্ষেত্রে বিধি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ সভায় সদস্যদের মধ্য হতে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচন সম্পন্ন হইতে পারিবেন।

৫৬। **সদস্যপদ পুনর্বহাল**।— প্রতিষ্ঠানের কোনো মনোনীত চেয়ারম্যান বা সদস্য এই অধ্যাদেশের ধারা ৫৩ এর বিধানমতে অপসারিত হইয়া অথবা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধানমতে অযোগ্য ঘোষিত হইয়া সদস্যপদ হারাইবার পর আপিল বা রিভিশনে তাহার উক্তরূপ সাজা রদ বা বাতিল হইলে বা তাহার অযোগ্যতা অবলোপন হইলে তিনি অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পদে বহাল হইবেন। সরকার কর্তৃক উক্তরূপ পুনর্বহাল আদেশের পর উক্ত পদে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য নির্বাচিত সদস্যের পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৭। **চেয়ারম্যান/মেয়র ও সদস্য/কাউন্সিলর অধিকার ও দায়বদ্ধতা**।— (১) প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/মেয়র ও প্রত্যেক সদস্য/কাউন্সিলর এই অধ্যাদেশ ও সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে। প্রত্যেক সদস্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান অথবা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতির নিকট প্রতিষ্ঠানের বা স্থায়ী কমিটির প্রশাসনিক এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বা কৈফিয়ৎ দাবি করিতে পারিবেন।

(২) প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদান করিয়া প্রতিষ্ঠানের যে কোনো সদস্য অফিস চলাকালীন সময়ে Notified নথিপত্র ব্যতীত অন্যান্য রেকর্ড ও নথিপত্র দেখিতে পারিবেন।

(৩) প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/মেয়র ও প্রত্যেক সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বস্তবায়িত কোনো কাজ বা প্রকল্পের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন।

(৪) প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/মেয়র, স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং সদস্যগণ এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী জনস্বার্থে পরিষদের কার্য পরিচালনা করিবেন এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন।

৫৮। **অনাস্থা প্রস্তাব**।— (১) এই ধারার বিধান সাপেক্ষে পরিষদের চেয়ারম্যান/মেয়র, সভাধ্যক্ষ, ছায়া পরিষদ নেতা ও সদস্য/কাউন্সিলর উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাইবে।

(২) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের স্বাক্ষরিত নোটিশ, যাহাতে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী অনাস্থার বিষয়টি উল্লিখিত থাকিবে, নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তার নিকট যে কোনো একজন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব ব্যক্তিগতভাবে দাখিল করিবেন।

(৩) অনাস্থা প্রস্তাব এক সভায় প্রস্তাব করা হইবে পরে আর একটি বিশেষ সভায় অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটাভুটি হইবে।

(৪) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হইলে পদচ্যুত হবেন এবং একই প্রক্রিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নতুনভাবে পদ পূরণ করা হইবে।

(৫) জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে নিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশ প্রাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য নির্বাচিত সদস্যগণের সভা আহ্বান করিবেন এবং সকল নির্বাচিত সদস্যের নিকট সভার নোটিশ প্রেরণ নিশ্চিত করিবেন।

(৬) চেয়ারম্যান/মেয়র ছায়া পরিষদ নেতা, স্থায়ী কমিটির সদস্য/কাউন্সিলর বা নির্বাহী সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সভাধ্যক্ষ বা তার অনুপস্থিতিতে স্থায়ী কমিটির সভাপতি (ক্রমানুসারে) এবং সভাধ্যক্ষ, স্থায়ী কমিটির সভাপতি বা কোনো সাধারণ সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সভাধ্যক্ষ, চেয়ারম্যান বা স্থায়ী কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকিলে বা উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে একজন সদস্যকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সভাপতি নির্বাচিত করা যাইবে।

(৭) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত কর্মকর্তা সভায় একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন।

(৮) এই উদ্দেশ্যে আহুত সভাটি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণ ছাড়া স্থগিত করা যাইবে না এবং মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(১১) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

(১২) সভাপতি ব্যালটের মাধ্যমে উপ-ধারা (১১) অনুযায়ী ভোট প্রদান করিতে পরিবেন, তবে তিনি নির্ণায়ক বা দ্বিতীয় ভোট দিতে পারিবেন না।

(১৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত উপস্থিত কর্মকর্তা সভা শেষ হইবার পর পরই অনাস্থা প্রস্তাবের কপি এবং ভোটের ফলাফলসহ সভার কার্যবিবরণী কমিশন ও নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(১৪) অনাস্থা প্রস্তাবটি মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইলে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান বা সদস্যের আসনটি কমিশনের পরামর্শক্রমে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিবে।

৫৯। **চেয়ারম্যান/মেয়র ও সদস্য/কাউন্সিলর অনুপস্থিতির ছুটি**।— (১) কোনো সদস্যকে প্রতিষ্ঠান যুক্তিসঙ্গত কারণে এক বৎসরে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) কোনো সদস্য ছুটিতে থাকিলে বা অন্য কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকিলে উক্ত অনুপস্থিতকালীন সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তক্রমে চেয়ারম্যান যে কোনো সদস্যকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

৬০। **সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা** ।— (১) চেয়ারম্যান/মেয়র এবং প্রত্যেক সদস্য/কাউন্সিলর, তাহার মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় টিআইএন নম্বরসহ, ভ্যাট (যদি থাকে), তাহার এবং তাঁহার পরিবারের সদস্যদের দেশে বিদেশে অবস্থিত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও ব্যবসা (যদি থাকে) এর সর্বশেষ বিবরণ, যাহা সংশ্লিষ্ট কর অফিসে দাখিল ও গৃহীত হইয়াছে, ঘোষণার মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে। এছাড়া, সাধারণ ঘোষণায় উল্লেখ করিতে হইবে যে, প্রার্থীর শ্বশুড়/শ্বাশুড়ী/শ্যালক/শ্যালিকা বা বন্ধুর নামে বা বেনামে কোনো সম্পত্তি নাই এবং ভবিষ্যতে করিবেন না।

(২) সংশ্লিষ্ট কর অফিসে দাখিলকৃত ও গৃহীত টিআইএন নম্বর সংবলিত সম্পত্তির সর্বশেষ হিসাব দাখিল করিতে না পারিলে বা করা না হইলে চেয়ারম্যান এবং প্রত্যেক সদস্য তাহার মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় তাহার এবং তাহার পরিবারের যে কোনো সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত ছকে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হলফনামার মাধ্যমে দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত ঘোষণা মিথ্যা প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরবর্তী একটি নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হইবেন।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ''পরিবারের সদস্য'' বলিতে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান বা সদস্যের স্ত্রী বা স্বামী এবং তাহার সহিত বসবাসকারী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নিকে বুঝাইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়
গ্রামীণ বিরোধ নিষ্পত্তি

৬১। **উপজেলায় লিগাল এইড আদালত স্থাপন, গ্রামীণ সালিশ ও এডিআর এর সংযোগ**।— (১) প্রত্যেক উপজেলায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার তত্ত্বাবধানে উপজেলা লিগ্যাল এইড আদালত স্থাপিত হইবে, যাহাতে—

(ক) প্রিজাইডিং অফিসার সিনিয়র সহকারী জজ হইবেন;

(খ) আপোষ-মীমাংসার জন্য পক্ষগণ কোনো আইনজীবী নিয়োগ করিবেন না;

(গ) আপোষ-মীমাংসায় পক্ষগণ কোনো প্রকার ফিস প্রদান করিবেন না;

(ঘ) ওয়ার্ড মেডিয়েশন-এর সিদ্ধান্ত কোন পক্ষ অসুন্তোষ্ট হইলে উপজেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) উপজেলা লিগ্যাল এইড আদালতের কার্যক্রম, যথাক্রমে—

(ক) প্রত্যেক পৌরসভা ও ইউনিয়নের ওয়ার্ড কেন্দ্রিক আপোষ-মীমাংসার সেন্টার স্থাপন;

(খ) প্রত্যেক আপোষ-মীমাংসা সেন্টাররের জন্য ৫-১০ জন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, স্কুল-কলেজের শিক্ষক এবং পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়স্ক স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মেডিয়েটর (মধ্যস্থতাকারী) নিয়োগ;

(গ) প্রতিটি আপোষ-মীমাংসার জন্য মেডিয়েটরদের সম্মানী প্রদান;

(ঘ) ওয়ার্ড পর্যায়ে আপোষ-মীমাংসা ব্যর্থ হইলে উপজেলা লিগ্যাল এইড অফিসার স্বয়ং উহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন এবং তিনি ব্যর্থ হইলে বিষয়টি এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করিতে পারিবেন;

(ঙ) মীমাংসা প্রত্যাশী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ওয়ার্ড মেম্বার/কাউন্সিলরের বরাবর একজন পছন্দনীয় মেডিয়েটরের নাসহ বিরোধ সংক্রান্ত দরখাস্ত প্রদান করিবেন এবং উক্ত মেম্বার/কাউন্সিলর অপর পক্ষে নোটিশ প্রদান করে মেডিয়েটরের নাম চাইবেন।

(চ) আদালত হইতে প্রেরিত কোনো মামলা তিনি আপোষ-মীমাংসা জন্য স্বয়ং কিংবা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা পৌরসভার ওয়ার্ডে প্রেরণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, দেশে আপোষ-মীমাংসা সংশ্লিষ্ট প্রচলিত আইন ও আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনী পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১৫-এর আওত্তায় বা সরকার কর্তৃক অন্যান্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত যাবতীয় কার্যাবলি তিনি প্রতিপালন করিবেন:

আরো শর্ত থাকে যে, সরকার, সুপ্রীম কোর্ট ও সিটি কর্পোরেশনের সহিত পরামর্শক্রমে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক "নগর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেন্টার" প্রতিষ্ঠা করিবে।

৬২। **আপোষ-মীমাংসার পদ্ধতি**।— বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে (এডিআর), বিশেষ করিয়া মধ্যস্থতা বা সমঝোতা প্রক্রিয়া চলাকালীন নিম্নবর্ণিত দুটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হইবে, যথা:—

(ক) ককাস অধিবেশন (Caucus Session): ককাস হল মধ্যস্থতাকারী এবং একটি পক্ষের (বা তাহাদের আইনী প্রতিনিধিদের) মধ্যে একটি ব্যক্তিগত, গোপনীয় বৈঠক যেখানে অন্য পক্ষ উপস্থিত থাকিবে না।

বৈশিষ্ট্য: প্রতিটি পক্ষের সহিত আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পক্ষগণ প্রকাশের অনুমতি না দিলে ককাসের আলোচনা গোপনীয় থাকিবে। বিবাদীয় পক্ষের স্বার্থ, শক্তি, দুর্বলতা এবং সম্ভাব্য সমাধানগুলি অন্বেষণ করিতে ব্যবহৃত হয়। আলোচনায় অচলাবস্থা ভাঙতে সাহায্য করিয়া। অন্য পক্ষের কাছ থেকে বিচার বা সংঘর্ষের ভয় ছাড়াই খোলামেলা আলোচনাকে উৎসাহিত করিয়া। উদ্দেশ্য: মধ্যস্থতাকারীকে অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলি বুঝতে সাহায্য করার জন্য সম্ভাব্য আপোষ প্রস্তাব আবেগ শান্ত এবং নিষ্পত্তিকে উৎসাহিত করা।

(খ) যৌথ অধিবেশন (Joint Session): যৌথ অধিবেশন হইল একটি সভা যেখানে উভয়পক্ষ এবং তাহাদের একজন করিয়া প্রতিনিধি বিরোধের বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিতে মধ্যস্থতার জন্য একইসাথে বসবে। মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারী ককাসের সম্মত বিষয়গুলো আলোচনায় উপস্থাপন করিতে পারিবেন এবং একটি ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন;

তবে শর্ত তাকে যে, যৌথ অধিবেশন ব্যর্থ হইলে মেডিয়েটর পুনরায় ককাস অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সম্পদ ও তহবিল

৬৩। **প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি অর্জন, দখলে রাখিবার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা**।— (১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি অর্জনের, দখলে রাখিবার ও নিষ্পত্তি করিবার এবং চুক্তিবদ্ধ হইবার ক্ষমতা থাকিবে, তবে অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা নিষ্পত্তির সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে কমিশনের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) সরকার, বিধি দ্বারা—

(ক) প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা উহার উপর ন্যস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে; এবং

(গ) এই অধ্যাদেশ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) প্রতিষ্ঠান, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে,—

(ক) উহার মালিকানাধীন বা উহার উপর বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোনো সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও উন্নয়ন করিতে পারিবে;

(খ) এই অধ্যাদেশ বা বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে;

(গ) দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা, বিনিময়ের মাধ্যমে যে কোনো সম্পত্তি বিধি অনুযায়ী অর্জন বা হস্তান্তরিতকরিতে পারিবে; এবং

(ঘ) প্রতিষ্ঠান নিজের স্বার্থে মোকদ্দমা করিতে পারিবে এবং তাহার বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারিবে।

দুই পক্ষের মেডিয়েটর একজন তৃতীয় মেডিয়েটরকে সভাপতি হিসাবে মনোনীত করিয়া আপোষ মীমাংসা বোর্ড গঠন করিবেন।

(৪) প্রতিষ্ঠান যথাযথ জরিপের মাধ্যমে ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সম্পত্তির বিবরণাদি প্রস্তুত করিয়া প্রতি বৎসর ইহা হালনাগাদ করিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পদের বিবরণী, মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া ইহার একটি অনুলিপি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) এই অধ্যাদেশ বা বিধির দ্বারা নির্ধারিত পন্থা উপেক্ষা বা লঙ্ঘন করিয়া যদি সম্পত্তি অর্জন, দখল ও নিষ্পত্তি করা হয় তাহা হইলে তাহা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রদানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ আইনত দায়ী থাকিবেন।

৬৪। **প্রতিষ্ঠানকে সম্পদ হস্তান্তর**।— সরকার কোনো পরিষদকে উহার স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অবস্থিত কোনো সরকারি সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবে এবং ঐরূপ সম্পত্তি ঐ প্রতিষ্ঠানে বর্তাইবে ও উহার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে।

৬৫। **প্রতিষ্ঠানের তহবিল**।— প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের নামে একটি তহবিল গঠন করিতে হইবে এবং উহার অনুকূলে জমা দিতে হইবে—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও মঞ্জুরী;

(খ) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সকল স্থানীয় উৎস হইতে আয়;

(গ) অন্যকোনো পরিষদ কিংবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও মঞ্জুরী;

(ঘ) সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণসমূহ (যদি থাকে);

(ঙ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদায়কৃত সকল কর, রেইট ও ফি বাবদ অর্থ;

(চ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠানে বর্তানো, উহা কর্তৃক নির্মিত বা উহার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অধীন অর্পিত বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ঔষধালয়, ভবন, প্রতিষ্ঠান বা পূর্ত কার্য সম্পর্কে লব্ধ সকল অর্থ;

(ছ) কোনো ট্রাস্টের নিকট হইতে উপঢৌকন বা অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ;

(জ) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানা ও অর্থদণ্ডের অর্থ;

(ঝ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য সকল প্রকার অর্থ।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "স্থানীয় সম্পদের উৎস" বলিতে হাট-বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, ভূমি রেজিষ্ট্রেশন ফি, ভূমি উন্নয়ন কর, নিকাহ্ রেজিষ্ট্রেশন ফি এবং অন্যান্য ফি যাহা কেন্দ্রীয়ভাবে সরকার কর্তৃক আহরিত হইয়া থাকে তাহা বুঝাইবে। এই সকল উৎস হইতে আহরিত আয়ের প্রধান অংশ হইবে ইজারালব্ধ অর্থ, যাহা কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং কোনো নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ইহা ক্ষুণ্ণ করা যাইবে না।

৬৬। **প্রতিষ্ঠানের ব্যয়**।— (১) প্রতিষ্ঠান তহবিলের অর্থ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহে ব্যয় করা যাইবে, যথা:—

(ক) প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান;

(খ) এই অধ্যাদেশের অধীন তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

(গ) এই অধ্যাদেশ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠানে ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদন ও কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;

(ঘ) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়; এবং

(ঙ) স্থানীয় সরকার/সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের উপর ঘোষিত দায়যুক্ত ব্যয়।

(২) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করিবার জন্য যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অর্থ ব্যয় করিবার ক্ষমতা সেই প্রতিষ্ঠানের থাকিবে।

(৩) তহবিল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং উক্ত তহবিলের জমা খাতে উদ্বৃত্ত অর্থ, সরকার, সময় সময়, যেইরূপ নির্দেশ দিবেন সেইরূপ খাতে ব্যয় হইবে।

(৪) সকল তহবিল প্রতিষ্ঠানের মেয়র, চেয়ারম্যান ও নির্বাহী কর্মকর্তা/হিসাব কর্মকর্তাগণের একক যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

৬৭। **তহবিল সংরক্ষণ বা বিনিয়োগ এবং বিশেষ তহবিল গঠন**।— (১) তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোনো সরকারি ট্রেজারিতে বা সরকারি ট্রেজারির কার্য পরিচালনাকারী কোনো ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখিতে হইবে।

(২) প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিলের যে কোনো অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) প্রতিষ্ঠান সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিশেষ উদ্দেশ্যে আলাদা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিবে।

৬৮। **দায়যুক্ত ব্যয়**।— (১) প্রতিষ্ঠান তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে, যথা:—

(ক) প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে (প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত কিংবা নিজস্ব) বেতন ও ভাতা হিসেবে দেয় সমুদয় অর্থ;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা, হিসাব নিরীক্ষণ বা সময়ে সময়ে সরকারের নির্দেশক্রমে অন্য কোনো বিষয়ের জন্য দেয় অর্থ;

(গ) কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোনো রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলিয়া ঘোষিত অন্য যে কোনো ব্যয়।

(২) প্রতিষ্ঠানের তহবিলের উপর দায়যুক্ত কোনো ব্যয়ের খাতে যদি কোনো অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকিবে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে সরকার আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হইতে যতদূর সম্ভব উক্ত অর্থ পরিশোধ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

৬৯। **কমিশনের অর্থ বিষয়ক সুপারিশ বাস্তবায়ন**।— নিম্নলিখিত বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বিবেচনা করিয়া সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, যথা:—

(ক) সরকারের বিভিন্ন উৎস হইতে প্রদত্ত কর বা ফিস ইত্যাদি প্রদানের হার বৃদ্ধি;

(খ) সরকারি কোষাগার হইতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান;

(গ) প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস ও পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা।

চতুর্দশ অধ্যায়
বাজেট ও হিসাব নিরীক্ষা

৭০। **বাজেট**।— (১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জন্য জুলাই হইতে পরবর্তী জুন মাস পর্যন্ত সময়কাল অর্থবৎসর হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) ইউনিয়ন পরিষদ—

(ক) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি অর্থবৎসর শুরু হইবার অন্যূন ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ওয়ার্ড ফোরাম হইতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উক্ত অর্থবৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় বিবরণী সংবলিত একটি বাজেট প্রণয়ন করিবে;

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি এবং স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠান করিয়া এই বাজেট পেশ করিবে এবং পরিষদের পরবর্তী সভায় পাসকৃত বাজেটের অনুলিপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে;

(গ) কোনো ইউনিয়ন পরিষদ অর্থবৎসর শুরু হইবার পূর্বে উক্ত বাজেট প্রণয়ন করিতে ব্যর্থ হইলে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিদপ্তর সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের একটি বিবরণী প্রস্তুত ও প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) দফা (ক) এর অধীন প্রণীত বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাজেটে পদ্ধতিগত কোনো ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া পরিষদকে অবহিত করিবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত বাজেট ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) কোনো অর্থবৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো সময় উক্ত বৎসরের জন্য প্রয়োজন হইলে ইউনিয়ন পরিষদ সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন করিয়া ইহার অনুলিপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও ঐ ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে;

(চ) এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ প্রথম বার যেই অর্থবৎসরে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে সেই অর্থবৎসরটির অবশিষ্ট সময়ের জন্য দায়িত্বভার গ্রহণের পর বাজেট প্রণয়ন করিবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপজেলা পরিষদ—

(ক) প্রতি অর্থবৎসর শুরু হইবার অন্তত ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে পরিষদ উক্ত বৎসরের আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, সরকার প্রণীত নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রণয়ন করিয়া উহার অনুলিপি পরিষদের নোটিশ বোর্ডে অন্তত ১৫ (পনের) দিনব্যাপী জনসাধারণের অবগতি, মন্তব্য ও পরামর্শের জন্য প্রকাশ্য স্থানে রাখিবে;

(খ) দফা (ক) অনুসারে প্রদর্শিত বাজেট সম্পর্কে জনগণের মন্তব্য ও পরামর্শ বিবেচনাক্রমে পরিষদ সংশ্লিষ্ট অর্থবৎসর শুরু হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে বাজেটটি অনুমোদন করিয়া উহার একটি অনুলিপি ডেপুটি জেলা কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে;

(গ) কোনো অর্থবৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিদপ্তর উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) দফা (ক) এর অধীন বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাজেটে পদ্ধতিগত কোনো ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া পরিষদকে অবহিত করিবে এবং অনুরূপ সংশোধিত বাজেটই পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) কোনো অর্থবৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো সময় সেই অর্থবৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, পরিষদ একটি সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিতে পারিবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে;

(চ) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক গঠিত পরিষদ প্রথমবার যে অর্থবৎসরে দায়িত্ব গ্রহণ করিবে সেই অর্থবৎসরের বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থবৎসরটির অবশিষ্ট সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলি যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

(৪) জেলা পরিষদ—

(ক) প্রতি অর্থবৎসর শুরু হইবার ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে জেলা পরিষদ উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন করিবে এবং উহার একটি করিয়া অনুলিপি জনগণের মন্তব্য ও পরামর্শ গ্রহণের জন্য প্রকাশ্য স্থানে রাখিবে;

(খ) দফা (ক) অনুসারে প্রদর্শিত বাজেট সম্পর্কে জনগণের মন্তব্য ও পরামর্শ বিবেচনাক্রমে পরিষদ সংশ্লিষ্ট অর্থবৎসর শুরু হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে বাজেটটি অনুমোদন করিয়া উহার একটি অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে;

(গ) কোনো অর্থবৎসর শুরু হইবার পূর্বে জেলা পরিষদ ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী জেলা পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) দফা (ক) এর অধীন বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকার, আদেশ দ্বারা, বাজেটে পদ্ধতিগত কোনো ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া পরিষদকে অবহিত করিবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত সংশোধিত বাজেটই জেলা পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) কোনো অর্থবৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো সময় সেই অর্থবৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, পরিষদ একটি সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিতে পারিবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে;

(চ) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক গঠিত জেলা পরিষদ প্রথমবার যে অর্থবৎসরে দায়িত্ব গ্রহণ করিবে সেই অর্থবৎসরের বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থবৎসরটির অবশিষ্ট সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

(৫) পৌরসভা—

(ক) প্রতি অর্থবৎসর শুরু হইবার পূর্বে পৌরসভা উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে এবং উহার একটি করিয়া অনুলিপি ডেপুটি কমিশনার অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে;

(খ) দফা (ক) অনুসারে প্রদর্শিত বাজেট সম্পর্কে জনগণের মন্তব্য ও পরামর্শ বিবেচনাক্রমে পৌরসভা সংশ্লিষ্ট অর্থবৎসর শুরু হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে বাজেটটি অনুমোদন করিয়া উহার একটি অনুলিপি ডেপুটি কমিশনার অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে;

(গ) কোনো অর্থবৎসর শুরু হইবার পূর্বে পৌরসভা ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিদপ্তর উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী পৌরসভার অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) দফা (ক) এর অধীন বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকার, আদেশ দ্বারা, বাজেটটি সংশোধন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ সংশোধিত বাজেটই পৌরসভার অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) কোনো অর্থবৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো সময় সেই অর্থবৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, পৌরসভা একটি সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিতে পারিবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে;

(চ) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক গঠিত পৌরসভা প্রথমবার যে অর্থবৎসরে দায়িত্ব গ্রহণ করিবে সেই অর্থবৎসরের বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থবৎসরটির অবশিষ্ট সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলি যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

(৬) সিটি কর্পোরেশন—

(ক) কর্পোরেশন প্রতি বৎসর পহেলা জুনের পূর্বে উহার পরবর্তী আসন্ন অর্থবৎসরের প্রাক্কলিত আয়-ব্যয়ের একটি বিরবরণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তুত ও অনুমোদন করিবে, অতঃপর বাজেট বলিয়া অভিহিত হইবে এবং কর্পোরেশন উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে;

(খ) নির্ধারিত বাজেট প্রণয়ন বিধিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

(অ) উন্নয়ন বাজেটের প্রস্তাবিত খসড়া প্রতি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের জনগণকে অবহিত করিতে হইবে এবং তাহাদের মতামত গ্রহণের বিধান থাকিতে হইবে;

(আ) খসড়ার একটি কপি যে কোনো সময়ে পরিদর্শনের জন্য কর্পোরেশনে উন্মুক্ত রাখিতে হইবে;

(গ) উপ-ধারা (১) এর বর্ণিত পদ্ধতিতে কর্পোরেশন উহার বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন না করিলে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিদপ্তর উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিবরণ প্রস্তুত ও প্রত্যয়ন করাইতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে প্রত্যয়িত বিবরণ কর্পোরেশনের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) সরকার উপ-ধারা (১) অনুযায়ী বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদেশ দ্বারা উহা পরিবর্তন করিতে এবং পারিবে এবং উক্ত পরিবর্তিত বাজেট কর্পোরেশনের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) কোনো অর্থবৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো সময়ে প্রয়োজন হইলে উক্ত অর্থবৎসরের জন্য সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন করা যাইবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেট যথাসম্ভব এই ধারার বিধান সাপেক্ষে হইবে;

(চ) যেক্ষেত্রে এই আইন অনুযায়ী কর্পোরেশন প্রথম (অফিসের) দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সেই ক্ষেত্রে উহা যে অর্থবৎসরে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সেই অর্থবৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য বাজেট হইবে এবং এই ধারার অন্যান্য বিধান প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ প্রযোজ্য হইবে।

৭১। **হিসাব**।— (১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান প্রতি অর্থবৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবে। তবে প্রত্যেক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক/বাজেট কোড অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করিবে।

(২) ইউনিয়ন পরিষদ—

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(খ) প্রত্যেক অর্থবৎসরের শেষে ইউনিয়ন পরিষদ উক্ত অর্থবৎসরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের সকল স্থায়ী কমিটি ও জনসাধারণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বাজেট অধিবেশনে এই হিসাব পেশ করিবে এবং প্রয়োজনবোধে সভায় উপস্থিত জনগণের মতামত বা পরামর্শের আলোকে বাজেট সংশোধন করিতে পারিবে;

(গ) ইউনিয়ন পরিষদ পরবর্তী অর্থবৎসরের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে দফা (খ) অনুযায়ী পরিষদের আয়-ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব এর অনুলিপি উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরকার ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উপজেলা পরিষদ—

(ক) প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে সংরক্ষণ করা হইবে;

(খ) প্রতিটি অর্থবৎসর শেষ হইবার পর উপজেলা পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থবৎসরের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উহা জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে। জেলা প্রশাসক সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরকার ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে;

(গ) উক্ত বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ উপজেলা পরিষদ বিবেচনা করিবে এবং, প্রয়োজনে, জনগণের মতামত বা পরামর্শের আলোকে বাজেট সংশোধন করিতে পারিবে।

(৪) জেলা পরিষদ—

(ক) প্রত্যেক জেলা পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে সংরক্ষণ করা হইবে;

(খ) প্রতিটি অর্থবৎসর শেষ হইবার পর জেলা পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থবৎসরের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উহা বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে। বিভাগীয় কমিশনার সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরকার ও কমিশনের নিকট মতামতসহ প্রেরণ করিবে;

(গ) উক্ত বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য জেলা পরিষদ কার্যালয়ের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ জেলা পরিষদ বিবেচনা করিবে এবং প্রয়োজনবোধে জনগণের মতামত বা পরামর্শের আলোকে বাজেট সংশোধন করিতে পারিবে।

(৫) পৌরসভা—

(ক) পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত ফরম এবং পদ্ধতিতে রাখিতে হইবে;

(খ) প্রতি অর্থবৎসরের শেষে বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং তাহা পরবর্তী অর্থবৎসরের ৯০ দিনের মধ্যে বিশেষ ও 'ক' শ্রেণির ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে সরকারের নিকট এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণির ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে। ডেপুটি কমিশনার সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরকার ও কমিশনের নিকট মতামতসহ প্রেরণ করিবেন;

(গ) বার্ষিক হিসাব বিবরণীর একটি প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট পৌরসভা জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উহার কার্যালয়ের প্রকাশ্য কোনো স্থানে স্থাপন করিবে এবং জনসাধারণের নিকট হইতে হিসাব

সংক্রান্ত সকল আপত্তি অথবা পরামর্শ পৌরসভা কর্তৃক বিবেচিত হইবে এবং ধারা ৭১ তে বর্ণিত নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরে আনিবেন।

(৬) সিটি কর্পোরেশন—

(ক) কর্পোরেশনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত প্রকার ও পদ্ধতিতে রক্ষিত হইবে;

(খ) প্রতি অর্থবৎসরের শেষে একটি বার্ষিক হিসাব-বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহা পরবর্তী অর্থবৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্ধারিত ছকে কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কমিশন সমন্বিত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে মতামতসহ সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে;

(গ) দফা (খ) এর অধীন প্রস্তুতকৃত বার্ষিক হিসাব বিবরণীর একটি প্রতিলিপি সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উহার কার্যালয়ের কোনো প্রকাশ্য স্থানে টানাইয়া দিবে এবং উক্ত বিষয়ে জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল আপত্তি ও পরামর্শ বিবেচনা করিবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিবে।

৭২। **নিরীক্ষক নিয়োগ**।— (১) ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের তহবিলের হিসাবসমূহ সরকার যেইরূপ র্নিধারণ করিবে, সেইরূপ সময় ও স্থানে এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত কোনো নিরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হইবে।

(২) এই ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত নিরীক্ষক দণ্ডবিধির ধারা ২১ মতে জনসেবক (Public Servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) পরিষদের চেয়ারম্যান, ক্ষেত্রমত, তহবিলের যে সকল হিসাব উপস্থাপনের জন্য নিরীক্ষক অনুরোধ জানাইবেন, সেই সকল হিসাব তিনি নিরীক্ষকের নিকট উপস্থাপন করিবেন বা করাইবেন।

৭৩। **নিরীক্ষকগণের ক্ষমতা**।— (১) এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিরীক্ষার প্রয়োজনে কোনো নিরীক্ষক—

(ক) নিরীক্ষা কার্য যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য তিনি যেইরূপ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন সেইরূপ কোনো দস্তাবেজ তাহার সম্মুখে উপস্থাপন করিবার জন্য অথবা সেইরূপ কোনো তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য তিনি লিখিত ভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি ঐরূপ কোনো দস্তাবেজের জন্য কৈফিয়ত দিতে দায়ী, অথবা যে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে ঐরূপ কোনো দস্তাবেজ থাকে, অথবা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ বা জেলা পরিষদের সদস্যগণের সহিত, যারা বা পক্ষে কোনো অংশ বা স্বার্থ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, এবং তাহার স্বনামেই হউক বা তাহার অংশীদারের নামেই হউক, থাকে, সেইরূপ কোনো ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইবার জন্য লিখিত অনুরোধ করিতে পারিবেন; এবং

(গ) ঐরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত কোনো ব্যক্তিকে ঐরূপ কোনো দস্তাবেজ সম্পর্কে একটি ঘোষণা প্রস্তুত করিয়া তাহা স্বাক্ষর করিবার জন্য, অথবা কোনো প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য অথবা কোনো বিবৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহা দাখিল করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অনুযায়ী নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত অনুরোধ পালন করিতে অবহেলা করিয়া বা অস্বীকৃত হয়, নিরীক্ষক, যে কোনো সময়, ঐ বিষয়টি কোনো ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন অধিদপ্তরকে অবহিত করিবেন। অধিদপ্তর নিজ উদ্যেগে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন। সম্ভব না হইলে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অবহিত করিবেন। যে ব্যক্তি নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত অনুরোধ পালন করিতে অবহেলা করিতেছে বা অস্বীকৃতি করিয়াছে সেই ব্যাক্তিকে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্যে অবশ্যই পালনীয় হইবে।

৭৪। **নিরীক্ষা প্রতিবেদন**।— সরকার স্থানীয় সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নিরীক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থাপনার বিধি প্রণয়ন করিবে; অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিধিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত সময়সীমা;

(খ) হিসাব পত্রের গুরুত্বপূর্ণ অসংগতি বা অনিয়ম;

(গ) অর্থ বা সম্পত্তির কোনোরূপ ক্ষতি বা অপচয়;

(ঘ) নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণের সময়সীমাসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়াবলি;

(ঙ) অবৈধভাবে অর্থ প্রদানকারী বা অর্থ প্রদান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট সুপারিশ;

(চ) হিসাবপত্রের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা;

(ছ) হিসাবপত্রের বিশেষ নিরীক্ষা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

৭৫। **ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী**।— ইউনিয়ন পরিষদে নিমণবর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকিবে, যথা:—

(ক) সচিব—

(অ) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের এক জন সচিব থাকিবেন, যিনি সরকার বা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কোনো কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিযুক্ত হইবেন;

(আ) সরকার ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নিয়োগ, চাকুরির শর্ত নির্ধারণ, বেতন ভাতা প্রদান, শৃংখলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, অবসর প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি বেতন স্কেলে কোনো একটি গ্রেড প্রদান করিয়া সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর বিধি প্রযোজ্য করিয়া দিবেন;

(ই) ইউনিয়ন পরিষদের সচিব পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করিবেন—

(১) তিনি দাপ্তরিক দায়িত্ব হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের সভায় এবং স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না, তবে সচিব পরিষদের আলোচ্যসূচিভুক্ত যে কোনো বিষয়ে তাহার মতামত দিবেন। সচিবের উক্তরূপ সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রত্যেকটি আলোচ্যসূচি পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি যদি মনে করিয়ান যে, পরিষদের সভায় গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত সরকারের নিকট প্রেরণ করা প্রয়োজন তিনি তাহা রেকর্ড করিবেন;

(২) পরিষদের যে কোনো কমিটির সভায়, সভাপতি প্রয়োজন মনে করিলে উপস্থিত থাকিবেন;

(৩) পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবেন, তবে তিনি যদি মনে করিয়ান যে, সভার সিদ্ধান্ত আইনসংগতভাবে গৃহীত হয়নি এবং উক্ত সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হইলে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য এবং জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবে, তিনি পরিষদকে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য লিখিত অনুরোধ করিবেন। পরিষদ ইহার পূর্বের সিদ্ধান্ত বহাল রাখিলে বিষয়টি চেয়ারম্যানকে অবহিত রাখিয়া সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কোনো

সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখিয়া সিদ্ধান্তটি বা সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা যাইবে;

(৪) চেয়ারম্যানের সাধারণ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করিবেন;

(৫) এই অধ্যাদেশ দ্বারা বা অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন;

(৬) পরিষদ এবং অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক নিরূপিত ব্যয় নির্বাহ করিবেন;

(৭) পরিষদ তহবিলের নিরাপদ হেফাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(৮) পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন;

(৯) পরিষদের সভা এবং ওয়ার্ড সভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করিবেন;

(১০) পরিষদের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(১১) অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির নিকট পরবর্তী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে অথবা পরবর্তী মাসের সভায়, যাহা আগে হইবে, মাসিক হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করিবেন;

(১২) ৩০শে জুনের মধ্যে পরিষদের নিকট বিগত অর্থবৎসরের বার্ষিক হিসাব উপস্থাপন করিবেন;

(১৩) সরকার, স্থানীয় সরকার কমিশন বা অডিট কর্তৃপক্ষের নিকট চাহিদা অনুযায়ী আয় ব্যয়ের হিসাব বিবরণী সরবরাহ করিবেন;

(১৪) পরিষদের অধীনস্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের (যদি থাকে) আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন;

(১৫) পরিষদের স্থায়ী কমিটি এবং এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত অন্যান্য কমিটির রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ করিবেন;

(১৬) সরকার বা স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়মীমার মধ্যে বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম সমন্বয় করিবেন;

(১৭) সরকার এবং স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক আদিষ্ট হইলে পরিষদের তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন;

(১৮) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে কিংবা প্রশাসনিক কারণে প্রয়োজন মনে করিলে উপজেলাধীন এক ইউনিয়ন হইতে অন্য ইউনিয়নে তাকে বদলি করা যাইবে;

(খ) অন্যান্য কর্মচারী—

(অ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করিতে পারিবে, যাহাদের বেতন ভাতা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে এবং যাহাদের নিয়ন্ত্রণ ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে;

(আ) উপ-দফা (অ) অনুযায়ী নিয়োগকৃত কর্মচারীদের চাকরি বদলিযোগ্য হইবে না;

(ই) প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য অন্যূন ১ (এক) জন করিয়া গ্রাম পুলিশ নিযুক্ত থাকিবে; এবং

(ঈ) ইউনিয়ন পর্যায়ে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিষদে প্রেষণে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

৭৬। **উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী**।— (১) সচিব—

(ক) প্রত্যেক উপজেলায় সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে স্থানীয় সরকার বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তিকে প্রথম শ্রেণির চাকরির পদমর্যাদায় সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর আওতায় একজন সচিব নিয়োগ করিবে;

(খ) সরকার কর্তৃক উপজেলা পরিষদের সচিব নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত উপজেলা চেয়ারম্যান কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে স্থানীয় সরকার বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনো অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে খণ্ডকালীন সচিব নিয়োগ প্রদান করিবে;

(গ) উপজেলা পরিষদের সচিব উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সহিত উপজেলা পরিষদের সভার কার্যাবলিসহ অন্যান্য সরকারি কর্মসূচীর সমন্বয় করিবে;

(ঘ) উপজেলা পরিষদের সচিব নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করিবেন—

(১) তিনি দাপ্তরিক দায়িত্ব হিসাবে পরিষদের এবং স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না; তিনি পরিষদের আলোচ্যসূচিভুক্ত যে কোনো বিষয়ে তাহার মতামত দিবেন। উক্তরূপ সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রত্যেকটি আলোচ্যসূচি পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি পরিষদের সভায় গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত স্থানীয় সরকার কমিশন ও সরকারের নিকট প্রেরণ করার জন্য প্রয়োজনে তিনি তাহা রেকর্ড করিবেন;

(২) পরিষদের যে কোনো কমিটির সভায়, সংশ্লিষ্ট সভাপতি প্রয়োজন মনে করিলে, উপস্থিত থাকিবেন;

(৩) পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবেন, তবে তিনি যদি মনে করিয়ান যে, সভার সিদ্ধান্ত আইনসংগতভাবে গৃহীত হয়নি এবং উক্ত সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হইলে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য এবং জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবে, তিনি পরিষদকে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য লিখিত অনুরোধ করিবেন। পরিষদ ইহার পূর্বের সিদ্ধান্ত বহাল রাখিলে তিনি বিষয়টি চেয়ারম্যানকে অবহিত করিয়া সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখিয়া সিদ্ধান্তটি বা সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা যাইবে;

(৪) চেয়ারম্যানের সাধারণ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করিবেন;

(৫) এই অধ্যাদেশ দ্বারা বা অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন;

(৬) পরিষদ অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক নিরূপিত ব্যয় নির্বাহ করিবেন;

(৭) পরিষদ তহবিলের নিরাপদ হেফাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(৮) পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন;

(৯) পরিষদের সভা এবং সভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করিবেন;

(১০) পরিষদের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(১১) অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির নিকট পরবর্তী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে অথবা পরবর্তী মাসের সভায়, যাহা আগে হইবে, মাসিক হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করিবেন;

(১২) ৩০শে জুনের মধ্যে পরিষদের নিকট বিগত অর্থবৎসরের বার্ষিক হিসাব উপস্থাপন করিবেন;

(১৩) সরকার, স্থানীয় সরকার কমিশন বা অডিট কর্তৃপক্ষের নিকট চাহিদা অনুযায়ী আয় ব্যয়ের হিসাব বিবরণী সরবরাহ করিবেন;

(১৪) পরিষদের অধীনস্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের (যদি থাকে) আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন;

(১৫) পরিষদের স্থায়ী কমিটি এবং এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত অন্যান্য কমিটির রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ করিবেন;

(১৬) সরকার বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম সমন্বয় করিবেন;

(১৭) সরকার এবং স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক আদিষ্ট হইলে পরিষদের তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(২) অন্যান্য কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদে ইতিঃপূর্বে বলবৎ জনবল কাঠামো সরকার কর্তৃক পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকিবে এবং তাহারা পূর্বের ন্যায় কাজ করিবে।

৭৭। **জেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী**।— জেলা পরিষদের বর্তমান জনবল কাঠামো সরকার কর্তৃক পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকিবে এবং তাহারা পূর্বের ন্যায় কাজ করিবে।

৭৮। **পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারী**।— (১) বিদ্যমান পৌরসভার জনবল কাঠামো অক্ষুণ্ন থাকিবে, তবে বিদ্যমান ও নতুন পৌরসভার ক্ষেত্রে সরকার, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নতুন জনবল কাঠামো নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সময় সময়, চাকরির পদসমূহ নির্দিষ্ট করিবে যাহা বিধি মোতাবেক পূরণ করিতে হইবে।

(৩) সরকার পৌরসভার শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী জনবল কাঠামো নির্ধারণ করিয়া সংশ্লিষ্ট পৌরসভা ও কমিশনের মতামতের আলোকে অনুমোদন প্রদান করিবে।

(৪) সরকার, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, বিধি দ্বারা—

(ক) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণ করিতে পারিবে; এবং

(খ) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্তৃক দায়িত্ব পালনের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা রাখিতে পারিবে।

৭৯। **সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ**।— (১) সিটি কর্পোরেশনের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিযুক্ত হইবেন; যিনি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার যে কোনো সময় কোনো কারণ না দর্শাইয়া প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে তাঁহার পদ হইতে প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৪) এই আইন ও বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্পোরেশনের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং মেয়র যে ক্ষমতা বা দায়িত্ব তাঁহাকে প্রদান করিবেন তিনি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী সেই একই ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মেয়রের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৬) অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৭) সিটি কর্পোরেশনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকিবে এবং তাহাদের চাকরির নিয়োগ ও শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮০। **সরকারি কর্মচারীগণকে প্রতিষ্ঠানে ন্যস্তকরণে সরকারের ক্ষমতা**।— (১) নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ বা বিশেষ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার সরকারি কর্মচারীগণকে নির্ধারিত সময়ের জন্য **তফসিল-৫** এ বর্ণিত

আকারে প্রতিষ্ঠানে ন্যস্ত করিতে পারিবে, উক্তরূপে স্থানান্তরিত কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ও সাধারণ নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে হস্তান্তরিত বা ন্যস্তকৃত কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন মনে করিলে প্রতিষ্ঠান উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত কর্মচারীগণ তাহাদের উপর অর্পিত সাধারণ দায়িত্ব ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর ন্যায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বও পালন করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী স্থানান্তরিত/ন্যস্তকৃত কর্মচারীগণ প্রতিষ্ঠানের নিকট এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী স্থানান্তরিত নহে এমন সরকারি প্রকল্প, স্কিম, পরিকল্পনা, ইত্যাদি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্ত উপ-ধারায় (১) অনুযায়ী স্থানান্তরিত কর্মচারীগণের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা সরকার কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

৮১। **প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মচারীগণের সম্পর্ক**।— (১) প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীগণের আইনগত অধিকার ও পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন বা প্রতিষ্ঠানে ন্যস্তকৃত কর্মচারীগণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ বিষয়ক একটি আচরণবিধি (Code of Conduct) প্রণয়ন করিবে।

(২) প্রতিষ্ঠানের যে কোনো সভায় উপস্থিত কর্মচারীবৃন্দের মতামত সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৩) প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন বা প্রতিষ্ঠানে ন্যস্তকৃত কর্মচারীগণ পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং যে কোনো প্রকার অশোভন আচরণ পরিহার করিবেন।

(৪) কমিশন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আচরণবিধি বহির্ভূত যে কোনো অভিযোগ বিবেচনা করিবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিবে।

(৫) প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত কোনো জনপ্রতিনিধি কোনো কর্মচারীকে কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করিলেও সংশ্লিষ্ট কাজটি বাস্তবায়নের পূর্বে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

প্রতিষ্ঠানের করারোপ

৮২। **ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক করারোপ**।— (১) ইউনিয়ন পরিষদ—

(ক) **তফসিল-৬** এ উল্লিখিত সকল অথবা যে কোনো কর, রেইট, ফিস, ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে;

(খ) কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট ও ফিস নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপিত হইবে এবং উক্ত আরোপের বিষয়টি পূর্বেই প্রকাশ করিতে হইবে;

(গ) কোনো কর, রেইট ও ফিস আরোপের বা আরোপিত কর, রেইট ও ফিস সংশোধনের কোনো প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হইতে উক্ত কর, রেইট, ফিস বা উহাদের সংশোধন কার্যকর হইবে;

(ঘ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্য কোনো খাতের উপর আরোপিত কর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্য কোনো উৎস হইতে অর্জিত আয়।

(২) সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আদর্শ কর তফসিল প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ তফসিল প্রণীত হইলে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক কর, রেইট কিংবা ফিস, ইত্যাদি আরোপ উক্ত তফসিল দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি বা জিনিসপত্রের উপর কর, রেইট কিংবা ফিস আরোপ করা যাইবে কিনা তাহা নির্ধারণের প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ নোটিশের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে বা দলিলপত্র হিসাব বই বা জিনিসপত্র দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইউনিয়ন পরিষদের কোনো সদস্য বা কর্মচারী যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর কোনো ইমারত বা অঙ্গান কর আরোপযোগ্য কিনা তাহা যাচাই করিবার জন্য উক্ত ইমারত বা অঙ্গাণে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(৪) কর সংগ্রহ ও আদায়, ইত্যাদি—

(ক) এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপণীয় সকল কর, রেইট এবং ফিস নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিতে হইবে;

(খ) এই অধ্যাদেশের অধীন ইউনিয়ন পরিষদের প্রাপ্য অনাদায়ী সকল কর, রেইট, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(গ) এতদুদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো সদস্য বা কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বকেয়া কোনো কর, রেইট বা ফিস আদায়ের জন্য জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবে;

(ঘ) দফা (ক) এর বিধান সত্ত্বেও সরকার কোনো ইউনিয়ন পরিষদকে এই অধ্যাদেশের অধীন প্রাপ্য সকল অনাদায়ী কর, রেইট, ফিস বা অন্য কোনো অর্থ আদায় করিবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে;

(ঙ) দফা (ঘ) এর অধীন ক্ষমতা কোনো কর্মকর্তা বা কোনো শ্রেণির কর্মকর্তা কি প্রকারে প্রয়োগ করিবেন তাহা সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিবে;

(৫) নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশকৃত লিখিত দরখাস্ত ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে এই অধ্যাদেশের অধীন ধার্য কোনো কর, রেইট, ফিস বা এতৎসংক্রান্ত কোনো সম্পত্তির মূল্যায়ন অথবা কোনো ব্যক্তির নিকট দাবি সম্পর্কে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

(৬) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, রেইট, ফিস এবং অন্যান্য দাবি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য, আরোপ, ইজারা, ইত্যাদি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।

(৭) এই ধারায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত বিধিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কর দাতাদের করণীয় এবং কর ধার্যকারী ও আদায়কারী কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিধান থাকিবে।

৮৩। **উপজেলা পরিষদ কর্তৃক করারোপ**।— উপজেলা পরিষদ **তফসিল-৬** এ উল্লিখিত সকল অথবা যে কোনো কর, রেইট, ফিস, ইত্যাদি বিষয়ে আরোপ করিতে পারিবে না, তবে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্য কোনো খাতের উপর আরোপিত কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্য কোনো উৎস হইতে অর্জিত আয় গ্রহণ করিতে পারিবে।

৮৪। **জেলা পরিষদ কর্তৃক করারোপ**।— (১) জেলা পরিষদ **তফসিল-৬** এ উল্লিখিত সকল অথবা যে কোনো কর, রেইট, ফিস, ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে।

৮৫। **পৌরসভা কর্তৃক করারোপ**।— পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সরকারের পূর্বানুমোদক্রমে, **তফসিল-৬** এ বর্ণিত সকল অথবা যে কোনো কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস, ইত্যাদি আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নতুন কোনো করারোপের ক্ষেত্রে পৌরসভাকে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং সরকার এ বিষয়ে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৮৬। **সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক করারোপ**।— কর্পোরেশন, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, **তফসিল-৬** এ বর্ণিত সকল অথবা যে কোনো কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস, ইত্যাদি আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নতুন কোনো করারোপের ক্ষেত্রে পৌরসভাকে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং সরকার এ বিষয়ে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৮৭। **কর নিরূপণের বিরুদ্ধে আপত্তি**।— এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধার্যকৃত কোনো কর, উপ-কর, রেইট, টোল বা ফিস বা এতৎসংক্রান্ত কোনো সম্পত্তির মূল্যায়ন অথবা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উহা প্রদানের দায়িত্ব

সম্পর্কে কোনো আপত্তি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, নির্ধারিত পন্থায় ও সময়ের মধ্যে লিখিত দরখাস্তমূলে উত্থাপন করিতে হইবে।

৮৮। **বেতনাদি হইতে কর কর্তন**।— কোনো প্রতিষ্ঠান যদি কোনো কর্ম বা বৃত্তির উপর কর আরোপ করিয়া তাহা হইলে যে ব্যক্তি কর প্রদানের জন্য দায়ী সেই ব্যক্তির প্রাপ্য বেতন বা মঞ্জুরী হইতে উক্ত কর কর্তনের জন্য প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিয়োগকর্তাকে জানাইতে পারিবে এবং অনুরূপ অনুরোধ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য কর উক্ত ব্যক্তির বেতন বা মঞ্জুরী হইতে কর্তন করিবেন এবং প্রতিষ্ঠান তহবিলে জমা দিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কর্তনকৃত অর্থ কোনোক্রমেই উক্ত ব্যক্তির বেতন বা মঞ্জুরীর ২৫ শতাংশ (শতকরা পঁচিশ ভাগ) এর অধিক হইবে না।

৮৯। **কর, ইত্যাদি আরোপণ পদ্ধতি**।— (১) কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরোপিত সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস, ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) এই ধারার অধীন প্রণীত বিধিতে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও করদাতাগণের বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা থাকিবে এবং কর নির্ধারণ ও আদায়ের জন্য দায়িত্বসম্পন্ন কর্মকর্তাগণের বা অন্যান্য এজেন্সির কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিধান থাকিবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

সরকার ও কমিশনের ক্ষমতা

৯০। **প্রতিষ্ঠানের রেকর্ড, ইত্যাদি পরিদর্শনের ক্ষমতা**।— (১) সরকার বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তা পরিষদকে নিম্নরূপ নির্দেশ দিতে পারিবে—

(ক) প্রতিষ্ঠানের হেফাজতে বা নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোনো রেকর্ড, নিবন্ধক বা অন্যান্য নথিপত্র উপস্থাপন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনে এই সকল রেকর্ড, নিবন্ধক বা নথিপত্রের ফটোকপি রাখিয়া মূল কপি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরিষদে ফেরত দিতে হইবে;

(খ) যে কোনো রিটার্ন, প্ল্যান, প্রাক্কলন, আয়-ব্যয় বিবরণী, ইত্যাদি দাখিল;

(গ) প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট যে কোনো তথ্য বা প্রতিবেদন সরবরাহ।

(২) প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস হিসাবে কোনো দাবি পরিত্যাগ বা কোনো প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়ার পূর্বে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ।

(৩) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তা যে কোনো পরিষদ এবং পরিষদের নথিপত্র, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, সমাপ্ত ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসহ যে কোনো নিমার্ণ কাজ পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(৪) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের চেয়াম্যান/মেয়র ও কাউন্সিলর/সদস্যগণ এবং সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যক্রম সংক্রান্ত পারফরমেন্স অডিট সম্পন্ন করিবে।

৯১। **কারিগরি তদারকি ও পরিদর্শন**।— সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোনো বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং তাঁহার কর্তৃক মনোনীত কারিগরি কর্মকর্তাগণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উক্ত বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড ও নথিপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৯২। **সরকার বা কমিশনের দিকনির্দেশনা প্রদান এবং তদন্ত করিবার ক্ষমতা**।— (১) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকার কমিশনের মতামত গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রাখিয়া যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন, প্রতিষ্ঠান ও ওয়ার্ড সভার কার্যক্রম পরিচালনা, ইত্যাদি বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে, এবং প্রতিষ্ঠান উক্তরূপ দিক নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করিবে।

(২) কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন বা কোনোরূপ আর্থিক অনিয়ম বা প্রতিষ্ঠানের অন্য যে কোনো অনিয়মের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ নির্ধারিত পদ্ধতিতে এক বা একাধিক কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন।

(৩) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিচালিত তদন্তকার্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তদন্ত সম্পাদনের পর তদন্তের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে প্রয়োজন মনে করিলে এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে দায়ী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারী বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৯৩। **প্রতিষ্ঠান, পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গাফিলতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ**।— (১) যদি সরকারের নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/মেয়র, সদস্য/কাউন্সিলর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এই অধ্যাদেশ বা সরকারের অন্য কোনো আদেশ দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যর্থ হইয়াছে, সরকার অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ লিখিত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্তরূপ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিষ্ঠান বা চেয়ারম্যান/মেয়রকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ পালনে ব্যর্থ হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা চেয়ারম্যানকে গ্রহণযোগ্য সুযোগ প্রদান করিয়া, কেন তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইবেন; এবং উক্তরূপ দায়িত্ব সম্পাদন বা আদেশ পালনের জন্য যে কোনো কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব পালনার্থে নিয়োগ করিবেন এবং এতৎসংশ্লিষ্ট আর্থিক সংশ্লেষ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের তহবিল বা চেয়ারম্যান বা ব্যক্তিগত তহবিল হইতে বহনের নির্দেশ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) ও (২) অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে কমিশনের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

৯৪। **প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও কার্যবিবরণী, ইত্যাদি বাতিল বা স্থগিতকরণ**।— (১) সরকার নিজে অথবা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/মেয়র বা সদস্য/কাউন্সিলর বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের যে কোনো কার্যবিবরণী বা সিদ্ধান্ত বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে, যদি উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বা কার্যবিবরণী—

(ক) আইনজ্ঞাতভাবে গৃহীত না হইয়া থাকে;

(খ) এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোনো অধ্যাদেশের পরিপন্থি বা অপব্যবহারমূলক হইয়া থাকে;

(গ) যদি মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হুমকির সম্মুখীন হয়, অথবা যদি দাঙ্গা বা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে;

(ঘ) যদি সরকার কর্তৃক জারীকৃত দিক নির্দেশনামূলক সিদ্ধান্তের পরিপন্থি হয়।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো সিদ্ধান্ত বা কার্যবিবরণী বাতিল বা স্থগিত করিবার পূর্বে সরকার বিষয়টি স্থানীয় সরকার কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে। কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে শুনানির সুযোগ দিয়া সরকারের নিকট মতামতসহ প্রতিবেদন পেশ করিবে। সরকার উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণী বা সিদ্ধান্ত বাতিল বা সংশোধন বা চূড়ান্ত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কোনো সিদ্ধান্ত বা কার্যবিবরণী বাতিল বা সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করিলে, সরকার সাময়িকভাবে উক্ত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত স্থগিত করিতে পারিবে এবং উপ-ধারা (২) অনুযায়ী কমিশনের মতামত না পাওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন স্থগিত রাখিবার জন্য প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

৯৫। **প্রতিষ্ঠানের (বার্ষিক) প্রশাসনিক প্রতিবেদন**।— (১) প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী বৎসরের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে উহা প্রকাশ করিবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রকাশ করিতে না পারিলে সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান প্রদান স্থগিত রাখিতে পারিবে।

(২) প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শক্রমে খসড়া প্রসাশনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং উহা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রতিষ্ঠানের সভায় উপস্থাপন করিবেন।

(৩) জেলা পরিষদের প্রশাসনিক প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। বিভাগীয় কমিশনার সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন। উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। জেলা প্রশাসক সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরকার ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন। ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক প্রতিবেদন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট

প্রেরণ করিতে হইবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরকার ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) সরকার উপ-ধারা (৩) অনুসারে প্রাপ্ত সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপন করিবে।

৯৬। **প্রতিষ্ঠান বাতিল ও পুনঃনির্বাচন**।— (১) সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নিম্নবর্ণিত কারণে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে—

(ক) কোনো প্রতিষ্ঠান চলতি অর্থবৎসর শেষ হইবার পূর্বে পরবর্তী বৎসরের বাজেট পাশ করিতে ব্যর্থ হইলে, যাহা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংকট সৃষ্টি করিবে; অথবা

(খ) প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্য পদত্যাগ করিলে; অথবা

(গ) প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সদস্য অযোগ্য হইয়া পড়িলে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারা অনুযায়ী গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে। সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির একটি কপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করিবে:

আরো শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিবার পূর্বে প্রতিষ্ঠানকে যুক্তিসংগতভাবে শুনানির সুযোগ দিতে এবং কমিশনের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) সরকারের বিবেচনায় কোনো পরিষদ এই অধ্যাদেশ ও অন্যান্য আইন/বিধি এবং সরকারের সার্কুলার/পরিপত্র, ইত্যাদির মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালনে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হইলে অথবা প্রতিষ্ঠান ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে, সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে এবং উহার একটি কপি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিবার পূর্বে সরকার প্রতিষ্ঠানকে ভাঙ্গিয়া দিবার কারণসহ প্রস্তাবটি অবগত করিবে এবং প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ দিবে এবং কোনোরূপ আপত্তি বা ব্যাখ্যা থাকিলে তাহা বিবেচনা করিবে এবং কমিশনের মতামত গ্রহণের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) অথবা (২) অনুযায়ী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/মেয়র ও সকল সদস্য/কাউন্সিলর আসন শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত আসন শূন্য হইবার ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) পুনর্গঠিত প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া যাইবার এবং পুনর্গঠিত হইবার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি প্রশাসনিক কমিটি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৬) প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পদ ও দায় উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী গঠিত প্রশাসনিক কমিটির উপর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন হওয়া পর্যন্ত এবং উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী পুনর্গঠিত প্রতিষ্ঠানের উপর দায়িত্ব গ্রহণের পর হইতে প্রতিষ্ঠানের অবিশষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত বর্তাইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়
তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

৯৭। **তথ্য প্রাপ্তির অধিকার**।— (১) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান সাপেক্ষে বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিকের পরিষদ সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্তির অধিকার থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার জনস্বার্থ এবং স্থানীয় প্রশাসনিক নিরাপত্তার স্বার্থে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে কোনো রেকর্ড বা নথিপত্র নোটিফাইড রেকর্ড হিসাবে বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করিতে পারিবে, তবে কোনো ব্যক্তির উক্তরূপ বিশেষ শ্রেণিভুক্ত রেকর্ড ও নথিপত্রের তথ্যাদি কমিশনের পূর্বানুমোদন ব্যতীত জানিবার অধিকার থাকিবেনা।

(৩) সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এলাকার জনসাধারণের নিকট সরবরাহযোগ্য তথ্যাদির একটি তালিকা প্রকাশের জন্য পরিষদকে আদেশ দিতে পারিবে।

৯৮। **তথ্য সরবরাহের পদ্ধতি**।— (১) কোনো ব্যক্তির কোনো তথ্যের প্রয়োজন হইলে তাহাকে নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত ফি দিয়া পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব এর বরাবরে লিখিত আবেদন করিতে হইবে। উক্ত দরখাস্ত নামঞ্জুর বা অন্যরূপ নিষ্পত্তি না হইলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব এর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, যাহা ৭ দিনের অধিক হইবে না, চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবে।

(২) কোনো ব্যক্তির কোনো আবেদন নামঞ্জুর হইলে উক্ত নামঞ্জুরের কারণ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

৯৯। **তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার শাস্তি**।— (১) প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী এই অধ্যায়ে বর্ণিত নোটিফাইড রেকর্ডপত্র ব্যতীত অন্যান্য তথ্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) যদি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে উক্তরূপ তথ্যাদি সরবরাহ না করিয়া তাহা হইলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিজস্ব বেতন হইতে ১০০ (একশত) টাকা করিয়া জরিমানা প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত জরিমানার অর্থ পরিষদের তহবিলে জমা হইবে।

(৩) প্রতিষ্ঠানের সচিব বা দায়িতপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী যদি তথ্য সরবরাহ না করিয়া, অথবা যদি তাহার জানা সত্ত্বেও মিথ্যা বা ভুল তথ্য সরবরাহ করিয়া, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ১,০০০ (এক হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০০। **সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম**।— এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট নথি বা রেকর্ডপত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না অথবা এই ধরনের তথ্যাদি পরিষদে সংরক্ষিত নাই, তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি আবেদনকারীকে ৭ (সাত) কর্মদিবসের জানাইতে হইবে এবং তৎমর্মে দরখাস্ত নিষ্পত্তি করিবেন। এই ধারায় বর্ণিত কারণে তথ্য সরবরাহ না করিতে পারিলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

সপ্তদশ অধ্যায়

টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়গনস্টিক সেন্টার ইত্যাদি নিবন্ধন

১০১। **টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, ইত্যাদি নিবন্ধন**।— (১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার তারিখে বা তৎপরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান এলাকায় প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ব্যতীত বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিতব্য টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করা যাইবে না। উক্ত নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ফি জমা দিয়া প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/মেয়র বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় তদন্ত করিয়া সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে প্রতিষ্ঠান সভার অনুমোদক্রমে নিবন্ধনের অনুমতি প্রদান করিবে এবং মাসিক টিউটোরিয়াল ফি বা কোচিং ফি নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(২) এই অধ্যাদেশ জারি হইবার সময় যে সকল টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু থাকিবে সে সকল প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সরকারি সম্পত্তিতে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই ধরনের টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করিবার আবেদন করিলে উহা নিবন্ধন করা যাইবে না:

আরো শর্ত থাকে যে, সরকারি সম্পত্তিতে পূর্ব হইতে চালুকৃত প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার সংক্রান্ত অনুমতি না পাইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনা আপনি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) অনুযায়ী নিবন্ধীকৃত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রত্যেক বৎসর নির্ধারিত ফি দিয়া নবায়ন করিতে হইবে।

১০২। **বেসরকারি হাসপাতাল, ইত্যাদির নিবন্ধীকরণ।**— (১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার তারিখে বা তৎপরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারাধীন এলাকায় প্রতিষ্ঠানে যথানিয়মে নিবন্ধন ব্যতীত কোনো বেসরকারি হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

(২) এই অধ্যাদেশ জারি হইবার সময় যে সকল বেসরকারি হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট চালু থাকিবে সে সকল প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সরকারি সম্পত্তিতে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই ধরনের বেসরকারি হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট চালু করিবার আবেদন করিলে উহা নিবন্ধন করা যাইবে না:

আরো শর্ত থাকে যে, সরকারি সম্পত্তিতে পূর্ব হইতে চালুকৃত প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার সংক্রান্ত অনুমতি না পাইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনা-আপনি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রত্যেক বৎসর নির্ধারিত ফি দিয়া নবায়ন করিতে হইবে।

১০৩। **নিবন্ধীকরণে ব্যর্থতার দন্ড।**— কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিকরণ ব্যতীত কোনো টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, বেসরকারি হাসপাতাল বা প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন বা পরিচালনা করিলে অথবা উক্তরূপ প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতালের নিবন্ধিকরণ বাতিল করিবার পরও তাহা পরিচালনা অব্যাহত রাখিলে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা দণ্ডিত হইবে এবং উক্ত জরিমানা দন্ড আরোপের তারিখের পরেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল পরিচালনা বন্ধ না করিলে প্রতিদিনের জন্য ১,০০০ (এক হাজার) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।

১০৪। **প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফি আদায়।**— সরকার ইহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় নিবন্ধনকৃত ও পরিচালিত টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, বেসরকারি হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইত্যাদির নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাৎসরিক ফি আদায় করিতে পারিবে।

১০৫। **পুনঃনিবন্ধীকরণ।**— কোনো টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, বেসরকারি হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইত্যাদির নিবন্ধন নিজস্ব ব্যত্যয়ের কারণে বাতিল হইয়া এই অধ্যদেশের অধীন দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে জরিমানা প্রদানের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানাসহ পুনঃনিবন্ধণের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন করিতে পারিবে। উক্ত আবেদন তদন্তপূর্বক সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পুনঃনিবন্ধন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রতিষ্ঠান এই ধারার অধীন পুনঃনিবন্ধনের সুযোগ একবারের বেশি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

বিংশ অধ্যায়
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত বিষয়াবলি

১০৬। **যৌথ কমিটি।**— সরকার, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, কোনো অভিন্ন উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত অথবা কোনো পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের সহিত অথবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষসমূহের সহিত যৌথ স্বার্থ সংশিষ্ট বিষয়ে যৌথ কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং কমিটির কার্য পরিচালনার জন্য প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতাসহ যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

১০৭। **স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে বিরোধ।**— (১) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত কোনো প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা অথবা সিটি কর্পোরেশনের বিরোধ দেখা দিলে বিষয়টি মীমাংসার জন্য—

(ক) যদি সংশিষ্ট পক্ষসমূহ একই বিভাগে হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পাঠাইতে হইবে; এবং

(খ) যদি সংশিষ্ট পক্ষসমূহ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের হয় অথবা একটি পক্ষ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হয় তবে সরকারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো বিরোধ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১০৮। **অপরাধ**।— (১) এই অধ্যাদেশে বর্ণিত প্রত্যেকটি 'করণীয়' ও 'না করণীয়' কাজের ব্যতয় কিংবা ভুলত্রুটি এই অধ্যাদেশের অধীন একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীন বিবেচ্য অন্যান্য অপরাধসমূহের তালিকা **তফসিল-৭** এ উল্লেখ করা হইয়াছে।

১০৯। **শাস্তি**।— এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধের জন্য অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করা যাইবে এবং অপরাধটির পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের পর ঐ অপরাধের সহিত পুনরায় জড়িত থাকিবার সময়কালে প্রতিদিনের জন্য সর্বোচ্চ ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

১১০। **অপরাধের আপোষ-মীমাংসা**।— (১) অভিযোগ চেয়ারম্যান অথবা মেয়রের ক্ষেত্রে হইলে সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধের আপোষ-মীমাংসা করিতে পারিবে।

(২) অভিযোগ চেয়ারম্যান অথবা মেয়র ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে হইলে চেয়ারম্যান অথবা মেয়র কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধের আপোষ-মীমাংসা করিতে পারিবে।

১১১। **অপরাধ আমলে গ্রহণ**।— সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিত কোনো অভিযোগ ব্যতীত কোনো আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

১১২। **পুলিশ অফিসারের কর্তব্য**।— (১) প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের কর্তব্য হইবে—

(ক) এই অধ্যাদেশ বা সংশ্লিষ্ট বিধানের আওতায় কোনো অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বা অপরাধ সংঘটনের খবর সম্পর্কে অবহিত হইবার পর অনতিবিলম্বে পরিষদের চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিবকে অবহিত করা;

(খ) পরিষদের চেয়ারম্যান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তার লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে আইনসঙ্গত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা।

(২) কোনো পুলিশ অফিসার উপ-ধারা (১) অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে তাহা অসদাচারণ হিসাবে গণ্য হইবে এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে তাহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

একবিংশ অধ্যায়
বিবিধ

১১৩। **অবৈধভাবে সীমা লঙ্ঘন**।— (১) কোনো ব্যক্তি কোনো সরকারি জায়গা, সড়ক, ফুটপাথ অথবা নর্দমার উপর অথবা ভিতরে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অন্যায় দখল করিতে পারিবে না।

(২) প্রবিধান সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠান নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে উল্লিখিত সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উল্লিখিত স্থানসমূহ হইতে তাহার সম্পদ বা সম্পত্তি অপসারণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা অপসারণ না করা হয় তবে প্রতিষ্ঠান স্বীয় উদ্যোগে তাহা অপসারণের ব্যবস্থা করিবে এবং এই বাবদ খরচের অর্থ এই অধ্যাদেশ মোতাবেক সীমালংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তির উপর প্রতিষ্ঠানের পাওনা হিসাবে ধার্য হইবে।

(৩) অন্য কোনো আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুসারে অপসারিত অথবা অপসারণযোগ্য কোনো অপরাধ দমনের জন্য কোনোপ্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

১১৪। **আপিল আদেশ**।— (১) কোনো প্রতিষ্ঠান এই অধ্যাদেশ বা বিধিমালা বা কোনো উপ-আইন অনুসারে কোনো আদেশ প্রদানের ফলে কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিলের আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাইবে না।

১১৫। **স্থায়ী আদেশ**।— সরকার, সময় সময়, স্থায়ী আদেশ দ্বারা—

(ক) স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে এবং পৌরসভাসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(খ) স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকারি দপ্তরসমূহের কার্যাবলির সমন্বয়সাধন করিতে পারিবে;

(গ) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ বিশেষ শর্তে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মজুরি প্রদান করিতে পারিবে;

(ঘ) কোনো স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য স্থানীয় পরিষদকে অথবা কোনো পৌরসভাকে চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে; এবং

(ঙ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

১১৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।— (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, কমিশনের মতামত গ্রহণপূর্বক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোনো বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:—

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচন এবং তৎসংক্রান্ত কার্যাবলি;

(খ) নির্বাচন বিরোধ, নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ ও উহাদের ক্ষমতা, নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল এবং নির্বাচন বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(গ) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের ক্ষমতা ও কার্যাবলি;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনের বিধান;

(ঙ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে সব রেকর্ড, রির্পোট রক্ষণাবেক্ষণ, প্রস্তুত বা প্রকাশ করা হইবে তাহা নির্ধারণ;

(চ) প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি;

(ছ) তহবিল ও বিশেষ তহবিলসমূহের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও বিনিয়োগ;

(জ) বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;

(ঝ) হিসাবরক্ষণ এবং নিরীক্ষণ;

(ঞ) প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়;

(ট) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ, সংকলন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন;

(ঠ) প্রতিষ্ঠানের অর্থের বা সম্পত্তির ক্ষতি, নষ্ট বা অপপ্রয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্য কোনো ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি;

(ড) কর, রেইট এবং ফিস ধার্য, আদায় ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়;

(ঢ) প্রতিষ্ঠানের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের পদ্ধতি ও কর্তৃপক্ষ;

(ণ) প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং পরিদর্শকের ক্ষমতা;

(ত) শিক্ষা সফর, পর্যবেক্ষণ, ইত্যাদি উপলক্ষে সরকারি বা বেসরকারিভাবে বিদেশ ভ্রমণ; এবং

(থ) এই অধ্যাদেশের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে এইরূপ যে কোনো বিষয়।

(৩) কোনো সরকারি প্রজ্ঞাপন বা অন্য কোনো ধরনের নির্দেশ এই অধ্যাদেশ বা বিধির পরিপন্থি হইতে পারিবে না।

১১৭। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।— (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই অধ্যাদেশ বা কোনো বিধির সহিত অসামঞ্জস্য নয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) অনাস্থা প্রস্তাব আনায়ন চেয়ারম্যান, সভাধিপতি ও ছায়া পরিষদ নেতার শূন্যপদ পূরণ।

(৩) দ্বিতীয় স্তরের নির্বাচন ও শপথ অনুষ্ঠান।

(৪) বিশেষ করিয়া উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষণ্ন না করিয়া অনুরূপ প্রবিধানে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:—

(ক) প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পরিচালনা;

(খ) সভার কোরাম নির্ধারণ;

(গ) প্রশ্ন উপস্থাপন;

(ঘ) সভা আহ্বান:

(ঙ) সভার কার্যবিবরণী লিখন;

(চ) সভায় গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়ন;

(ছ) স্থায়ী কমিটির বিষয়াদি ও কার্যাবলি পরিচালনা;

(জ) সাধারণ সীলমোহর হেফাজত ও ব্যবহার:

(ঝ) কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ;

(ঞ) প্রতিষ্ঠানের অফিসের বিভাগ ও শাখা গঠন এবং এই সব কাজের পরিধি নির্ধারণ;

(ট) গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীর বিক্রয় নিবন্ধন হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা;

(ঠ) সাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(ড) শ্মশান ও কবরস্থান নিয়ন্ত্রণ;

(ঢ) সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ণ) অবৈধ দখল রোধকরণ;

(ত) ইমারত নির্মাণের নকশা ও পরিকল্পনা অনুমোদন; এবং

(থ) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য অন্য যে কোনো বিষয়।

(৩) প্রতিষ্ঠানের বিবেচনায় জনসাধারণ যে প্রকারে প্রকাশ করিলে কোনো প্রবিধান সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হইতে পারিবে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে।

১১৮। **বিধি সংক্রান্ত সাধারণ বিধান, ইত্যাদি**।— (১) প্রত্যেক বিধি সরকারি গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইতে হইবে এবং পরিষদের বিবেচনায় যেই প্রকারে প্রকাশ করিলে কোনো প্রবিধান সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণ ভালোভাবে অবহিত হইতে পারিবে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) প্রতিষ্ঠান সকল প্রবিধান নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রণয়ন করিবে।

(৩) সরকার নমুনা প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এইরূপ কোনো নমুনা প্রবিধান প্রণীত হইলে প্রতিষ্ঠান প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত নমুনা অনুসরণ করিবে।

(৪) প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিধিমালা ও প্রবিধানমালার কপি প্রতিষ্ঠান অফিসে পরিদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য রাখিতে হইবে।

(৫) সকল বিধি ও প্রবিধানমালা যথাযথভাবে প্রণীত হইলে তাহা এই অধ্যাদেশের অংশ হিসেবে গণ্য হইবে এবং তদরূপ বলবৎ হইবে।

১১৯। **নির্ধারিত কতিপয় বিষয়**।— এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কাজ করিবার জন্য নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কোনো পদ্ধতিতে তাহা করা হইবে তৎসম্পর্কে কোনো বিধান না থাকে তাহা হইলে উক্ত কাজ সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিবে।

১২০। **প্রথম নির্বাচনের জন্য পরিষদ এবং ওয়ার্ড**।— এই অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠানের প্রথম নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এই আইন জারি হইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে সব পরিষদের অস্তিত্ব ছিল, সরকার ভিন্নরূপ কোনো আদেশ না দিলে এই অধ্যাদেশের অধীন ঘোষিত ইউনিয়ন/উপজেলা/জেলা বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল ওয়ার্ড ধারা ৪ অনুযায়ী সীমানা নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১২১। **অসুবিধা দূরীকরণ**।— এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি কার্যকর করিতে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার সময় হইতে ২ (দুই) বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর অনুরূপ কোনো আদেশ দেওয়া যাইবে না।

১২২। **ক্ষমতা অর্পণ**।— (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধিমালাসমূহে বর্ণিত তাহার সকল ক্ষমতা বা ইহার অংশ হিসাবে বিভাগীয় কমিশনার বা তাহার অধীনস্ত কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) বিভাগীয় কমিশনার সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এই অধ্যাদেশে অথবা বিধিমালার অধীন, উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার উপর অর্পিত হয়নি এমন ক্ষমতা ব্যতীত, তাহার সকল ক্ষমতা অথবা যে কোনো ক্ষমতা তাহার অধীনস্ত অন্য কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১২৩। **লাইসেন্স ও অনুমোদন**।— (১) এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা বা উপ-আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো কাজ সম্পাদন করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানের অনুমতি বা অনুমোদনের প্রয়োজন হইলে, এইরূপ অনুমতি বা অনুমোদন লিখিত হইতে হইবে।

(২) স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বের অধীন প্রদত্ত সকল লাইসেন্স অনুমোদন বা অনুমতি চেয়ারম্যান/মেয়র কর্তৃক অথবা চেয়ারম্যান/মেয়রের অনুমতিক্রমে বিধি ও প্রবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

১২৪। **প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের**।— সরকারিভাবে দায়িত্ব পালনকালে কোনো পরিষদ কিংবা কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দ্বারা কৃত কোনো কাজ, বা কাজ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইলে, সে সম্পর্কে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদানের পর একমাস অতিবাহিত না হইলে তাহার বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না। এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিকট লিখিত নোটিশ অফিসে বিলি করিতে বা পৌঁছাইতে হইবে এবং কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে লিখিত নোটিশ তাহার নিকট পৌঁছাইতে হইবে কিংবা তাহার অফিসে বা আবাসিক ঠিকানায় পৌঁছাইতে হইবে এবং নোটিশে ফরিয়াদী হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তাহার এহেন পদক্ষেপের কারণ, নিজ নামও আবাসিক ঠিকানা উল্লেখ করিবেন। মোকদ্দমা আর্জিতে এই মর্মে একটি বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে যে, উপরোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী নোটিশ পাঠানো হইয়াছে।

১২৫। **নোটিশ জারীকরণ**।— এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা বা উপ-আইনের অধীন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো কিছু করিবার অথবা না করিবার প্রয়োজন হইলে সংশিষ্ট ব্যক্তিকে তাহা প্রতিপালনের সময় নির্দেশপূর্বক নোটিশ জারি করিতে হইবে।

১২৬। **প্রকাশ্য রেকর্ড**।— এই অধ্যাদেশের অধীন প্রস্তুতকৃত সকল রেকর্ড অথবা সংরক্ষিত সকল রেজিস্ট্রার Evidence Act, 1872 এ ব্যবহত অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড হিসাবে গণ্য হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে উহা বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

১২৭। **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মেয়র, চেয়ারম্যান, কমিশনার, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক (Public Servant) হইবেন**।— প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/মেয়র, কাউন্সিলর/সদস্য, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এবং পরিষদের পক্ষে কাজ করিবার জন্য যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি Penal Code, 1860 এর ধারা ২১ এ ব্যবহৃত অর্থে জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবেন।

১২৮। **নির্ধারিত কতিপয় বিষয়**।— এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কাজ করিবার জন্য নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কোনো পদ্ধতিতে তাহা করা হইবে তৎসম্পর্কে কোনো বিধান না থাকে তাহা হইলে উক্ত কাজ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিতে হইবে।

১২৯। **রহিতকরণ এবং হেফাজত**।— (১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮, জেলা পরিষদ আইন, ২০০০, বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪, গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯, এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯, অতঃপর উক্ত আইনসমূহ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত আইনসমূহ রহিত হইবার পর—

(ক) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান গঠিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অধ্যাদেশ বা আইনসমূহ রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল প্রতিষ্ঠান

বিদ্যমান ছিল তাহা এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে উহার কার্যাবলি পরিচালনা করিবে;

(খ) উক্ত অধ্যাদেশ বা অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রবিধান ও আদেশ, জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ বা মঞ্জুরীকৃত সকল লাইসেন্স ও অনুমতি এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত ও সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত, জারীকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) পূর্বতন প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা, সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কীয় ইহার যাবতীয় অধিকার বা ইহাতে যাবতীয় স্বার্থ ইহার উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(ঘ) উক্ত অধ্যাদেশ বা আইন রহিত হইবার পূর্বে পূর্বতন প্রতিষ্ঠানের যে সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব ছিল এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা উহার উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) উক্ত অধ্যাদেশ বা আইন রহিত হইবার পূর্বে পূর্বতন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত সকল বাজেট, প্রকল্প ও পরিকল্পনা বা তৎকর্তৃক কৃত মূল্যায়ন ও নির্ধারিত কর, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং ইহার উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত, কৃত বা নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(চ) উক্ত অধ্যাদেশ বা আইন রহিত হইবার পূর্বে পূর্বতন প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন ইহার উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে;

(ছ) উক্ত অধ্যাদেশ বা আইন রহিত হইবার পূর্বে পূর্বতন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরোপিত সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবি ইহার উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত একই হারে অব্যাহত থাকিবে;

(জ) উক্ত অধ্যাদেশ বা আইন রহিত হইবার পূর্বে পূর্বতন প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইহার উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠানে বদলি হইবেন ও ইহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহারা উক্তরূপ বদলির পূর্বে যে শর্তে চাকরিরত ছিলেন, উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবর্তিত না হইলে সেই একই শর্তেই তাঁহারা ইহার অধীন চাকরিরত থাকিবেন; এবং

(ঝ) উক্ত অধ্যাদেশ বা আইন রহিত হইবার পূর্বে পূর্বতন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বা ইহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে সব মামলা মোকদ্দমা চালু ছিল সেই সব মামলা মোকদ্দমা ইহার উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বা ইহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল-১

[ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) দ্রষ্টব্য]

নির্বাচনী হলফনামা

(প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, ____________________

(প্রার্থীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী)

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ____________________

মাতার নাম ____________________

পিতার নাম ____________________

স্বামী/স্ত্রীর নাম ____________________

বর্তমান ঠিকানা ____________________

স্থায়ী ঠিকানা ____________________

আমার দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে কি না? (টিক (✓) চিহ্ন দিন) | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ হইলে দেশের নাম: ....

অতীতে দ্বৈত নাগরিকত্ব ছিল কি না? (টিক (✓) চিহ্ন দিন) | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ হইলে দেশের নাম: ....

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ____________________

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক। আমি এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,-

১। আমার জন্ম তারিখ ____________________

২। আমার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা ________ এবং সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করিলাম।

৩। (ক) আমি বর্তমানে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত নহি ________ [প্রযোজ্য হলে টিক (✓) চিহ্ন দিন]

অথবা

(খ) আমি বর্তমানে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ:

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার বর্তমান অবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				
২।				
৩।				

* প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে

সর্বমোট মামলার সংখ্যা :

৪। (ক) বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয় নাই [প্রযোজ্য হলে টিক (□) চিহ্ন দিন]

অথবা

(খ) বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ:

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর ও আদেশের তারিখ	মামলার ফলাফল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				
২।				
৩।				

সর্বমোট মামলার সংখ্যা :

৫। আমার পেশার বিবরণী (এক বা একাধিক পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকিলে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিতে হইবে):

দেশে :

বিদেশে :
(দেশের নাম)

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজে পেশার প্রকৃতি ও ধরন সংযুক্ত করিতে হইবে)

৬। আমার উপর নির্ভরশীলদের তালিকা:

ক্রমিক নম্বর	নাম	আমার সঙ্গে সম্পর্ক	পেশা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				
২।				

(নির্ভরশীলদের তালিকা অধিক হলে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে)

৭। আমার, আমার স্ত্রী/স্বামী এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস/উৎসসমূহ:

ক্রমিক নম্বর	আয়ের উৎস বিবরণ	প্রার্থীর বাৎসরিক আয়		প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয়	
		দেশে	বিদেশে	দেশে	বিদেশে
১।	কৃষিখাত				
২।	বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া				
৩।	ব্যবসা				
৪।	শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত				
৫।	পেশা (শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন, পরামর্শক ইত্যাদি)				
৬।	চাকরি				
৭।	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া)				

* প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে

৮। আমার, আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের এবং আমার স্ত্রী/স্বামীর পরিসম্পদ এবং দায়ের বিবরণী:

(ক) অস্থাবর সম্পদ (পরিমাণ/সংখ্যাসহ উল্লেখ করিতে হইবে)

ক্রমিক নম্বর	মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরণ	নিজ নামে (টাকা)	স্ত্রী/স্বামীর নামে (টাকা)	নির্ভরশীলদের নামে (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	নগদ টাকা			
২।	বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নাম সহ)			
৩।	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ (একাধিক ব্যাংক হিসাব থাকিলে তাহার তথ্যসহ হিসাবের নাম ও নম্বর এবং ব্যাংকের নাম আলাদা কাগজে উল্লেখ করিতে হইবে)			
৪।	বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৫।	পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ			

ক্রমিক নম্বর	মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরণ	নিজ নামে (টাকা)	স্ত্রী/স্বামীর নামে (টাকা)	নির্ভরশীলদের নামে (টাকা)
৬।	বাস, ট্রাক, মোটর গাড়ি ও মটর সাইকেল, ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৭।	স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৮।	ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৯।	আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ			
১০।	আগ্নেয়াস্ত্র			
১১।	অন্যান্য			
১২।	বিদেশে অস্থাবর সম্পদ: (দেশের নাম উল্লেখসহ সুনির্দিষ্টভাবে আর্থিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক বিস্তারিত বিবরণ সংযুক্ত করিতে হইবে)			
১৩।	মোট অর্জনকালীন মূল্য (উপরের ১-১২ পর্যন্ত)			
১৪।	বর্তমান প্রাক্কলিত মূল্য (উপরের ১-১২ পর্যন্ত)			

* নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে।

(খ) স্থাবর সম্পদ (পরিমাণ/সংখ্যাসহ মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে)

ক্রমিক নম্বর	সম্পদের বিবরণ	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলদের নামে	যৌথ মালিকানা	যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	কৃষি জমির পরিমাণ এবং অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
২।	অকৃষি জমি এবং অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৩।	দালান, আবাসিক বা বাণিজ্যিক সংখ্যা, অবস্থান এবং অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৪।	বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট সংখ্যা, অবস্থান এবং অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৫।	চা বাগান, রাবার বাগান, মৎস খামার, ইত্যাদির মূল্য					

ক্রমিক নম্বর	সম্পদের বিবরণ	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলদের নামে	যৌথ মালিকানা	যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ
	সংখ্যা এবং অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৬।	অন্যান্য (বিস্তারিত বিবরণ অর্জনকালীন মূল্যসহ					
৭।	বিদেশে স্থাবর সম্পদ: (দেশের নাম উল্লেখসহ সুনির্দিষ্টভাবে আর্থিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক বিস্তারিত বিবরণ সংযুক্ত করিতে হইবে)					
৮।	মোট অর্জনকালীন মূল্য (উপরের ১-৭ পর্যন্ত)					
৯।	বর্তমান প্রাক্কলিত মূল্য (উপরের ১-৭ পর্যন্ত)					

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(গ) (১) দায়:

ক্রমিক নং	নাম	দায় সমূহের প্রকৃতি	দায় সমূহের বর্ণনা	পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	প্রার্থীর নাম			
২।	স্বামী/স্ত্রী			
৩।	সন্তান			
৪।	নির্ভরশীল			

(পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

(গ) (২) সরকারি পাওনা:

ক্রমিক নং	নাম	বিবরণ	প্রকৃতি	বর্ণনা	পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	প্রার্থীর নাম	সরকারি বাড়ি			
		সরকারি গাড়ি			
		টেলিফোন			
		বিদ্যুৎ			
		পৌরকর/সিটিকর			
		অন্যান্য			

২।					
৩।					
৪।					

* স্বামী/স্ত্রী, পুত্র/কন্যা ও নির্ভরশীলদের সরকারি পাওনা সংক্রান্ত বিবরণী দাখিল করিতে হইবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

৯। ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি : (অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

(ক) আমি একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোনো সদস্য অথবা কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হইবার সুবাদে আমি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোনোরূপ ঋণ গ্রহণ করি নাই।

অথবা

(খ) আমি আমার একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোনো সদস্য অথবা কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হইবার সুবাদে ওই সব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহিত ঋণের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করিলাম:

ঋণের ধরণ	**ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম**	**ঋণের পরিমাণ**	**খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে)**	**পুনঃ তফসিলি করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
একক				
যৌথ				
নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ				
কোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হইবার সুবাদে				

১০। আয়কর সংক্রান্ত তথ্য:

(ক) সর্বশেষ আয়কর বৎসরের বিবরণী:

ক্রমিক নং	**নাম**	**দাখিলকৃত বিবরণীর করবর্ষ**	**টিআইএন**	**আয়কর বিবরণীতে প্রদর্শিত আয়ের পরিমাণ**	**আয়কর বিবরণীতে প্রদর্শিত পরিসম্পদের পরিমাণ**	**প্রদত্ত আয়কর**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	প্রার্থীর নাম					
২।	স্বামী/স্ত্রী					
৩।	সন্তান					
৪।	নির্ভরশীল					

* গত করবর্ষের আয়কর রিটার্নের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে

* প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করিতে হইবে

(খ) বিগত পাঁচ বৎসরের আয়কর বিবরণীর তথ্য:

ক্রমিক নং	নাম	করবর্ষ	প্রদর্শিত আয়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	প্রার্থীর নাম		
২।	স্বামী/স্ত্রী		
৩।	সন্তান		
৪।	নির্ভরশীল		

* প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করিতে হইবে

আমি এই মর্মে আরও শপথ করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদসঙ্গে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য, সঠিক ও সম্পূর্ণ।

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐ বৎসর ☐☐☐☐

প্রার্থীর নাম, স্বাক্ষর ও টিপসই

এতদ্দ্বারা জনাব/বেগম ☐

(প্রার্থীর নাম)

মাতার নাম................................., পিতার নাম ....,
স্বামী/স্ত্রীর নাম .... , ঠিকানা ....,
যোগাযোগ (ইমেইল/ফোন নম্বর) ....,
বর্তমান ঠিকানা...,
স্থায়ী ঠিকানা..

যিনি জনাব/বেগম ☐

(সনাক্তকারীর নাম)

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও ঠিকানা ☐

এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য ☐ তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত এই হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।

তারিখ: [|] দিন [|] মাস [| | |] বৎসর

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিকের
স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ঘোষণা: আমি নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌতুক গ্রহণ, নির্বাচনে কারচুপি, অর্থ ও পেশীশক্তি দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা, অবৈধ দখল, মাদক গ্রহণ, মানব ও অন্যান্য পাচারসহ অন্য কোনো অবৈধ কাজে জড়িত নই বা ভবিষ্যতে জড়িত হইব না।

স্বাক্ষর

তফসিল-২
(ধারা ১৩ দ্রষ্টব্য)
শপথনামা

ইউনিয়ন পরিষদ

আমি --, পিতা/স্বামী-- ----- জেলার, --------------------------------, উপজেলার-- ইউনিয়নের চেয়ারম্যান/ সদস্য নির্বাচিত হইয়া উপস্থিত জনগণের সম্মুখে সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব। আমি নির্বাচনের সময় কোনোভাবে অর্থের বিনিময়ে ভোট সংগ্রহ বা ভোট প্রদানে অংশগ্রহণ করিব না। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।

উপজেলা পরিষদ

আমি --, পিতা/স্বামী-- ------------ ----- জেলার, --------------------------------, উপজেলার-- উপজেলার চেয়ারম্যান/সদস্য নির্বাচিত হইয়া উপস্থিত জনগণের সম্মুখে সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব। আমি নির্বাচনের সময় কোনোভাবে অর্থের বিনিময়ে ভোট সংগ্রহ বা ভোট প্রদানে অংশগ্রহণ করিব না। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।

জেলা পরিষদ

আমি --, পিতা/স্বামী-- -----জেলার, --------------------------------, উপজেলার-------------------------------------- জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্য নির্বাচিত হইয়া উপস্থিত জনগণের সম্মুখে সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব। আমি নির্বাচনের সময় কোনোভাবে অর্থের বিনিময়ে ভোট সংগ্রহ বা ভোট প্রদানে অংশগ্রহণ করিব না। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।

পৌরসভা

আমি --, পিতা/স্বামী--- -----জেলার, ---------------------------------, উপজেলার-------------------------------------- পৌরসভার মেয়র/সদস্য নির্বাচিত হইয়া উপস্থিত জনগণের সম্মুখে সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব। আমি নির্বাচনের সময় কোনোভাবে অর্থের বিনিময়ে ভোট সংগ্রহ বা ভোট প্রদানে অংশগ্রহণ করিব না। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।

সিটি কর্পোরেশন

আমি --, পিতা/স্বামী--- -----জেলার, ---------------------------------, উপজেলার-------------------------------------- সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/কাউন্সিলর নির্বাচিত হইয়া উপস্থিত জনগণের সম্মুখে সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব। আমি নির্বাচনের সময় কোনোভাবে অর্থের বিনিময়ে ভোট সংগ্রহ বা ভোট প্রদানে অংশগ্রহণ করিব না। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।

তফসিল-৩

[ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (২) দ্রষ্টব্য]

ভৌগোলিক ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামো ওয়ার্ড সংখ্যা ৯-৩৯ পর্যন্ত হতে পারে

বিধানিক অংশ

- সকল নির্বাচিত সদস্য
- পরিষদ নেতা (চেয়ারম্যান)
- সভাধ্যক্ষ
- সকল স্থায়ী কমিটি
- সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ
- অফিস সহকারী
- অফিস সহায়ক

নির্বাহী অংশ

সরকার কর্তৃক প্রেষণে দেয়া সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

- উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি
- ম্যাকানিক (ডিপিএইচই)
- উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (এজি.)
- এইচএ/এইচআই/এফডাব্লিউএ/এফডাব্লিউআই
- এইও
- সহকারী পশু চিকিৎসক (পশু চিকিৎসা কেন্দ্র)
- সহকারী কর্মকর্তা (মাৎস্য)
- সমাজকর্মী
- আনসার-ভিডিপি

চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিষদ

- ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- উপ-সহকারী প্রকৌশলী
- হিসাব সহকারী
- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
- কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কর্মী
- অফিস সহায়ক
- গ্রাম পুলিশ ও আনসার বাহিনী

⊛ বি: দ্রঃ সংগঠন কাঠামো ও টিওএন্ডই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

উপজেলা পরিষদ

ভৌগোলিক ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে একটি ইউনিয়নকে ৩টি উপজেলা ওয়ার্ড এ ভাগ করা যেতে পারে ৩০ (১০x৩)

বিধানিক অংশ

- সকল নির্বাচিত সদস্য
- পরিষদ নেতা (চেয়ারম্যান)
- ছায়া পরিষদ নেতা
- সভাধ্যক্ষ
- সকল স্থায়ী কমিটি
- সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ
- অফিস সহকারী
- অফিস সহায়ক

অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারি বিভাগ উপজেলার এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়

- পোষ্ট এন্ড টেলিকমিনেশন
- গ্যাস সরবরাহ
- বিদ্যুৎ সরবরাহ
- সড়ক ও জনপথ/রেলওয়ে
- গণপূর্ত
- খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি
- ব্যাংক
- এনজিও
- ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ

অহস্তান্তরিত বিভাগ

- পুলিশ
- পরিসংখ্যান
- উপজেলা হিসাব রক্ষণ
- উপজেলা ভূমি অফিস
- সাব-রেজিষ্টার
- উপজেলা নির্বাচন অফিস
- সহকারী কমিশনার (ভূমি)
- আনসার ও ভিডিপি

হস্তান্তরিত বিভাগ

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (ইউএনও)
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
- প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা অধিদপ্তর
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর
- মৎস্য অধিদপ্তর
- সমাজ সেবা অধিদপ্তর
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর
- বিআরডিবি
- সমবায় অধিদপ্তর
- আনসার ও ভিডিপি বিভাগ
- বন অধিদপ্তর
- পানি উন্নয়ন বোর্ড (প্রস্তাবিত)
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা

নির্বাহী অংশ

চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যানের নির্বাহী পরিষদ

পরিষদের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

- পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ
- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকর্তা
- অর্থ ও বাজেট কর্মকর্তা
- অফিস সহকারী
- বিদ্যমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ (ওএস, সিএ, গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক)

⊛ বি: দ্রঃ সংগঠন কাঠামো ও টিওএন্ডই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

জেলা পরিষদ ওয়ার্ড-৩০ আনুমানিক
(একটি উপজেলা জেলা পরিষদের তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে)

বিধানিক অংশ

- সকল নির্বাচিত সদস্য
- পরিষদ নেতা (চেয়ারম্যান)
- ছায়া পরিষদ নেতা
- সভাধ্যক্ষ
- সকল স্থায়ী কমিটি
- সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ
- অফিস সহকারী
- অফিস সহায়ক

জেলা পর্যায়ের সকল সরকারী দপ্তরের জনবল (Functionary), কার্যাবলী (Functions) ও অর্থসম্পদ (Fund)

নির্বাহী অংশ

চেয়ারম্যান+চেয়ারম্যানস্ কাউন্সিল

জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

জেলা পরিষদের বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দপ্তর সমূহ

পৌরসভা
জনসংখ্যার অনুপাতে পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৯-৩০ হতে পারে

বিধানিক অংশ

- সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরবৃন্দ
- কাউন্সিল নেতা (মেয়র)
- ছায়া কাউন্সিল নেতা
- সভাধ্যক্ষ
- স্থায়ী কমিটি (৫-৭)
- সচিব (নিযুক্ত)
- কাউন্সিল কর্মী

নির্বাহী অংশ

মেয়র ও মেয়রস্ কাউন্সিল

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

পৌরসভার বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শ্রেণী ওয়ারী দপ্তর সমূহ :-
শ্রেণী-ক -১৬২ জন
শ্রেণী-খ -৯৬ জন
শ্রেণী-গ - ৭৫ জন

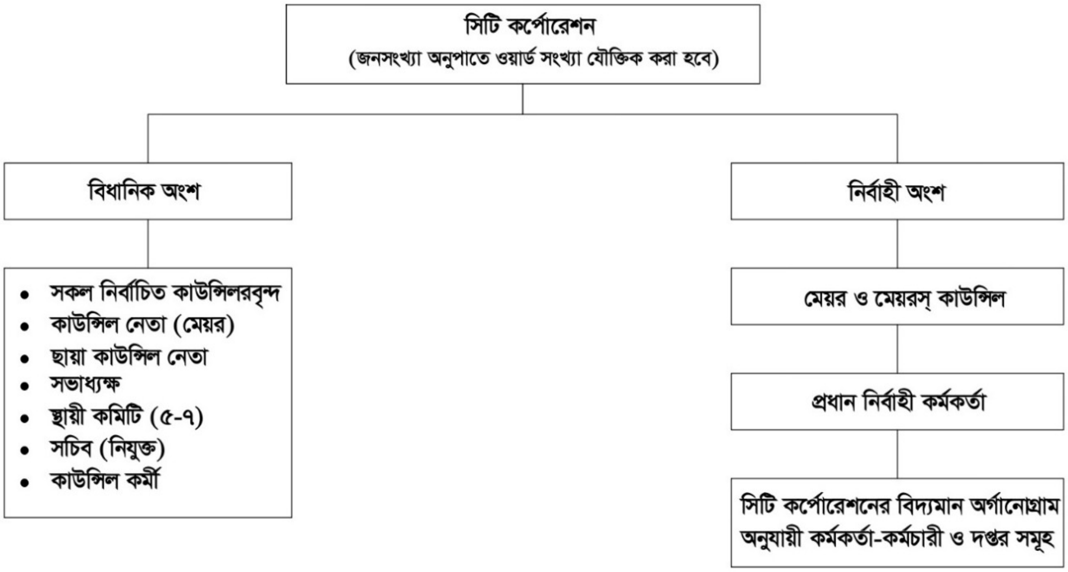

তফসিল-৪

[ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (২) দ্রষ্টব্য]

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি

অংশ-১

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি

১। পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি।

২। জনপথ ও রাজপথের ক্ষতি, বিনষ্ট বা ধ্বংস প্রতিরোধ।

৩। সরকারি স্থান, উন্মুক্ত জায়গা, উদ্যান ও খেলার মাঠের হেফাজত।

৪। ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তায় ও জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য স্থানে আলো জ্বালানো।

৫। সাধারণভাবে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বিশেষভাবে জনপথ, রাজপথ ও সরকারি জায়গায় বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষসম্পদ চুরি ও ধ্বংস প্রতিরোধ।

৬। কবরস্থান, শ্মশান, খোলার মাঠ, ঈদগাহ, নদীর পাড়, ঘাট জনসাধারণের সভার স্থান ও অন্যান্য সরকারি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা।

৭। জনপথ, রাজপথ ও সরকারি স্থানে অনধিকার প্রবেশ রোধ এবং এইরূপ স্থানে উৎপাত ও তাহার কারণ বন্ধকরণ।

৮। ইউনিয়নের পরিচ্ছন্নতার জন্য নদী, বন, ইত্যাদির দূষণ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন ও অন্যান্য ব্যবস্থাগ্রহণ।

৯। জনসাধারণের ব্যবহারর্য স্থানে মানববিষ্টা, পশুর বিষ্টা, আর্বজনা ইত্যাদি সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

১০। অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ।

১১। মৃত পশুর দেহ অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ।

১২। ইউনিয়নে নতুন বাড়ি, দালান নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ এর নকশা ও পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ।

১৩। নদ-নদী, খাল, কুয়া, পানি তোলার কল, জলাধার, পুকুর এবং পানি সরবরাহের অন্যান্য উৎসের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ।

১৪। খাবার পানির উৎসের দূষণ রোধ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সন্দেহযুক্ত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানের পানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।

১৫। খাবার পানির জন্য সংরক্ষিত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে দূষণরোধ।

১৬। আবাদী জমি, বন, নদ, জলাধার প্রভৃতি ভূমির প্রকৃতি পরির্বতন করে বাতিঘর নির্মাণ বা কল কারখানা স্থাপন রোধকরণ।

১৭। আবাসিক এলাকার মধ্যে নানা ক্ষতিকর কারখানা ও ব্যবসা চামড়া রং করা বা পাকা করা রাসায়নিক বা দাহ্য পদার্থ মজুদ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ।

১৮। আবাসিক এলাকার মাটি খনন ও পাথর বা অন্যান্য বস্তু উত্তোলন নিষিদ্ধকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।

১৯। আবাসিক এলাকায় ইটভাটা, মাটির পাত্র বা অন্যান্য ভাটি নির্মাণ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ।

২০। অগ্নি, বন্যা, শিলাবৃষ্টিসহ ঝড়, ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় তৎপরতার ব্যবস্থা করা এবং এইসব কাজে সরকারকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান।

২১। বিধবা, এতিম, গরীব ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের তালিকা সংরক্ষণ ও সাহায্যকরণ।

২২। খেলাধুলা, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষার উন্নয়নসহ গণশিক্ষা কার্যক্রম, সমবায় আন্দোলন ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান এবং এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

২৩। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থাগ্রহণ ও বাজারজাত করণ।

২৪। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও শূন্য কার্বণ নিঃসরণের লক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ।

২৫। ইউনিয়ন চিকিৎসা কেন্দ্রের অধিগ্রহণ ও উন্নত সেবার ব্যবস্থাগ্রহণ।

২৬। ইউনিয়ন পরিষদের অভ্যন্তরে উন্নয়ন ও সেবা সরকারি বেসরকারি কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সহিত সহযোগিতা সম্প্রসারণ।

২৭। ইউনিয়নের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, অথবা হয়রানিমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থাগ্রহণ।

২৮। ই-গভার্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।

২৯। প্রথমিক ও গণশিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ও মাদ্রাসাসমূহের সাথে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলার উন্নয়নে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ।

৩০। সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা, গুরুদুয়ারা সকলের সাথে নৈতিক শিক্ষামূলক কার্যাদিতে সহায়তা প্রদান।

৩১। ইউনিয়নের খানা তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টি ও জন্ম-মৃত্যুর তথ্যসহ ও প্রতিবছর তার নবায়ন।

৩২। এলাকাকে মাদকাশক্তির অভিশাপ মুক্ত করা।

৩৩। নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংস রোধ এবং মানবাধিকারের পক্ষে সর্তক অবস্থান গ্রহণ।

৩৪। সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা সুরক্ষায় সচেষ্ট থাকা।

অংশ-২

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি

১। পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ।

২। পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উক্ত দপ্তরের কাজকর্মসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়সাধণ।

৩। আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৪। ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা পরিষদ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৫। জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ। এ লক্ষে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সেবা নিশ্চিতকরণ।

৬। স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থাগ্রহণ।

৭।(ক) উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান; এবং

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তদারকি ও উহাদিগকে সহায়তা প্রদান।

৮। ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

৯। সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং উহাদের কাজে সমন্বয়সাধন।

১০। বেসরকারিভাবে নারী, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

১১। বেসরকারিভাবে কৃষি, গবাদি পশু, মৎস্য এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১২। উপজেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং আইন শৃঙ্খলা অবনতি হলে উর্ধর্তন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ।

১৩। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতৎসম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৪। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন ও পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৫। এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হইবার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৬। সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার, ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হইবার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৭। পরিবেশ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও শূন্য কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যে নানা কার্যক্রম গ্রহণ।

১৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়।

১৯। উপজেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলি সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা।

২০। সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি।

২১। ই-গভার্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।

অংশ-৩

জেলা পরিষদের কার্যাবলি

১। পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি।

২। সরকারি অনুদানপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার গুণগতমান পরিবীক্ষণ।

৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের আওতায় জেলার সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ক্লিনিকসমূহের পরিবীক্ষণ।

৪। জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়ন।

৫। জেলার সকল সরকারি বিভাগের উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রমের সমন্বয় ও পর্যালোচনা।

৬। উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, পৌরসভাসহ সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও তাদের সাথে যৌথভাবে প্রকল্প গ্রহণ।

৭। সাধারণ পাঠাগারের ব্যবস্থা ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ।

৮। উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নহে এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রিজ এর নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করা।

৯। জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও উহার সংরক্ষণ এবং পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র স্থাপন।

১০। জনসাধারণের ব্যবহারার্থে উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ।

১১। নৌপথ, জলাধার, প্লাবনভূমি, বনভূমি ইত্যাদির ব্যবস্থাপনাও উন্নয়ন।

১২। জেলার সকল নদ-নদী, ঘাল ও অন্যান্য উন্মুক্ত জলাধারের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১৩। সরাইখানা, ডাকবাংলা এবং বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১৪। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ঠিক রাকার জন্য অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ।

১৫। জেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলি সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা।

১৬। ইউনিয়ন, উপজেলা ও পৌরসভাকে সহায়তা, সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান।

১৭। সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

১৮। সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য কাজ।

১৯। ই-গভার্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।

(ক) শিক্ষা

১। বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ

২। ছাত্রাবাসের জন্য দালান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৩। ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থা।

৪। শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ মঞ্জুরী প্রদান।

৬। শিক্ষামূলক জরিপ গ্রহণ, শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন।

৭। শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত সমিতিসমূহের উন্নয়ন ও সাহায্য।

৮। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন।

৯। স্কুলের শিশু-শিক্ষার্থীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা।

১০। বই প্রকাশনা ও ছাপাখানা রক্ষণাবেক্ষণ।

১১। এতিম ও দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা।

(খ) সংস্কৃতি

১২। তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১৩। সাধারণ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড উৎসাহিতকরণ।

১৪। জাদুঘর ও আর্ট গ্যালারি স্থাপন ও প্রদর্শনীর আয়োজন।

১৫। পাবলিক হল, কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং জনসভার জন্য স্থানের ব্যবস্থাকরণ।

১৬। নাগরিক শিক্ষার প্রসার এবং নাগরিক সংগঠনসমূহের জন্য সহায়তা।

১৭। শরীরচর্চার উন্নয়ন, খেলাধুলায় উৎসাহ দান এবং সমাবেশ ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া ও খেলাধুলার ব্যবস্থাকরণ।

১৮। স্থানীয় ঐতিহাসিক এবং আদি বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ।

(গ) সমাজকল্যাণ

১৯। দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ সদন, আশ্রয় সদন, এতিমখানা, বিধবা সদন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

২০। মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের দাফনের ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থাকরণ।

২১। ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে প্রকল্প গ্রহণ।

২২। দরিদ্রদের জন্য আইনগত সহায়তা (legal aid) এবং সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা।

২৩। নারী ও পশ্চাৎপদ শ্রেণির পরিবারের সদস্যদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

(ঘ) অর্থনৈতিক কল্যাণ

২৪। উন্নত কৃষি পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির সংরক্ষণ ও কৃষকগণকে উক্ত যন্ত্রপাতি ধারে প্রদান এবং সমবায় সমিতিগুলোর সাথে এসব বিষয়ে ব্যাপক কাজ করা।

২৫। কৃষি ঋণ প্রদান ও কৃষি শিক্ষার উন্নয়ন এবং কৃষি উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থাগ্রহণ।

২৬। জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন,বন্যানিরোধ, পানি ব্যবস্থাপনা বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত এবং কৃষি কাজে ব্যবহার্য পানি সরবরাহ, জমানো ও নিয়ন্ত্রণ।

২৭। জেলার সবত্র বনভূমি সংরক্ষণ।

২৮। ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার এবং ভূমি ব্যবহার আইন বাস্তবায়নে সহায়তা দান।

২৯। জেলার হাট-বাজার ব্যবস্থার উপর তথ্যায়ন স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

৩০। জেলার শিল্পসমূহের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা, শ্রমিক স্বার্থ, শ্রমিক স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ নজরদারী ও প্রকল্প গ্রহণ।

৩১। ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় কুটির শিল্প ও শিল্পীদের বিলুপ্তি থেকে রক্ষাকরা।

৩২। সমবায় আন্দোলন জনপ্রিয়করণ, সমবায় শিক্ষার উন্নতিসাধন ও সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক ব্যবসার প্রসার ঘটানো।

(ঙ) জনস্বাস্থ্য

৩৩। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ইউনিয়ন ও উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।

৩৪। সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং মশক নিধনের সমন্বিত কার্যক্রমে পৌরসবা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।

৩৫। জেলা পর্যায়ে হাসপাতাল ক্লিনিকগুলোর পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও স্বাস্থ্য অধিকার সুরক্ষায় নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থার সাথে কার্যক্রম গ্রহণ।

৩৬। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল গঠন।

৩৭। চিকিৎসা সেবায় সহায়তার জন্য হাসপাতাল কেন্দ্রিক স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্য সহায়তা তহবিল ও দল গঠন।

৩৮। কম্পাউন্ডার, নার্স এবং অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

৩৮। ইউনানী, আয়ুর্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

৩৯। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন ও শিশু মংগল কেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন, ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ দান এবং মাতা ও শিশুদের কল্যাণের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাগ্রহণ।

৪০। পশু-পাখির ব্যাধি দূরীকরণ এবং পশু-পাখিদের মধ্যে ছোঁয়াচে রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

৪১। জেলা দুগ্ধ সম্পদের অবস্থা নির্ণয়, দুগ্ধের বিশুদ্ধতা নিশ্চিতকরণ, দুগ্ধ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, দুগ্ধপল্লী স্থাপন এবং স্বাস্থ্যসম্মত আস্তাবলের ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ।

৪২। পশুপালন ও পাখি কল্যাণ উন্নত চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন।

(চ) গণপূর্ত

৪৩। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।

৪৪। পানি নিষ্কাশন পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ভূ-উপরিস্থ সুপেয় পানির জলাশয় সংরক্ষণ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, রাস্তা পাকাকরণ ও অন্যান্য জনহিতকর অত্যাবশ্যকীয় কাজ করা।

৪৫। এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোনো অধ্যাদেশের অধীন ন্যস্ত কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অথচ এই অধ্যাদেশের অন্যত্র উল্লেখ নাই এমন জনকল্যাণমূলক অত্যাবশ্যকীয় কাজের নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা।

(ছ) সাধারণ

৪৬। স্থানীয় এলাকা ও উহার অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতিসাধনের জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ।

অংশ-৪
পৌরসভার কার্যাবলি

<u>জনস্বাস্থ্য</u>

১। **স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব**।— পৌরসভা পৌর এলাকারে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে এতদসম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার থাকিলে, তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিবে।

২। **অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ**।— (১) কোনো ইমারত বা জায়গা অস্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকর অবস্থায় থাকিলে পৌরসভা নোটিশ দ্বারা ইহার মালিক বা দখলদারকে—

(ক) তাহা পরিস্কার করিতে বা যথাযথ অবস্থায় রাখিতে;

(খ) তাহা অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিতে;

(গ) উক্ত ইমারতের চুনকাম করিতে এবং নোটিশ উল্লিখিতরূপে ইহার অপরিহার্য মেরামতের ব্যবস্থা করিতে; এবং

(ঘ) উক্ত ইমারত বা জায়গা, স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিবার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) ক্রমিক (১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে নোটিশের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করা না হইলে, পৌরসভা উক্ত ইমারত বা জায়গার মালিক বা দখলদারের খরচে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে এবং এই বাবদ পৌরসভার যে খরচ হইবে, তাহা এই অধ্যাদেশের অধীন উক্ত মালিক বা দখলদারের উপর আরোপিত কর হিসাবে গণ্য হইবে।

৩। **আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপণা** ।— (১) পৌরসভা তাহার অধীন সকল জনপথ, সাধারণ পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, ইমারত ও জায়গা হইতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করিবার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) পৌরসভার সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানে, পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সকল ইমারত ও জায়গার দখলকারীগণ তাহা হইতে আবর্জনা অপসারণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) পৌরসভা নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলিবার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করিবে এবং যেইখানে অনুরূপ ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করা হইবে, পৌরসভা সাধারণ নোটিশ দ্বারা পার্শ্ববর্তী বাড়ি ঘর ও জায়গা-জমির দখলদারগণকে তাহাদের ময়লা বা আবর্জনা উক্ত পাত্র বা আধারে ফেলিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) পৌরসভার কর্মচারীগণ কর্তৃক অথবা তাহাদের তত্ত্বাবধানে অপসারিত বা সংগৃহীত আবর্জনা বা ময়লা এবং পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত পাত্র বা আধারে জমাকৃত ময়লা বা আবর্জনা পৌরসভার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) বর্জ্য রি-সাইকেলিং প্লান্ট স্থাপনে উদ্যেগী হইবে।

৪। **পাবলিক টয়লেট**।— (১) পৌরসভা পুরুষ ও নারীদের জন্য যথাযথ স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

(২) যেই সকল ঘরবাড়িতে টয়লেট আছে সেই সকল ঘরবাড়ির মালিক তাহা পৌরসভার সন্তুষ্টি অনুযায়ী সঠিক অবস্থায় রাখিবেন এবং এইজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বা পৌরসভা যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে হইবে।

(৩) আধুনিক পয়ঃব্যবস্থা স্থাপনের উদ্যেগ নিবে।

(৪) পৌরসভাসমূহ নিরাপদ শৌচাগার স্থাপন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) পাবলিক টয়লেট যাতে শিশু ও প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারের উপযোগী হয় পৌরসবা সে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) কোনো ঘরবাড়িতে টয়লেট না থাকিলে বা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকিলে, কিংবা কোনো আপত্তিকর স্থানে টয়লেটের ব্যবস্থা থাকিলে, পৌরসভা উক্ত ঘরবাড়ি বাসস্থানের মালিককে নোটিশ দ্বারা—

(ক) নোটিশে উল্লিখিতরূপে টয়লেটের ব্যবস্থা করা;

(খ) নোটিশে উল্লিখিতরূপে টয়লেট অপসারণ করা; এবং

(গ) যেইখানে ভূগর্ভস্থ কোনো পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা আছে, সেইখানে সাধারণভাবে পরিষ্কারযোগ্য টয়লেটকে পয়ঃপ্রণালীর সাথে সংযুক্ত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(ঘ) প্রয়োজনে দরিদ্র এলাকায় আর্থিক সহায়তা দিয়ে মলমূত্র পয়ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করিয়া দিবে।

৫। **জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ**।— (১) পৌরসভা তাহার সীমানার মধ্যে প্রতিটি জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবে এবং এইরূপ জন্ম-মৃত্যুর তথ্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করিবে এবং উহা সংরক্ষণ করিবে।

(২) বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ও বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ে পৌরসভা সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবে।

৬। **সংক্রামক ব্যাধি**।— (১) পৌরসভা বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী পৌর এলাকায় সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিবে।

(২) পৌরসভা নিজে এবং সরকারের প্রয়োজনে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

(৩) পৌরসভা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(৪) মশক নিধন ও মশক প্রজনন ক্ষেত্রগুলো স্বাস্থ্যকর অবস্থানে ফিরিয়ে আনার ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৭। **জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন**।— এ অধ্যাদেশ ও বিধি সাপেক্ষে, স্বাস্থ্যমূলক শিক্ষাসহ জনস্বাস্থ্যের উন্নতির বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো ব্যবস্থা পৌরসভা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৮। **হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি**।— (১) পৌরসভা পৌরবাসীর চিকিৎসার সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যেক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি বিধি ধারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

(৩) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, পৌরসভা ইহার পরিচালিত প্রত্যেক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ ও মানের ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে।

(৪) বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র ও ক্লিনিকগুলোর মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করার জন্য পরিবীক্ষণ কার্য চালাতে হবে।

৯। **চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইত্যাদি**।— পৌরসভা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে বা সরকার নির্দেশ দিলে নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা:—

(ক) চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;

(খ) ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সাহায্য ইউনিটের স্থাপন ও পরিচালনা;

(গ) চিকিৎসা সাহায্য প্রদানকল্পে হাসপাতাল কেন্দ্রিক স্বেচ্ছাসেবী রোগী সেবা তহবিল ও সমিতি গঠনে উৎসাহ প্রদান;

(ঘ) চিকিৎসা সাহায্যের জন্য সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রকল্পভিত্তিক অর্থ প্রদান; এবং

(ঙ) স্কুল স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করে শিক্ষার্থীদের জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল গঠন।

পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন

১০। **পানি সরবরাহ**।— (১) পৌরসভার নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে পৌরসভার স্বার্থে সাধারণ ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে।

(২) পৌরসভা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে অথবা সরকার নির্দেশ দিলে পানি সরবরাহ, সঞ্চয় ও বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবার লক্ষ্যে বিধি অনুযায়ী পানি সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে নলের সাহায্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়, সেইক্ষেত্রে পৌরসভা প্রবিধান অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি ঘর বাড়িতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং তজ্জন্য অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

১১। **পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস**।— (১) পৌরসভার অভ্যন্তরে সকল বেসরকারি পানি সরবরাহের উৎস পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন থাকিবে।

(২) পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত পানীয় জলের জন্য কোনো নতুন কূপ খনন, নলকূপ স্থাপন অথবা পানি সরবরাহের জন্য অন্য কোনো উৎসের ব্যবস্থা করা যাইবে না।

(৩) এই অনুমোদিত উৎসের উপর পৌরসভা করারোপ করিতে পারিবে।

(৪) নদী-খাল প্রভৃতি জলাধারের দূষণরোধ করে ঐ জলাধারের পানি শোধন করে কৃত্রিম জলাধার প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে।

১২। **পানি নিষ্কাশন**।— (১) পৌরসভা নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের সীমাবদ্ধতার মধ্যে পৌরসভায় পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন নর্দমার ব্যবস্থা করিবে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নর্দমাগুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবে এবং পরিষ্কার রাখিবে।

(২) পৌরসভার অনুমোদনক্রমে তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে এবং ফিস প্রদানে কোনো বাড়ি বা জায়গার মালিক তাহার নর্দমা পৌরসভার নর্দমার সহিত সংযুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) পৌরসভায় অবস্থিত সকল বেসরকারি নর্দমা পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীনে থাকিবে এবং পৌরসভা প্রবিধান অনুযায়ী ইহার সংস্কার করিবার এবং বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) ধীরে ধীরে পৌরসবাকে ষ্টর্ম সুয়ারেজ ব্যবস্থার আওতায় আনার পরিকল্পনা করিবে।

১৩। **পানি নিষ্কাশন প্রকল্প**।— (১) পৌরসভা স্বীয় উদ্যোগে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে পানি, ময়লা-আবর্জনা নিষ্কাশন প্রকল্প সরকারি এবং বেসরকারি তহবিল দ্বারা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) ক্রমিক (১) এর আওতায় নিষ্কাশন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ তাহা বিবেচনার পর ইহাতে সংশোধনসহ বা সংশোধন ছাড়া তাহা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

(৩) অনুমোদিত প্রকল্প নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়িত হইবে।

(৪) পৌরসভায় অবস্থিত কোনো বাড়িঘর বা জায়গার মালিককে পৌরসভা নোটিশ দ্বারা—

(ক) উক্ত বাড়িঘর বা জায়গায় বা তৎসংলগ্ন রাস্তায় নোটিশে উল্লিখিত নর্দমা নির্মাণ করা;

(খ) অনুরূপ যে কোনো নর্দমা অপসারণ, সংস্কার বা ইহার উন্নয়ন করা; এবং

(গ) উক্ত বাড়িঘর বা জায়গা হইতে সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৪। **স্নান ও ধৌত করার স্থান**।— (১) পৌরসভা, সময় সময়,—

(ক) সর্ব সাধারণের বিশেষত: গরীব জনগণের ব্যবহারের জন্য খাবার পানি গোসল ও পায়খানা নির্মাণ করে তা নামমাত্র মূল্যে চালাতে হবে;

(২) পৌরসভা হইতে প্রাপ্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাদি লংঘন করিয়া কোনো ব্যক্তি সাধারণের ব্যবহার্য গোসলখানা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

১৫। **ধোপী-ঘাট এবং ধোপা**।— (১) পৌরসভা ধোপাদের ব্যবহারের জন্য ধোপীঘাটের ব্যবস্থা করিবে এবং প্রবিধান দ্বারা উক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং ইহার ব্যবহারের জন্য ফিস ধার্য করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা ধোপাদের লাইসেন্স এবং তাহাদের পেশা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

১৬। **সরকারি জলাধার**।— (১) যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পৌরসভা ব্যক্তি মালিকানাধীন নহে পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত এইরূপ সকল পানির উৎস, ঝর্ণা, নদী, দীঘি, পুকুর অথবা ইহার কোনো অংশকে সরকারি জলাধার হিসেবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা প্রবিধান অনুযায়ী কোনো সরকারি জলাধারে আমোদ-প্রমোদ এবং জীবন রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং পানি সেচ, পানি নিষ্কাশন ও নৌ-চলাচল সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে ইহার উন্নয়ন ও সংস্কার করিতে পারিবে।

(৩) সরকারি জলাধারকে দূষণমুক্ত রাখিবার লক্ষ্যে যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দূষিত করিবার প্রয়াস চালায় বা দুষিত করিয়ান বা দূষণের সাথে জড়িত থাকেন তবে তাহাদের বিরুদ্ধে পৌরসভা শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) যদি দূষণের উৎসমূল পৌরসভা বহির্ভূত হয় সেই ক্ষেত্রে পৌরসভা প্রচলিত আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১৭। **সাধারণ খেয়া পারাপার**।— (১) পৌরসভা উপ-আইন দ্বারা সরকারি জলাধারে ভাড়ায় চলাচলকারী নৌকা বা অন্যান্য যানবাহনের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করিতে, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ করিতে এবং তজ্জন্য প্রদেয় ফিস নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

(২) সরকার কোনো অংশ বিশেষকে সাধারণ খেয়া পারাপার হিসেবে ঘোষণা করিয়া ইহার ব্যবস্থাপনা পৌরসভার উপর ন্যস্ত করিতে পারিবে এবং পৌরসভা বিধি অনুযায়ী উক্ত খেয়া পরিচালনা করিবে এবং তাহা ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত টোল আদায় করিবে।

১৮। **সরকারি মৎস্য ক্ষেত্র**।— পৌরসভা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোনো জলাধারকে সাধারণ মৎস্য ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে এবং এইরূপ মৎস্য ক্ষেত্রে মৎস্য শিকারের অধিকার পৌরসভার উপর ন্যস্ত থাকিবে, এবং পৌরসভা বিধি অনুসারে ইহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে।

খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি

১৯। **খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত প্রবিধান**।— পৌরসভা খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে—

(ক) লাইসেন্স ব্যতীত কোনো স্থান বা ঘরবাড়িতে কোনো নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(খ) লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য বিক্রয়য়ার্থে পৌরসভায় আমদানি কিংবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য ফেরি নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(গ) প্রবিধানে উল্লিখিত পৌরসভার স্থানসমূহে নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদির ফেরী করা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(ঘ) নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানীয়দ্রব্য পরিবহনের সময় ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিব;

(ঙ) এই ক্রমিকের অধীনে লাইসেন্স প্রদান ও প্রত্যাহার এবং লাইসেন্সের জন্য প্রদেয় ফিস নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(চ) খাদ্যের জন্য আনীত বা নির্দিষ্ট কোনো রোগাক্রান্ত পশু, হাঁস-মুরগী বা মাছ কিংবা কোনো বিষাক্ত খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য আটক ও ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২০। **দুধ সরবরাহ**।— (১) পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং উক্ত লাইসেন্সের শর্তানুসারে ব্যতীত কোনো ব্যক্তি পৌর এলাকায় দুধ বিক্রয়ের জন্য দুগ্ধবতী গবাদিপশু পালন করিবেন না অথবা কোনো দুগ্ধ আমদানী বা বিক্রয় করিবেন না, অথবা মাখন, ঘি বা দুগ্ধজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবেন না বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ব্যবহার করিবেন না।

(২) এলাকায় দুগ্ধ খামার প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট, বিতরণ ব্যবস্থা করিতে হইলে পরিবেশ অধিদপ্তর বিএমটিআই পশুপালন অধিদপ্তরের অনুমতি এবং তার সকল বৈজ্ঞানিক পন্থা, যন্ত্রপাতি ও জনবলের ছাড়পত্র প্রয়োজন হইবে।

২১। **সাধারণের বাজার**।— (১) পৌর এলাকায় অবস্থিত সরকারি হাট-বাজার নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের দায়িত্ব পৌরসভার উপর থাকিবে।

(২) পৌরসভা সাধারণের বাজার এবং হাটের ব্যবস্থাপণার জন্য প্রবিধান প্রণয়ণের মাধ্যমে—

(ক) বাজার ব্যবহার অথবা বাজারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য ফিস ধার্য করিবার,

(খ) বিক্রয়ার্থ পণ্য বহনকারী যানবাহন বা পশুর উপর ফিস আরোপ করিবার,

(গ) দোকান ও স্টল ব্যবহারের জন্য ফিস আদায় করিবার,

(ঘ) বিক্রয়ের জন্য আনীত বা বিক্রিত পশুর উপর ফিস ধার্য করিবার,

(ঙ) বাজারের দালাল, কমিশন এজেন্ট, কয়াল এবং বাজারের জীবিকা অর্জনকারী অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে ফিস আদায়ের,

বিধান করিতে পারিবে।

২২। **বেসরকারি বাজার**।— (১) পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং ইহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত পৌর এলাকার মধ্যে কোনো বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করা যাইবে না।

(২) ক্রমিক (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পূর্বে পৌর এলাকায় খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় অথবা পশু বিক্রয়ের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকৃত প্রত্যেকটি বেসরকারি বাজারের মালিক এ অধ্যাদেশ বলবৎ করিবার তিন মাসের মধ্যে পৌরসভার নিকট লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিবেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাহাকে লাইসেন্স প্রদান করা না হয় ততদিন পর্যন্ত তিনি উক্ত বাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকিবেন।

(৩) পৌরসভা প্রবিধান অনুযায়ী বেসরকারি বাজার হইতে ফিস আদায় করিতে পারিবে।

(৪) পৌরসভা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে যে, কোনো বেসরকারি বাজার জনস্বার্থে বন্ধ করিয়া দেওয়া অথবা ইহার কর্তৃত্ব পৌরসভার গ্রহণ করা উচিত তাহা হইলে পৌরসভা বাজারটি বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা Acquisition Act, 1894 এর অধীন উক্ত বাজার অধিগৃহীত হইলে ইহার জন্য যেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে সেই ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে পৌরসভা উক্ত বাজারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবে।

(৫) পৌরসভা নোটিশ দ্বারা বেসরকারি বাজারের মালিককে উক্ত নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বাজারের প্রয়োজনীয় নির্মাণ কার্য সমাধা করিবার বা ইহাতে প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা করিবার এবং তাহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নোটিশে উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে নির্দেশ দিতে পারিবে।

২৩। **কসাইখানা**।— পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পৌর এলাকার সীমানার মধ্যে বা ইহার বাহিরে এক বা একাধিক উন্মুক্ত স্থানে জবাই ও গোস্ত বিক্রয় নিষিদ্ধ হইবে। পৌরসবা আধুনিক কসাইখানার ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

পশু

২৪। **পশুপালন**।— (১) পৌরসভা পশু হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা পশুর মধ্যে সংক্রামক রোগের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে পারিবে এবং এই সকল রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে টিকাদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করিতে পারিবে; এবং অনুরূপ

রোগজীবানু দ্বারা যেই সকল পশু আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় সেই সকল পশুর চিকিৎসার ও ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২৫। **বেওয়ারিশ পশু**।— (১) পৌরসভা প্রবিধান খারা রাস্তায় জনসাধারণের ব্যবহৃত স্থান বা চাষকৃত ভূমিতে বন্ধনহীন অবস্থায় ইতস্ততঃ বিচরণরত পশু আটক করা রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা স্বীয় উদ্যোগে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া প্রবিধান দ্বারা গবাদিপশু আবদ্ধ করিতে পারিবে এবং আবদ্ধকৃত পশুর জন্য জরিমানা ও ফিস আদায়ের বিধান করিতে পারিবে।

২৬। **পশুশালা ও খামার**।— (১) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পশুশালা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং প্রবিধানের শর্তানুসারে ফিস এবং অন্যান্য বায় প্রদান করিতে পারিবে, এবং প্রবিধানের শর্তানুসারে ফিস এবং অন্যান্য ব্যয় প্রদান সাপেক্ষে ইহাতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পশুসমূহ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং প্রবিধানে নির্দেশিত পন্থায় এইরূপ খামারসমূহ ব্যবস্থিত ও পরিচালিত হইবে।

২৭। **গবাদিপশু বিক্রয় নিবন্ধন**।— পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা ইহাতে উল্লিখিত প্রত্যেক পশুর বিক্রয় নিবন্ধিত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপ বিক্রয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং ফিস প্রদানে নিবন্ধিত করিবার বিধান করিতে পারিবে।

২৮। **প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন**।— পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পশুপালন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন অথবা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ প্রকল্পে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যাহাতে নির্দিষ্ট কোনো বয়স অপেক্ষা অধিক বয়সী পশু নিবীর্য না করিয়া অথবা কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, তাহা প্রজননক্ষম এই মর্মে প্রত্যয়ন না করিয়া রাখিতে না পারিলে তাহার বিধানও করা যাইবে।

২৯। **বিপজ্জনক পশু**।— পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা উল্লিখিত কোনো পশু বিপজ্জনক পশু বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোনো পশু কি অবস্থায় সচরাচর বিপজ্জনক না হইবার সত্ত্বেও কি অবস্থায় বিপজ্জনক বলিয়া গণ্য হইবে তাহা বিধান করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ প্রবিধানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অনুরূপ পশু আটক ও ধ্বংস অথবা অন্যভাবে অপসারণ করিতে পারিবে।

৩০। **গবাদি পশু প্রদর্শনী, চিড়িয়াখানা, ইত্যাদি**।— (১) পৌরসভা পৌর এলাকার মধ্যে গবাদিপশু প্রদর্শনী ও মেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং উক্ত প্রদর্শনী ও মেলায় দর্শকদের নিকট হইতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফিস আদায় করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, চিড়িয়াখানা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে এবং তদুদ্দেশ্যে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

৩১। **পশুর মৃতদেহ অপসারণ**।— যদি কোনো ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রক্ষিত কোনো পশু বিক্রয় করা বা খাবার অথবা কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জবাই করা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে মারা যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি—

(ক) উক্ত পশুর মৃতদেহ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে (যদি থাকে) ফেলে দিবেন কিংবা পৌর এলাকার সীমানার এক মাইল বাহিরে কোনো স্থানে ফেলিয়া দিবেন; অথবা

(খ) উক্ত পশুর মৃত্যু সম্পর্কে পৌরসভাকে অবহিত করিবেন এবং পৌরসভা উক্ত পশুর মৃতদেহ অপসারণের ব্যবস্থা করিবে এবং প্রবিধান অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ফিস আদায় করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারায় “পশু” বলিতে শিং বিশিষ্ট সকল প্রকার গবাদিপশু, হাতি, উট, ঘোড়া, টাট্টু-ঘোড়া, গাধা, খাচর, হরিণ, ভেড়া, ছাগল, শুকর, কুকুর, বিড়াল এবং অন্যান্য বৃহদাকার পশুকে বুঝাইবে।

শহর পরিকল্পনা

৩২। **মহাপরিকল্পনা**।— পৌরসভা ইহা গঠনের অথবা এই অধ্যাদেশ অথবা সংশোধনী বলবৎ হইবার ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক নয় এইরূপ সময়ের মধ্যে পৌর এলাকার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে। জাতীয় নির্দেশিকা, আইন ও প্রবিধির সহিত প্রণীতব্য মহাপরিকল্পনা সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকিবে—

(ক) পৌর এলাকার ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনসেবামূলক এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরণ সম্বলিত একটি জরিপ;

(খ) পৌর এলাকার কোনো স্থানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, উন্নতিসাধন; এবং

(গ) পৌর এলাকার মধ্যে কোনো এলাকায় জমির উন্নতিসাধন, ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ।

(ঘ) এই পরিকল্পনা জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার সাথে সাংঘার্ষিক হইবে না এবং ভূমি ব্যবস্থার আইন ২০২৫-এর আওতাধীন হইবে।

৩৩। **জমির উন্নয়ন প্রকল্প**।— (১) ক্রমিক ৩২ এর অধীন প্রণীত কোনো মহাপরিকল্পনা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধনসহ অনুমোদিত হইলে অনুমোদিত মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কোনো এলাকায় কোনো জমির মালিক উক্ত এলাকার জন্য বিধি অনুযায়ী প্রণীত জমি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে অসামঞ্জস্য হয় এইরূপ মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণের অধিক কোনো জমির উন্নয়ন সাধন বা ইহাতে কোনো ইমারত। নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করিতে পারিবে না।

(২) কোনো জমির উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথা:—

(ক) কোনো এলাকাকে বিভিন্ন প্লটে বিভক্তকরণ;

(খ) রাস্তা, নর্দমা ও খালি জায়গার ব্যবস্থাকরণ;

(গ) জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত এবং পৌরসভাতে হস্তান্তরিত হইবে এইরূপ জমি;

(ঘ) কোনো জমি পৌরসভা অধিগ্রহণ করিবে;

(ঙ) প্লটসমূহের মূল্য;

(চ) কোনো স্থানের মালিকের খরচে সম্পাদনীয় কার্য; এবং

(ছ) এলাকার উন্নতিসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়।

৩৪। **জমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করা**।— (১) জমি উন্নয়ন প্রকল্প পৌরসভার পরিদর্শনাধীন নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়িত করা হইবে, এবং তাহা বাস্ত বায়নের বিষয়ে পৌরসভা প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি জমি উন্নয়ন প্রকল্পের বিধানের লংঘন করিয়া কোনো এলাকা, কোনো জায়গা উন্নয়ন করা হয়, তাহা হইলে পৌরসভা নোটিশ দ্বারা জমির মালিককে অথবা বিধান খেলাপকারী ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিতভাবে জায়গাটিতে পরিবর্তন সাধন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি নির্দেশ মোতাবেক পরিবর্তন সাধন করা না হয়, ইহা হইলে পৌরসভা প্রবিধান অনুসারে আপত্তিকর নির্মাণ কার্য ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ঐরূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না এবং পৌরসভা কর্তৃক ভাঙ্গিয়া ফেলা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে আদায় করা হইবে।

(৩) যদি জমি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোনো জমির, প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, উন্নয়ন সাধন করা না হয় এবং পৌরসভা তজ্জন্য সময় বর্ধিত না করিয়া অথবা জমিটির উন্নয়ন উক্ত প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন না হয়, তাহা হইলে পৌরসভা প্রবিধান অনুসারে জমিটির উন্নয়নের ভার স্বয়ং গ্রহণকরতঃ প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ সমাধান করিতে পারিবে, এবং পৌরসভা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ জমির মালিকের নিকট হইতে তাঁহার উপর এ অধ্যাদেশের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

ইমারত নিয়ন্ত্রণ

৩৫। **ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ**।— (১) পৌরসভা কর্তৃক ইমারতের জায়গা (সাইট) এবং ইমারতের নকশা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণ করিবেন না অথবা ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণ শুরু করিতে পারিবেন না।

(২) ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণে ইচ্ছুক ব্যক্তি অনুমোদনের জন্য প্রবিধানে উল্লিখিত পন্থায় আবেদন করিবেন এবং পৌরসভা কর্তৃক ধার্যকৃত ও নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ পূর্বানুমোদিত ফিস প্রদান করিবেন।

(৩) এই ক্রমিকের অধীনে উপস্থাপিত সকল ইমারত নির্মাণ আবেদন প্রবিধানে উল্লিখিত পন্থায় নিবন্ধিত করিতে হইবে, তবে নিবন্ধিকরণের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। কোনো আবেদন নিবন্ধিকরণের ষাট দিনের মধ্যে দাখিল করা হইলে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে পৌরসভা কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করা না হইলে উহা অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যদি না তাহা ইমারত উপ-আইনে, অথবা মহাপরিকল্পনা অথবা ভূমি উন্নয়ন স্কীমের (যদি থাকে) শর্তাবলিকে লঙ্ঘন না করিয়া।

(৪) পৌরসভা লিখিতভাবে কোনো কারণবশত কোনো সাইট নকশা অথবা ইমারত নকশা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে, তবে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি প্রত্যাখ্যান আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন, এবং আপিলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত আদেশই চূড়ান্ত হইবে।

(৫) সংশোধন সাপেক্ষে অথবা অনুমোদন আদেশে নির্দেশিত শর্ত সাপেক্ষে পৌরসভা সাইট নকশা অথবা ইমারত নকশা অনুমোদন করিতে পারিবে।

(৬) পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা কোনো কাজ সংযোজন অথবা পরিবর্তন অথবা অব্যাহতি ঘোষণা করিলে এই ক্রমিকের অধীন কোনো কিছুই তাহাতে প্রযোজ্য হইবে না।

(৭) ইমারত নির্মাণের নকশা ও পরিকল্পনা অনুমোদন কাজে নবগঠিত জন প্রকৌশলসেবা অধিদপ্তর পৌরসভাকে করিগরি সহায়তা প্রদান করিবে।

৩৬। **ইমারত সমাপন, ইমারত পরিবর্তন, ইত্যাদি**।— (১) ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি ইমারত সমাপনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এইরূপ সমাপনের প্রতিবেদন পৌরসভার নিকট দাখিল করিবেন।

(২) পৌরসভা সমাপনকৃত প্রত্যেকটি ইমারত পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং এ অধ্যাদেশে অথবা বিধির অথবা প্রবিধি অথবা ভূমি উন্নয়ন স্কীমের মহাপরিকল্পনার, যদি থাকে, কোনো শর্তের অতিক্রমণ অথবা লঙ্ঘন করিয়া যদি কোনো ইমারত নির্মাণ করা হইয়া থাকে তবে শর্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইবার জন্য পৌরসভা ইমারতটি পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং যেইখানে এইরূপ পরিবর্তন সম্ভব নহে সেইখানে পৌরসভা ইমারতটি অথবা এইরূপ ইমারতের মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে অপরাধের আপোষ-মীমাংসা করিতে পারিবে, তবে শর্ত থাকে যে, মহাপরিকল্পনা অর্থবা অনুমোদিত ভূমি উন্নয়ন স্কীমের শর্তের অতিক্রমণ অথবা লঙ্ঘনজনিত কোনো অপরাধ এইরূপে আপোস মীমাংসা করা যাইবে না।

(৩) ক্রমিক (২) এর শর্তের অধীন যদি কোনো ইমারত ভাসিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয় এবং এইরূপ প্রয়োজন যদি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পালিত না হয় তবে পৌরসভা নিজস্ব অনুসংগঠণের (এজেন্সী) মাধ্যমে ইমারত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে এবং তাহাতে পৌরসভা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ এ অধ্যাদেশের অধীনে ইমারত মালিক অথবা দখলকারের উপর আরোপিত কর হিসেবে গণ্য হইবে।

৩৭। **ইমারত নিয়ন্ত্রণ**।— (১) যদি পৌরসভার নিকট কোনো ইমারত অথবা তাহাতে স্থাপিত কোনো কিছু ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় আছে অথবা ধ্বসিয়া পড়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় অথবা কোনো প্রকারে এইরূপ ইমারতের কোনো বাসিন্দার অথবা পার্শ্ববর্তী কোনো ইমারত অথবা তাহার কোনো দখলকারের অথবা পথচারীদের জন্য বিপজ্জনক বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে পৌরসভা এইরূপ ইমারতের মালিক অথবা দখলকারের নোটিশের মাধ্যমে নোটিশে নির্ধারিত পন্থায় ইমারত সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি ইহার কোনো ব্যত্যয় হয় তাহা হইলে পৌরসভা নিজে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তাহাতে পৌরসভা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ এই আইনের অধীনে ইমারতের মালিক অথবা দখলদারের উপর আরোপিত কর হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) যদি কোনো ইমারত বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে অথবা কোনোভাবে তাহা মানুষ বসবাসের অনুপযুক্ত হয় তাহা হইলে পৌরসভার সন্তুষ্টি মোতাবেক তাহা যথোপযুক্তভাবে মেরামত না হওয়া অবধি এইরূপ ইমারতের বসবাস পৌরসভা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

সড়ক

৩৮। **সাধারণের সড়ক**।— (১) পৌরসভা পৌর এলাকার অধিবাসী এবং তথায় আগন্তকদের যাতায়াত সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সড়ক এবং অন্যান্য যোগাযোগের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

(২) পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর করিবে এবং ইহা বাবদ যাবতীয় ব্যয় বাজেটে যথাযথ সংস্থান সাপেক্ষে নির্বাহ করা যাইবে, তবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে উক্ত কর্মসূচী পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

৩৯। **সড়ক**।— (১) পৌরসভার পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্ত অনুমোদনের শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোনো নতুন সড়ক তৈয়ার করা যাইবে না।

(২) সাধারণের সড়ক ব্যতিত অন্যান্য সকল সড়ক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ হইবে।

(৩) পৌরসভা নোটিশ দ্বারা, নোটিশে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোনো রাস্তা পাকা করা বা ইহার পানি নিষ্কাশন বা ইহাতে আলোর ব্যবস্থা করা বা অন্য কোনো প্রকারে ইহাকে উন্নত করার নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি উক্ত নির্দেশ অমান্য করা হয়, তাহা হইলে পৌরসভা স্বীয় এজেন্ট দ্বারা উক্ত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে এবং তাহা বাবদ ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাঁহাদের উপর এ অধ্যাদেশের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) কোনো সাধারণ সড়ক ছাড়া অন্য কোনো সড়ক কি পদ্ধতিতে সাধারণ সড়কে পরিবর্তিত করা হইবে সরকার বিধি দ্বারা তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৪০। **সড়ক সম্বন্ধে সাধারণ বিধানাবলি**।— বিধি দ্বারা নিধারিত পদ্ধতিতে পৌরসভা রাস্তাঘাটের নাম ও নম্বর, বাড়ির নম্বর এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

(ক) সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের সহিত পরামর্শ;

(খ) সড়ক নম্বর অথবা নামকরণ;

(গ) যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে সড়ক এর বিদ্যমান নম্বর এবং নাম পরিবর্তন; এবং

(ঘ) কোনো ব্যক্তি কোনো সড়ক বা ইহার নাম বা নামফলক ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না কিংবা পৌরসভার পূর্বানুমতি ব্যতীত সড়কের নামফলক অপসারণ করিবে না।

৪১। **সড়ক বাতির ব্যবস্থা**।— (১) পৌরসভা ইহার সিদ্ধান্ত অনুসারে সাধারনের সড়ক বা ইহার উপর ন্যস্ত সর্বসাধারণের স্থান যথাযথভাবে আলোকিত করিবার জন্য তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ অথবা অন্য কোনো আলোক বিচ্ছুরণ বস্তুর সাহায্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সড়কে আলোকিতকরণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

৪২। **সড়ক ধোয়ার ব্যবস্থা**।— পৌরসভা জনসাধারণের আরাম ও সুবিধার জন্য সাধারণ সড়ক পানি দ্বারা ধৌত করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যানবাহন, কর্মীবর্গ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

৪৩। **যানবাহন নিয়ন্ত্রণ**।— পথচারীগণ যাহাতে পথ চলিতে বিপদগ্রস্ত না হন এবং তাহারা নিরাপদে ও অনায়াসে পথে চলাফেরা করিতে পারেন তাহার জন্য পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

৪৪। **সাধারণ যানবাহন**।— (১) কোনো ব্যক্তি পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত পৌর এলাকায় মোটরগাড়ী ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ যানবাহন রাখিতে, ভাড়া দিতে বা চালাইতে পারিবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং ইহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত পৌর এলাকায় কোনো জনসাধারণ যানবাহন টানিবার জন্য ঘোড়া বা অন্য পশু ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(৩) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাধারণ যানবাহনের ভাড়া নির্ধারণ করিতে পারিবে দাবি করিতে পারিবেন না। এবং কোনো ব্যক্তি এইরূপ নির্ধারিত ভাড়ার অধিক ভাড়া

ব্যাখ্যা।— এই ধারায় “সাধারণ যানবাহন” বলিতে সাধারণত ভাড়ার জন্য চলাচলকারী যানবাহনকে বুঝাইবে।

জননিরাপত্তা

৪৫। **অগ্নি নির্বাপণ**।— (১) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তপক্ষের অনুমোদন ক্রমে অগ্নিনিরোধ ও অগ্নিনির্বাপনের জন্য দমকল বাহিনী গঠন করিতে পারিবে এবং উহার সদস্য সংখ্যা, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি বিধি যারা নির্ধারিত হইবে।

(২) পৌর এলাকায় কোনো অগ্নিকান্ড ঘটিলে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট অথবা দমকল বাহিনীর কার্য পরিচালনাকারী কোনো কর্মকর্তা কিংবা অন্যূন সাব ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদা সম্পন্ন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা—

(ক) কোনো ব্যক্তি অগ্নিনির্বাপক কার্যে অথবা যান মাল রক্ষার ব্যাপারে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহাকে অপসারণ করিতে বা অপসারণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(খ) অগ্নিকান্ডের স্থানে বা উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে কোনো রাস্তা বা পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন;

(গ) অগ্নিনির্বাপণের উদ্দেশ্যে যে কোনো বাড়িঘর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন অথবা উহার মধ্যে দিয়া অগ্নিনির্বাপণকারী পানির পাইপ ও যন্ত্রপাতি নেওয়ার জন্য পথের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঘ) যেই স্থানে অগ্নিকান্ড ঘটিয়াছে সেই স্থানে পানির চাপ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উহার চারপাশে অবস্থিত যে কোনো পাইপ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন;

(ঙ) অগ্নিনির্বাপক গাড়ীর দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তিকে অগ্নিনির্বাপণে সম্ভাব্য সকল সাহায্য দানের আহ্বান জানাইতে পারিবেন;

(চ) যানমাল রক্ষার্থে অন্য যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন কোনো কিছু করা হইলে অথবা সরল বিশ্বাসে করার জন্য ইচ্ছা করা হইলে তজ্জন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

(৪) ক্রমিক (৩) এ অথবা অন্য কোনো আইনে বা কোনো বীমা পলিসিতে যাহাই থাকুক না কেন এই ক্রমিকের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে কোনো ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতিকে কোনো অগ্নিবীমা পলিসির প্রয়োজনে অগ্নিকাণ্ডজনিত স্ফীতি বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৬। **বেসামরিক প্রতিরক্ষা**।— পৌরসভা পৌর এলাকায় বেসামরিক প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহার নির্ধারিত কার্যাবলি সম্পন্ন করিবে।

৪৭। **বন্যা**।— বন্যা প্রতিরোধ করিবার জন্য, বন্যা দূর্গত এলাকা হইতে জনগণকে উদ্ধার করিবার এবং বন্যা কবলিত জনগণকে সাহায্য করিবার জন্য পৌরসভা প্রয়োজনীয় নৌকা, সাজসরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করিবে এবং জেলা প্রশাসকের আবশ্যিক বিবেচিত হইলে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় তাহা অবশ্যই করিবে।

৪৮। **দুর্ভিক্ষ**।— দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিলে জেলা প্রশাসকের অনুমোদক্রমে এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য ত্রাণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পৌরসভা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৯। **বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসায় বাণিজ্য**।— (১) সরকার বিধিমালা দ্বারা কী কী দ্রব্য বা ব্যবসায় এই ধারার উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর তাহা নির্ধারণ করিবে।

(২) পৌরসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোনো লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত। কোনো ব্যক্তি—

(ক) কোনো বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসা চালাইতে পারিবেন না;

(খ) কোনো বাড়িঘর বা স্থানকে কোনো বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসার জন্য ব্যবহার করিতে দিতে পারিবেন না; এবং

(গ) গার্হস্থ্য কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বা কোনো আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার অধিক কোনো বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর বস্তু কোনো বাড়িঘরে রাখিতে পারিবেন না।

(৩) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করিবার পৌরসভা পৌর এলাকার কোনো এলাকাকে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসার জন্য নিষিদ্ধ এলাকা বলিয়া নির্ধারিত করিতে পারিবে এবং উক্ত এলাকায় ঐরূপ বস্তুর ব্যবসা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

৫০। **কবরস্থান ও শ্মশান**।— (১) পৌরসভা মৃত ব্যক্তির দাফন বা দাহেন জন্য কবরস্থান ও শ্মশানের ব্যবস্থা করিবে এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোনো কবরস্থান বা শ্মশানকে পৌরসভার উপর ন্যস্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অনুরূপ ঘোষণার পর উহা পৌরসভার উপর ন্যস্ত হইবে এবং পৌরসভা উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) যেই সকল কবরস্থান বা শ্মশান পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত হয় না সেই সকল গোরস্থান বা শ্মশান পৌরসভার নিকট হইতে নিবন্ধিত করাইতে হইবে এবং উহা প্রবিধান অনুযায়ী পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন থাকিবে।

(৪) পৌরসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোনো লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুয়ায়ী ব্যতীত কোনো নতুন গোরস্থান বা শ্মশান প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

গাছ, পার্ক, উদ্যান ও বন

৫১। **বৃক্ষরোপণ**।— (১) পৌরসভা পৌর এলাকার সাধারণ রাস্তা ও অন্যান্য সরকারি জায়গায় বৃক্ষরোপণ করিবে এবং উহার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) পৌরসভা কমিউনিটির জনসাধারণের সহিত পরামর্শক্রমে বৃক্ষরোপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

৫২। **উদ্যান**।— (১) পৌরসভা পৌর এলাকার মধ্যে সর্বসাধারণের সুবিধা ও চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ উদ্যান নির্মাণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং প্রবিধান অনুযায়ী উক্ত উদ্যান পরিচালিত হইবে।

(২) প্রত্যেক সাধারণ উদ্যানের উন্নয়নের জন্য পৌরসভা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

৫৩। **খোলা জায়গা**।— (১) পৌরসভা পৌর এলাকার মধ্যে সর্বসাধারণের সুবিধার্থে খোলা জায়গার ব্যবস্থা করিব এবং উহাকে তৃণাচ্ছিত করা, ঘেরা দেওয়া এবং উন্নয়ন করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) তবে খোলা জায়গার শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না এবং অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উক্ত জমি ব্যবহার করা যাইবে না।

৫৪। **বনরাজী**।— পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যন এবং উদ্ভিদের উন্নয়ণ সাধন এবং তাহা কাজে লাগানোর জন্য বন পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে এবং উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক ইহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

৫৫। **বৃক্ষ সংক্রান্ত ক্ষতিসাধন কার্যাবলি**।— (১) পৌরসভা প্রবিধানের মাধ্যমে বৃক্ষ ও চারা গাছের ধ্বংস সাধনকারী কীট-পতঙ্গ বিনাশের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) যদি পৌর এলাকায় কোনো জমিতে বা অঙ্গানে ক্ষতিকর গাছপালা বা লতাগুল্ম জন্মে তাহা হইলে পৌরসভা নোটিশ দ্বারা জমি বা অঙ্গানের মালিক ও দখলদারকে উহা পরিষ্কার করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে পৌরসভা নিজেই উহা পরিষ্কার করিতে পারিবে এবং এই বাবদ পৌরসভার যাবতীয় ব্যয় উক্ত মালিক ও দখলদারের নিকট হইতে তাহাদের উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাব আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিপজ্জনক বৃক্ষ কর্তন করিবার অথবা রাস্তার উপর ঝুলন্ত এবং রাস্তার চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বা অন্য কোনো অসুবিধা সৃষ্টিকারী উহার শাখা ছাঁটিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে। তবে স্থানীয় কমিউনিটির জন্য অস্বাস্থ্যকর কোনো গাছ লাগানো যাইবে না।

(৪) পৌরসভা, নোটিশ দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত কোনো এলাকায় জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো শস্য বা গাছ উৎপাদন নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

৫৬। **পুকুর ও নিম্নাঞ্চল**।— পৌরসভা যদি প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত উপায়ে পুকুর খনন ও পুনঃখনন এবং নিম্নাঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবশ্যিক বিবেচিত হইলে তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিবে।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি

৫৭। **শিক্ষা**।— (১) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে পৌর এলাকায় শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা কর্তৃক ইতিপূর্বে স্থাপিত বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবে।

(৩) পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত কোনো জায়গায় নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব হইলে পৌরসভা সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধ করিবে।

(৪) পৌরসভা পৌর এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

৫৮। **বাধ্যতামূলক শিক্ষা**।— আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন সাপেক্ষে, পৌরসভা নগরীতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য দায়ী থাকিবে এবং পৌর এলাকার স্কুলে যাওয়ার বয়সী সকল ছেলেমেয়ে যাহাতে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করিয়া তাহা নিশ্চিত করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫৯। **শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলি**।— পৌরসভা—

(ক) যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মেধাবী ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(গ) প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) বিদ্যালয়ের পুস্তকাদি ও স্টেশনারী দ্রব্যাদির বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে;

(ঙ) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শিক্ষা সমিতির উন্নয়নের জন্য সহায়তাদান করিতে পারিবে:

(চ) শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬০। **সংস্কৃতি**।— পৌরসভা—

(ক) পৌর শিক্ষার প্রসারে এবং সমাজ উন্নয়ন ও জনস্বার্থে সম্পাদিত বিষয়ের প্রচারের জন্য তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে;

(খ) যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন এবং উহাতে রক্ষিত জিনিসপত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(গ) পাবলিক হল ও সমাজ কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) সকল ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবসগুলি উদযাপন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঙ) পৌর এলাকায় আগমনকারী বিশিষ্ট মেহমানদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(চ) জনসাধারণের মধ্যে শরীরচর্চা, ব্যায়াম ও খেলাধূলার উৎসাহ দান এবং র‌্যালী ও টুর্নামেন্ট পরিচালনা করিতে পারিবে;

(ছ) নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(জ) পৌর এলাকার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঝ) শিশুসহ সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ ও উন্নতি বিধান করিতে পারিবে; এবং

(ঞ) দেশীয় সাংস্কৃতির অগ্রগতি ও উন্নয়নের সহায়ক সম্ভাব্য অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬১। **পাঠাগারসমূহ**।— পৌরসভা বাজেটে সংকুলান সাপেক্ষে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সাধারণ পাঠাগার ও ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার এর ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

৬২। **মেলা ও প্রদর্শনী**।— পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পৌর এলাকায় কোনো মেলা, প্রদর্শনী বা সাধারণ উৎসবের। সময় জনস্বাস্থ্য ও জননিরাপত্তার প্রয়োজনে বা জন সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার দর্শকদের উপর ফিস ধার্য করিতে পারিবে।

সমাজকল্যাণ

৬৩। **সমাজকল্যাণ**।— পৌরসভা—

(ক) দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;

(খ) পৌরসভা নিজ খরচে পৌর এলাকায় মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের সৎকারের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(গ) ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঘ) সমাজ সেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক গঠনে সংগঠিত করিতে পারিবে;

(ঙ) নারী, শিশু ও পশ্চাদপদ শ্রেণির কল্যাণসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(চ) সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

উন্নয়ন

৬৪। **উন্নয়ন পরিকল্পনা**।— (১) পৌরসভা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) অনুরূপ পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে করিতে হইবে এবং উহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথা:—

(ক) পরিবেশ দূষণরোধ;

(খ) গৌরসভার কোনো বিশেষ কার্যাবলির উন্নয়ন;

(গ) পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান;

(ঘ) কোনো এজেন্সী কর্তৃক পরিকল্পনা সম্পাদিত ও বাস্তবায়িত হইবে;

(ঙ) এইরূপ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াবলি;

(চ) সরকার পৌরসভা বা ইহার কোনো খাত হইতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ বা কিয়দাংশ কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

৬৫। **সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা**।— পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত প্রদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

৬৬। **বাণিজ্যিক প্রকল্প**।— পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাণিজ্য বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

অংশ-৫

সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি

১। **জনস্বাস্থ্য**—

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব

১.১. কর্পোরেশন নগরীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকিবে এবং এই আইন বা ইহার অধীন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক হইলে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ

১.২. কোনো ইমারত বা জায়গা অস্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকর অবস্থায় থাকিলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা উহার মালিক বা দখলদারকে—

(ক) উহা পরিস্কার করিতে বা যথাযথ অবস্থায় রাখিতে,

(খ) উহা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিতে,

(গ) উক্ত ইমারতের চুনকাম করিতে এবং নোটিশে উল্লিখিত রূপে ইহার অপরিহার্য মেরামতের ব্যবস্থা করিতে, এবং

(গ) উক্ত ইমারত বা জায়গা, স্বাস্থ্য কর অবস্থায় রাখার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে,

নির্দেশ দিতে পারিবে।

১.৩. ক্রমিক ২.১ এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে নোটিশের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করা না হইলে, কর্পোরেশন উক্ত ইমারত বা জায়গার মালিক বা দখলদারের খরচে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে, এবং ইহাতে কর্পোরেশনের যে খরচ হইবে, তাহা এই আইনের অধীন উক্ত মালিক বা দখলদারের উপর আরোপিত কর হিসাবে গণ্য হইবে।

আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ এবং উহার ব্যবস্থাপনা

১.৪. কর্পোরেশন উহার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জনপথ, সাধারণ পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, ইমারত ও জায়গা হইতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করিবার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১.৫. কর্পোরেশনের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানে, কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সকল ইমারত ও জায়গার দখলকারগণ উহা হইতে আবর্জনা অপসারণের জন্য দায়ী থাকিবে।

১.৬. কর্পোরেশন নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলিবার পাত্র বা অন্যবিধ আধারের ব্যবস্থা করিবে এবং যেখানে অনুরূপ ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করা হইবে, কর্পোরেশন সাধারণ নোটিশ দ্বারা পার্শ্ববর্তী বাড়িঘর ও জায়গা-জমির দখলদারগণকে তাহাদের ময়লা বা আবর্জনা উক্ত পাত্র বা আধারে ফেলিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবে।

১.৭. কর্পোরেশনের কর্মচারীগণ কর্তৃক অথবা তাহাদের তত্ত্বাবধানে অপসারিত বা সংগৃহীত আবর্জনা বা ময়লা এবং পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত পাত্র বা আধারে জমাকৃত ময়লা বা আবর্জনা কর্পোরেশনের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

গণশৌচাগার (পায়খানা, প্রস্রাবখানা, গোসলখানা ও খাবার পানির ব্যবস্থা)

১.৮. কর্পোরেশন পুরুষ ও নারীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক পৃথক পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থা করিবে এবং তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। এই একই স্থাপনায় গণগোসলের ব্যবস্থা ও গরীবদের জন্য খাবার পানি বন্দোবস্ত থাকিবে।

১.৯. যে সকল ঘরবাড়িতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানা আছে সে সকল ঘরবাড়ির মালিক তাহা কর্পোরেশনের সন্তুষ্টি অনুযায়ী সঠিক অবস্থায় রাখিবে।

১.১০. কোনো ঘরবাড়িতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানার ব্যবস্থানা থাকিলে বা পর্যাপ্ত ব্যবস্থানা থাকিলে, কিংবা কোনো আপত্তিকর স্থানে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা থাকিলে, কর্পোরেশন উক্ত ঘরবাড়ি বাসস্থানের মালিককে নোটিশ দ্বারা—

(ক) নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থাকরণ;

(খ) নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা পরিবর্তন সাধন;

(গ) নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা অপসারণ; এবং

(ঘ) যেখানে ভূগর্ভস্থ কোনো পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা আছে সেখানে সাধারণভাবে পরিস্কারযোগ্য পায়খানা বা প্রস্রাবখানাকে পয়ঃপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২। **জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ**—

কর্পোরেশন নগরীর সীমানার মধ্যে যেসকল জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ হইবে সেইগুলি প্রবিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করিবে।

৩। **সংক্রামক ব্যাধি**—

৩.১. কর্পোরেশন বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী নগরীতে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩.২. কর্পোরেশন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

৩.৩ কর্পোরেশন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

৪। **স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদন, ইত্যাদি—**

৪.১. কর্পোরেশন প্রয়োজন বিবেচনা করিলে বা সরকার নির্দেশ দিলে—

(ক) স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন এবং নারী, শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং অনুরূপ কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃ সদন বা কল্যাণ কেন্দ্রে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) ধাত্রী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(গ) পরিবার পরিকল্পনা উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) নারী, শিশু এবং বালক বালিকাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫। **জন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন—**

এই অধ্যাদেশ ও বিধি সাপেক্ষে, কর্পোরেশন স্বাস্থ্যমূলক শিক্ষাসহ জনস্বাস্থ্যের উন্নতির বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬। **হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী—**

৬.১. কর্পোরেশন নগরবাসীর চিকিৎসার সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

৬.২. কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যেক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

৬.৩. সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, কর্পোরেশন উহার পরিচালিত প্রত্যেক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীর জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ ও মানের ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম বা আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করিবে।

৭। **চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইত্যাদি—**

৭.১. কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা:—

(ক) চিকিৎসা সাহায্য প্রদানকল্পে প্রতিটি হাসপাতাল ইউনিটে স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যসেবা তহবিল ও সমিতি গঠনে সহায়তা দান;

(খ) চিকিৎসা সাহায্যের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহকে অর্থপ্রদান; এবং

(গ) স্কুলছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ভ্রাম্যমাণ স্কুল স্বাস্থ্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা।

৮। **পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশনপ্রণালী—**

পানি সরবরাহ

৮.১. আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন সাপেক্ষে, কর্পোরেশন নগরীতে সাধারণ ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে।

৮.২. কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে অথবা সরকার নির্দেশ দিলে পানি উৎপাদন, সংগঠন সরবরাহ ও বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে পানি সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

৮.৩. যেক্ষেত্রে নলের সাহায্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়, সেইক্ষেত্রে কর্পোরেশনের প্রবিধান অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি ঘরবাড়িতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং তজ্জন্য অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস

৮.৪. নগরীর অভ্যন্তরে সকল বেসরকারি পানি সরবরাহের উৎস কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন থাকিবে।

৮.৫. কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতীত পানীয় জলের জন্য কোনো ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের জন্য কূপ খনন, নলকূপ স্থাপন অথবা পানি সরবরাহের জন্য অন্য কোনো উৎসের ব্যবস্থা করা যাইবে না।

৮.৬. পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত কোনো বেসরকারি পানি সরবরাহের উৎসের মালিক বা নিয়ন্ত্রনকারীকে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা—

(ক) উহাকে যথাযথ অবস্থায় রাখিবার এবং সময় সময় ইহার পলি, আবর্জনা ও পঁচনশীল দ্রব্যাদি অপসারণ করিবার;

(খ) উহাকে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত রোগ সংক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার;

(গ) উহার পানি পানের অনুপযুক্ত বলিয়া কর্পোরেশন সাব্যস্ত করিলে, উহার পানি পানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার জন্য উক্ত নোটিশে উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(ঘ) নগরীর আওতাধীন এলাকার কোন খাস বা ব্যক্তি মালিকানার পুকুর, জলাশয় কোন ভাবে ভরাট বা দূষিত করা যাইবে না।

(ঙ) বৎসরে অন্তত: দুইবার এ সকল পুকুর পরিস্কার ও সংস্কার করিতে হইবে।

পানি নিষ্কাশন

৮.৭. আপতত বলবৎ অন্য কোনো আইন সাপেক্ষে কর্পোরেশন নগরীতে পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন নর্দমার ব্যবস্থা করিবে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নর্দমা গুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবে এবং পরিষ্কার রাখিবে।

৮.৮. কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদনক্রমে তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে এবং ফিস প্রদানে কোনো বাড়ি বা জায়গার মালিক উহার নর্দমা কর্পোরেশনের নর্দমার সহিত সংযুক্ত করিতে পারিবে।

৮.৯. নগরীতে অবস্থিত সকল বেসরকারি নর্দমা কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীনে থাকিবে এবং কর্পোরেশন প্রবিধান অনুযায়ী উহার সংস্কার করিবার, পরিষ্কার করিবার এবং বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

৮.১০. যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণকালীন সময়ে তার নকশা ও পরিকল্পনায় পানি পরিষ্কার ব্যবস্থায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নাই এমর্মে সনদ দাখিল করিবে।

পানি নিষ্কাশন প্রকল্প

৮.১১. কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে পানি বা ময়লা নিষ্কাশনের জন্য সরকারি বা বেসরকারি খরচে নর্দমা নির্মাণ বা অন্যান্য পূর্ত কাজের জন্য পানি নিষ্কাশন প্রকল্প প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮.১২. উক্ত পানি নিষ্কাশন প্রকল্প অনুমোদন করিতে পারিবে বা উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

৮.১৩. উপরোক্ত অনুমোদিত পানি নিষ্কাশন প্রকল্প সরকার কর্তৃক অর্থায়নের জন্য ও প্রেরিত হইতে পারে বা তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত হইতে পারিবে।

৮.১৪. নগরীতে অবস্থিত কোনো বাড়িঘর বা জায়গার মালিককে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা—

(ক) উক্ত বাড়ি ঘর বা জায়গায় বা তৎসংলগ্ন রাস্তায় নোটিশে উল্লিখিত নর্দমা নির্মাণ করিবার;

(খ) অনুরূপ যে কোনো নর্দমা অপসারণ, সংস্কার বা উহার উন্নয়ন করিবার; এবং

(গ) উক্ত বাড়িঘর বা জায়গা হইতে সুষ্ঠুভাবে পানি নিস্কাশনের জন্য অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

স্নান ও ধৌত করার স্থান

৮.১৫. কর্পোরেশন হইতে প্রাপ্ত লাইসেন্স বা অনুমতি ব্যতিরেকে এবং লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়া কোনো ব্যক্তি সাধারণের ব্যবহার্য গোসলখানা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করিতে পারিবে না।

সরকারি জলাধার

৮.১৬. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কর্পোরেশন ব্যক্তি মালিকানাধীন নহে এবং নগরীর মধ্যে অবস্থিত এইরূপ সকল পানির উৎস, ঝর্ণা, নদী, দীঘি, পুকুর ও ধারা অথবা উহার কোনো অংশকে সরকারি জলাধার হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

৮.১৭. কর্পোরেশন জলাধার আইনের বিধান অনুযায়ী কর্পোরেশনভুক্ত সকল জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকিবে।

৮.১৮. এলাকাধীন সকল পানি নিস্কাশনী পুনরুদ্ধারপূর্বক ঐগুলোকে সচল করা বিশেষ উদ্যোগ নিবে।

১০। **সরকারি মৎস্যক্ষেত্র**—

কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো জলাধারকে সাধারণ মৎস্যক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ মৎস্যক্ষেত্রে মৎস্য শিকারের অধিকার কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে, এবং কর্পোরেশন বিধি অনুসারে উক্ত অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১১। **খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি**—

খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত প্রবিধান

১১.১. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা—

(ক) লাইসেন্স ব্যতীত কোনো স্থান বা ঘরবাড়িতে কোনো নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(খ) লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থে নগরীতে আমদানি কিংবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য ফেরি করা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(গ) প্রবিধানে উল্লিখিত নগরীর স্থানসমূহে নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদির ফেরি করা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(ঘ) বিএমটিএ, নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তরের সনদ ছাড়া কোন খাদ্য ও পানীয় উৎপাদন, ব্যবহার সংরক্ষণ ও বিবরণ করিতে পারিবে না;

(ঙ) নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য পরিবহনের সময় ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে; এবং

(চ) খাদ্যের জন্য আনীত বা নির্দিষ্ট কোনো রোগাক্রান্ত পশু, হাঁস-মুরগী বা মাছ কিংবা কোনো বিষাক্ত খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য আটক ও নিস্পত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

দুধ সরবরাহ

১১.২. কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং উক্ত লাইসেন্সের শর্তানুসারে ব্যতীত কোনো ব্যক্তি নগরীতে দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য দুগ্ধবতী গবাদি পশু পালন করিবে না অথবা কোনো দুগ্ধ আমদানি বা বিক্রয় করিবে না, অথবা মাখন, ঘি বা দুগ্ধজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবে না বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ব্যবহার করিবেনা।

১১.৩. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিএমটিআই ও নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের অনুমোদিত পন্থায় দুদ্ধ খামার, দুগ্ধ প্রক্রিয়অকরণ ও বিতরণের জন্য প্লান্ট স্থাপন করিতে পারিবে।

১২। **সাধারণের বাজার**—

১২.১. আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন সাপেক্ষে কর্পোরেশন খাদ্য দ্রব্য, পানীয় ও জীবজন্ত বিক্রয়ের জন্যসাধারণের বাজার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে। তবে যত্রতত্র বাজার স্থাপনের প্রবণতা বন্ধ করিতে হইবে। অফিসপাড়া, চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং ফুটফাত জুড়ে বাজার বসানো বন্ধ করিতে হইবে।

১২.২. আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কর্পোরেশন সাধারণের বাজার নিয়ন্ত্রণ করিবে।

১২.৩. কর্পোরেশন সাধারণের বাজারের জন্য প্রবিধান দ্বারা—

(ক) বাজার ব্যবহার অথবা বাজারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণে চলাচল ও জীবনযাত্র ব্যাহত হইবে না,

(খ) বিক্রয়ার্থ পণ্য বহনকারী যানবাহন শহরে প্রবেশ করে যান সৃষ্টি করিতে পারিবে না,

(গ) অপরিকল্পিতভাবে দোকান ও স্টল নির্মাণ করা যাইবে না, এবং

(ঘ) বাজারের দালাল, কমিশন এজেন্ট, কয়াল এবং বাজারের জীবিকা অর্জনকারী অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সুরক্ষা দিতে হইবে।

১৩। **বেসরকারি বাজার**—

১৩.১. কর্পোরেশনের অনুমতি ব্যতীত কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে কোনো বেসরকারি স্থায়ী, অস্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ বাজার প্রতিষ্ঠা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করা যাইবে না।

১৩.২. উপ-ধারা (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে নগরীতে কোনো ব্যক্তির কোনো বেসরকারি বাজার থাকিলে তিনি এই আইন বলবৎ হইয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কর্পোরেশনের নিকট অনুমতির জন্য আবেদন করিবেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাহাকে অনুমতি প্রদান করা না হয় ততদিন পর্যন্ত তিনি উক্ত বাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকিবেন।

১৩.৩. স্থায়ী, অস্থায়ী ভ্রাম্যমাণ বাজার, স্থাপনের বা পরিচালনার অনুমতি দানের পূর্বে কর্পোরেশন এলাকার বাসিন্দাগণের মতামত আহবান করিবে। এলাকার বাসিন্দাদের ঐক্যমত্য না থাকিলে বাজারের অনুমতি দেয়া যাবে না।

১৩.৪. কর্পোরেশন প্রবিধান অনুযায়ী বেসরকারি বাজার হইতে ফিস আদায় করিতে পারিবে।

১৩.৫. কোন এলাকার বাসিন্দাগণ কোন স্থায়ী ও অস্থায়ী বাজারের বিষয়ে আপত্তি করেন কর্পোরেশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো বেসরকারি বাজার জনস্বার্থে বন্ধ করিয়া দেওয়া তাহা হইলে কর্পোরেশন বাজারটি বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর অধীন উক্ত বাজার অধিগৃহীত হইলে উহার জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে সেই ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে কর্পোরেশন উক্ত বাজারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবে বা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিবে।

১৩.৬. কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা বেসরকারি বাজারের মালিককে উক্ত নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বাজারের সকল মালামাল অপসারণম পূর্ববৎ স্থানটি পরিচ্ছন্ন করিয়া দিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৪। **কসাইখানা**—

১৪.১ কর্পোরেশন নগরীতে ব্যক্তি বা কর্পোরেশন অথবা যৌথ উদ্যেগ যন্ত্রচালিত আধুনিক কশাইখানা স্থাপন করিবে।

১৪.২ খোলা উন্মুক্ত স্থানে পশু জবাই এবং মাংস বিক্রি বন্ধ করিতে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৫। **পশু**—

পশুপালন

১৫.১. কর্পোরেশন পশু হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা উহাদের কার্য নিয়ন্ত্রণ ও উহার চিকিৎসা বাবদ আদায়যোগ্য ফিস ধার্য করিতে পারিবে।

১৫.২. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা পশুর মধ্যে সংক্রামক রোগের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে পারিবে এবং ঐসকল রোগের বিস্তার বোধ করিয়া বাধ্যতামূলক ভাবে টিকাদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করিতে পারিবে এবং অনুরূপ রোগ জীবাণু দ্বারা যেসকল পশু আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় সেই সকল পশুর চিকিৎসার ও ধংসের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

বেওয়ারিশ পশু

১৫.৩. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা রাস্তায় বা জনসাধারণের ব্যবহৃত স্থান বা কর্ষিত ভূমিতে বন্ধনহীন অবস্থায় ইতস্তত বিচরণরত পশু আটক রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

১৫.৪. কর্পোরেশন গবাদি পশু আবদ্ধ করিবার আবদ্ধকৃত পশুর জন্য জরিমানা ও ফিস আদায়ের বিধান করিতে পারিবে। কোন পশুর মালিক পুনঃপুন একই কাজ করিতে থাকিলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

পশুশালা ও খামার

১৫.৫. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পশুশালা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং ইহাতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পশুসমূহ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

১৫.৬. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যক্তি উদ্যোগে পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অনুমতি দিতে হইবে পারিবে। তবে তাতে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সম্মতি থাকতে হইবে।

১৫.৭. ব্যক্তি উদ্যেগে কর্পোরেশন এলাকায় স্থাপিত খামারগুলোতে স্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় পশু-পাখি পালন এবং তা বাজারজাত করিতে হইবে।

গবাদি পশু বিক্রয় রেজিস্ট্রিকরণ

১৫.৮. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা উহাতে উল্লিখিত প্রত্যেক পশুর বিক্রয় রেজিস্ট্রি করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপ বিক্রয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং ফিস প্রদানে রেজিস্ট্রি করিবার বিধান করিতে পারিবে।

মহাপরিকল্পনা

১৬.১. কর্পোরেশন নগরীর জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে—

(ক) পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) জাতীয় ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনার নীত ও কৌশল আত্মীকৃত হইবে;

(গ) ভূমি ব্যবহার অধ্যাদেশ ২০২৫-এর আওতায় এ পরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইবে;

(ঘ) ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন কোনভাজাতবে গ্রহণযোগ্য হইবে না। বিশেষত প্লাবন ভূমি, নদী, খাল প্রভৃতি জলাধার ও জনপরিসর সংকুচিত করা যাইবে না;

(ঙ) নগরীর ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনকল্যাণমূলক এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরণ সংবলিত একটি জরিপ;

(চ) প্রতিটি ছোট বড় মড়কের সাথে ফুটপাত থাকিবে এবং প্রতিটি মার্কেট শপিংমল, বাড়ীর সাথে কার পার্কিং থাকিবে; এবং

(ছ) নগরীর মধ্যে কোনো এলাকায় জমির উন্নতি সাধন, ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে বিধি নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ।

জমির উন্নয়ন প্রকল্প

১৬.২. এই অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুসারে কোনো মহাপরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে অনুমোদিত মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কোনো এলাকায় কোনো জমির মালিক উক্ত এলাকার জন্য বিধি অনুযায়ী প্রণীত জমি উন্নয়ন প্রকল্পের সহিত অসামঞ্জস্য হয় এই ভাবে মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণের অধিক কোনো জমির উন্নয়ন সাধন বা উহাতে কোনো ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করিতে পারিবে না।

১৬.৩. কোনো জমি উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথা:—

(ক) কোনো এলাকাকে বিভিন্ন প্লটে বিভক্তকরণ;

(খ) রাস্তা, নর্দমা ও খালি জায়গার ব্যবস্থাকরণ;

(গ) জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত এবং কর্পোরেশনকে হস্তান্তরিত হইবে এইরূপ জমি;

(ঘ) কোনো জমি কর্পোরেশন অধিগ্রহণ করিবে;

(ঙ) প্লটসমূহের মূল্য;

(চ) কোনো স্থানের মালিকের খরচে সম্পাদনীয় কার্য;

(ছ) এলাকার উন্নতিসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়;

(জ) প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ কর্তৃপক্ষের অনুমতি;

(ঝ) স্থানীয় বাসিন্দাদের মতামত; এবং

(ঞ) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র।

জমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করা

১৬.৪. জমি উন্নয়ন প্রকল্প কর্পোরেশনের পরিদর্শনাধীনে নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়িত করা হইবে, এবং ইহা বাস্তবায়নের ব্যাপারে কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৬.৫. যদি জমি উন্নয়ন প্রকল্পের বিধানের খেলাপ করিবে এমন কোনো জায়গা উন্নয়ন করা হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা জমির মালিককে অথবা বিধান খেলাপকারী ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিতভাবে জায়গাটিতে পরিবর্তনসাধন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি নির্দেশ মোতাবেক পরিবর্তনসাধন না করা হয়, অথবা পরিবর্তনসাধন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন প্রবিধান অনুসারে আপত্তিকর নির্মাণ কার্য ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন উক্তরূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।

১৬.৬. যদি জমি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোনো জমির, প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, উন্নয়নসাধন করা না হয় এবং কর্পোরেশন তজ্জন্য সময়বর্ধন না করিয়া অথবা জমিটির উন্নয়ন উক্ত প্রকল্পের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন প্রবিধান অনুসারে জমিটি উন্নয়নের ভার স্বয়ং গ্রহণ করত প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে, এবং কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ জমির মালিকের নিকট হইতে তাঁহার উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প

১৬.৭. ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে ১৬.৩ থেকে ১৬.৬ পর্যন্ত সকল শর্তাদি প্রযোজ্য হবে; এবং

১৬.৮ ফ্ল্যাট ক্রয় বিক্রয় চুক্তিসমূহ কর্পোরেশনের সম্মতি বিভাগে জমা দিতে হবে। সময়মতো ক্রেতাকে ফ্ল্যাট বুঝাইয়া দিতে না পারিলে সময় বৃদ্ধির অনুমতি নিতে হইবে। দুইবারের বেশি সময় বৃদ্ধি প্রযোজ্য হইবে না।

১৭। **ইমারত নিয়ন্ত্রণ**—

ইমারত সম্পর্কিত প্রবিধান

১৭.১. যদি কর্পোরেশন কোনো ইমারত বা উহার উপরস্থাপিত কোনো কিছু ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় পড়িবার সম্ভাবনাময় অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া কিংবা উহা কোনো প্রকারে উহার বাসিন্দাদের অথবা উহার পার্শ্ববর্তী কোনো ইমারত বা উহার বাসিন্দাদের বা পথচারীদের জন্য বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিয়া, তাহা হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা উহাতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য উক্ত ইমারতের মালিককে বা দখলকারকে নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি এই নির্দেশ পালনে কোনো ত্রুটি হয় তাহা হইলে কর্পোরেশন নিজেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ ইমারতের মালিকের নিকট হইতে তাঁহার উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৭.২. যদি কোনো ইমারত বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে, বা উহা মানুষ বসবাসের অনুপযুক্ত হয় তাহা হইলে কর্পোরেশন উহার সন্তুষ্টি মোতাবেক ইমারতটি মেরামত না করা পর্যন্ত উহাতে বসবাস নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

১৮। **রাস্তা**—

সাধারণের রাস্তা

১৮.১. কর্পোরেশন নগরীর অধিবাসী এবং নগরীতে আগন্তুকদের যাতায়াত ও সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা এবং অন্যান্য যোগাযোগের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

১৮.২. কর্পোরেশন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও রাস্তা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও কার্যকর করিবে এবং ইহা বাবদ যাবতীয় ব্যয় বাজেটের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে, তবে সরকার প্রয়োজনে উক্ত কর্মসূচী পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

রাস্তা

১৮.৩. কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে এবং উক্ত অনুমোদনের শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোনো নতুন রাস্তা তৈরি করা যাইবে না।

১৮.৪. সাধারণের রাস্তা ব্যতীত অন্যান্য সকল রাস্তা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হইবে।

১৮.৫. কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা, নোটিশে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোনো রাস্তা পাকা করা বা উহার পানি নিষ্কাশন বা উহার আলোর ব্যবস্থা করা বা অন্য কোনো প্রকারে উহাকে উন্নত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি উক্ত নির্দেশ

অমান্য করা হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন স্বীয় এজেন্ট দ্বারা উক্ত কার্য সম্পাদন করাইতে পারিবে এবং ইহা বাবদ ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাহাদের উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৮.৬. কোনো সাধারণ রাস্তা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা কী পদ্ধতিতে সাধারণ রাস্তায় পরিবর্তিত করা যাইবে উহা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

রাস্তা সম্বন্ধে সাধারণ বিধানাবলি

১৮.৭. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যে কোনো রাস্তার নামকরণ করিতে পারিবে এবং রাস্তার নাম উহার উপর বা উহার কোনো মোড়ে কিংবা ইহার শেষপ্রান্তে বা প্রবেশপথে পরিস্কারভাবে ফলকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৮.৮. কোনো ব্যক্তি কোনো রাস্তা বা উহার নাম বা নামফলক বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত করিবেনা কিংবা কর্পোরেশনের পূর্বানুমতি ব্যতীত উহার নামফলক অপসারণ করিবে না।

১৮.৯. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাস্তা ও ইমারত নির্মাণের সীমারেখা অংকিত করিতে পারিবে এবং কোনো রাস্তা বা ইমারত নির্মাণের ব্যাপারে এইরূপ সীমারেখা মানিয়া চলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৮.১০. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা রাস্তার উপদ্রব এবং রাস্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে অপরাধের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে পারিবে এবং উহা প্রতিরোধ ও দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

অবৈধভাবে পদার্পণ

১৮.১১. কর্পোরেশনের কোনো রাস্তা, নর্দমা, ভূমি, বাড়ি, গলি বা পার্কে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তাবলি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকারে অবৈধভাবে পদাপর্ণ করিবে না।

১৮.১২. উক্তরূপ অবৈধ পদার্পণ হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবৈধ পদার্পণকারী ব্যক্তিকে তাঁহার অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি এই নির্দেশ মান্য না করিয়ান তাহা হইলে কর্পোরেশন অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইহা বাবদ যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা উক্ত পদার্পণকারীর নিকট হইতে তাহার উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৮.১৩. ক্রমিক ১৮.১২ এর অধীন জারীকৃত নোটিশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কর্পোরেশনের নিকট আপিল করিতে পারিবে এবং আপীলে উভয়পক্ষ সন্তুষ্ট না হইলে আদালতে তা নির্ধারিত হইবে।

রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা

১৮.১৪. কর্পোরেশন সব ধরনের রাস্তায় বা উহার উপর ন্যস্ত সর্বসাধারণের ব্যবহার্য অন্যান্য স্থান যথাযথভাবে আলোকিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৮.১৫. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, রাস্তায় আলোকিতকরণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা

১৮.১৬. কর্পোরেশন জনসাধারণের আরাম ও সুবিধার জন্য সাধারণ রাস্তা পানি দ্বারা ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিবে।

১৯। **যানবাহন নিয়ন্ত্রণ**—

১৯.১. পথচারীগণ যাহাতে পথ চলিতে বিপদগ্রস্ত না হন এবং তাহারা নিরাপদেও অনায়াসে পথে চলাফেরা করিতে পারে সেই জন্য কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

সাধারণ যানবাহন

১৯.২. কোনো ব্যক্তি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত নগরীতে মোটরগাড়ি ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ যানবাহন রাখিতে, ভাড়া দিতে বা চালাইতে পারিবেন না।

১৯.৩. কোনো ব্যক্তি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত কর্পোরেশন এলাকায় কোনো সাধারণ যানবাহন টানিবার জন্য ঘোড়া বা অন্য পশু ব্যবহার করিতে পারিবে না।

১৯.৪. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদন ক্রমে, এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাধারণ যানবাহনের ভাড়া নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং কোনো ব্যক্তি এইরূপ নির্ধারিত ভাড়ার অধিক ভাড়া দাবী করিতে পারিবে না।

২০। **জননিরাপত্তা**—

অগ্নিনির্বাপণ

২০.১. কর্পোরেশন অগ্নিনিরোধ ও অগ্নিনির্বাপণের জন্য দমকল বাহিনী গঠন করিতে পারিবে এবং উহার সদস্য সংখ্যা, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামা দিনির্ধারণ করিতে পারিবে।

২০.২. নগরীতে কোনো অগ্নিকান্ড ঘটিলে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট অথবা দমকল বাহিনীর কার্য পরিচালনাকারী কোনো কর্মকর্তা কিংবা অন্যূন সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদা সম্পন্ন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা—

(ক) কোনো ব্যক্তি অগ্নিনির্বাপক কার্যে অথবা জানমাল রক্ষার ব্যাপারে বাধাপ্রদান বা হস্তক্ষেপ করিলে তাহাকে অপসারণ করিতে বা অপসারণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) অগ্নিকান্ডের স্থানে বা উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে কোনো রাস্তা বা পথবন্ধ করিয়া দিতে পারিবে; অগ্নি নির্বাপণের উদ্দেশ্যে যে কোনো বাড়িঘর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ভাংগিয়া দিতে পারিবেন;

(গ) উহার মধ্য দিয়ে অগ্নি নির্বাপনকারী পানির পাইপ ও যন্ত্রপাতি নেওয়ার জন্য পথের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) যেই স্থানে অগ্নিকান্ড ঘটিয়াছে সেই স্থানে পানির চাপবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উহার চতুপার্শ্বে অবস্থিত যেকোনো পাইপ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে;

(ঙ) অগ্নিনির্বাপক গাড়ির দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তিকে অগ্নিনির্বাপণে সম্ভাব্য সকল সাহায্য দানের আহ্বান জানাইতে পারিবে;

(চ) জানমাল রক্ষার্থে অন্য যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০.৩. এই ধারার অধীন কোনো কিছু করা হইলে অথবা সরল বিশ্বাসে করিবার জন্য ইচ্ছা করা হইলে তজ্জন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

২০.৪. উপ-ধারা (৩) এ অথবা অন্য কোনো আইনে বা কোনো বিমা পলিসিতে যাহাই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে কোনো ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতিকে কোনো অগ্নিবীমা পলিসির প্রয়োজনে অগ্নিকাণ্ডজনিত স্ফীতি বলিয়া গণ্য হইবে।

বেসামরিক প্রতিরক্ষা

২০.৫. কর্পোরেশন বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান করিবে।

২১। **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা**—

২১.১. কর্পোরেশন এলাকায় যেকোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারের নীতি ও বিধি বিধান অনুযায়ী প্রশাসনের সহিত সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২২। **বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা বাণিজ্য**—

২২.১. সরকার বিধিমালা দ্বারা কি কি দ্রব্য বাব্যবসায় এই ধারার উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর তাহা নির্ধারণ করিবে।

২২.২. কর্পোরেশন কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোনো লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোনো ব্যক্তি—

(ক) কোনো বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসা চালাইতে পারিবে না;

(খ) কোনো বাড়ি-ঘর বা স্থানকে কোনো বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসার জন্য ব্যবহার করিতে দিতে পারিবে না; এবং

(গ) গার্হস্থ্য কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বা কোনো আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার অধিক কোনো বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর বস্তু কোনো বাড়িঘরে রাখিতে পারিবে না।

২৩। **গোরস্থান ও শ্মশান**—

২৩.১. কর্পোরেশন মৃত ব্যক্তির দাফন বা দাহের জন্য গোরস্থান ও শ্মশানের ব্যবস্থা করিবে এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৩.২. সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোনো গোরস্থান বা শ্মশানকে কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অনুরূপ ঘোষণার পর উহা কর্পোরেশনে ন্যস্ত হইবে এবং কর্পোরেশন উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৩.৩. যে সকল গোরস্থান বা শ্মশান কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হয় না সেই সকল গোরস্থান বা শ্মশান কর্পোরেশনের নিকট রেজিস্ট্রিভুক্ত করাইতে হইবে এবং উহা প্রবিধান অনুযায়ী কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন থাকিবে।

২৩.৪. কর্পোরেশন কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোনো লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোনো নতুন গোরস্থান বা শ্মশান প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

২৪। **গাছ, পার্ক, উদ্যান ও বন**—

বৃক্ষরোপণ

২৪.১. কর্পোরেশন নগরীর সাধারণ রাস্তা ও অন্যান্য সরকারি জায়গায় বৃক্ষরোপণ করিবে এবং উহার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৪.২. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বৃক্ষ-গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

উদ্যান

২৪.৩. কর্পোরেশন নগরীর মধ্যে সর্বসাধারণের সুবিধা ও চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ উদ্যান নির্মাণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং প্রবিধান অনুযায়ী উক্ত উদ্যান পরিচালিত হইবে।

২৪.৪. প্রত্যেক সাধারণ উদ্যানের উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

খোলা জায়গা

২৪.৫. কর্পোরেশন নগরীর মধ্যে সর্বসাধারণের সুবিধার্থে খোলা জায়গার ব্যবস্থা করিবে এবং উহাকে তৃণাচ্ছাদিত করিবার, ঘেরাও দেওয়া এবং মানোন্নয়ন করিবার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

বন

২৪.৬. কর্পোরেশন মানোন্নয়ন করিতে পারিবে এবং বন-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং উহার বনাঞ্চলে বৃক্ষরোপণ এবং সংরক্ষণ করিতে পারিবে।

বৃক্ষ সংক্রান্ত ক্ষতিসাধন কার্যাবলি

২৪.৭. কর্পোরেশন বৃক্ষ ও চারাগাছের ধ্বংস সাধনকারী কীট-পতঙ্গ বিনাশের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২৪.৮. যদি নগরীর কোনো জমিতে বা অঙ্গণে ক্ষতিকর গাছপালা বা লতাগুলো জন্মে তাহা হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা জমি বা অঙ্গণের মালিক ও দখলদার ব্যক্তিকে উহা পরিষ্কার করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে কর্পোরেশন নিজেই উহা পরিষ্কার করিতে পারিবে এবং ইহা বাবদ কর্পোরেশনের যাবতীয় ব্যয় উক্ত মালিক ও দখলদারের নিকট হইতে তাহাদের উপর এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২৪.৯. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিপজ্জনক বৃক্ষ কর্তন করিবার অথবা রাস্তার উপর ঝুলন্ত এবং রাস্তা চলাচলে বিঘ্নসৃষ্টিকারী বা অন্য কোনো অসুবিধা সৃষ্টিকারী উহার শাখা ছাটিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে।

২৪.১০. কর্পোরেশন, নোটিশ দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত কোনো এলাকায় জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো শস্য উৎপাদন নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

২৫। **পুকুর ও নিম্নাঞ্চল**—

কর্পোরেশন পুকুর খনন ও পুনঃখনন এবং নিম্নাঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৬। **শিক্ষা**—

শিক্ষা

২৬.১. কর্পোরেশন সরকারের নির্দেশ মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে নগরীতে শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে পারিবে।

২৬.২. কর্পোরেশন যে সকল প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ করিবে সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২৬.৩. কর্পোরেশন নির্ধারিত ফিস ধার্য করিতে পারিবে।

২৬.৪. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নগরীতে অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলি

২৬.৬. কর্পোরেশন—

(ক) ছাত্রাবাস রূপে ব্যবহারের জন্য ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;

(খ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(গ) যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতে পারিবে;

(ঘ) অনাথ ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঙ) নারী শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল সুবিধা সৃষ্টি করিতে পারিবে;

(চ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে—

(অ) শিক্ষা সমিতির উন্নয়নের সহায়তা দান করিতে পারিবে;

(আ) শিক্ষা জরিপ ব্যবস্থা এবং শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে পারিবে;

(ই) বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্বল্পমূল্য খাবারের ব্যবস্থা সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(ছ) শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৭। **সংস্কৃতি**—

সংস্কৃতি

২৭.১. কর্পোরেশন—

(ক) নগরীর শিক্ষার প্রসারে এবং সমাজ উন্নয়ন ও জনস্বার্থে সম্পাদিত বিষয়ের প্রচারের জন্য তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে;

(খ) পাবলিক হল ও সমাজ কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(গ) জাদুঘর ও আর্টগ্যালারী স্থাপন এবং উহার রক্ষিত জিনিসপত্রের প্রদশনীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) কর্পোরেশনে আগমনকারী বিশিষ্ট মেহমানদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঙ) জাতীয় ভাষার ব্যবহারে উৎসাহ দান করিতে পারিবে;

(চ) জনসাধারণের মধ্যে শরীর চর্চা, ব্যায়াম ও খেলাধুলার উৎসাহ দান এবং র‍্যালী ও টুর্নামেন্ট পরিচালনা করিতে পারিবে;

(ছ) পর্যটকদের জন্য নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(জ) নগরীর ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(ঝ) সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ ও উন্নতিবিধান করিতে পারিবে।

পাঠাগারসমূহ

২৭.২. কর্পোরেশন, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সাধারণ পাঠাগার ও ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার স্থাপন করিবে।

২৭.৩. এইসব পাঠাগারে পাঠক জরিপ পরিচালনা করিবে। পাঠাগারের সহিত ইন্টারনেট ও ফটোকপির ব্যবস্থা থাকিবে। ব্যবহারকারী যথাযথ চার্জ পরিমোধ করে এসব সেবা নিতে পারিবে।

মেলা ও প্রদর্শনী

২৭.৪. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নগরীতে কোনো মেলা, প্রদর্শনী বা সাধারণ উৎসবের সময় জনস্বাস্থ্য ও জননিরাপত্তার প্রয়োজনে বা জনগণের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার দর্শকদের উপর ফিস ধার্য করিতে পারিবে।

২৮। **সমাজকল্যাণ**—

সমাজকল্যাণ

২৮.১. কর্পোরেশন—

(ক) দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয়কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবানিবাস অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;

(খ) কর্পোরেশন নিজ খরচে নগরীতে মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(গ) ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদক দ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঘ) সমাজসেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক গঠনে সংগঠিত করিতে পারিবে;

(ঙ) নারী, শিশু ও পশ্চাদপদ শ্রেণির কল্যাণ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(চ) সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৯। **উন্নয়ন**—

উন্নয়ন পরিকল্পনা

২৯.১. কর্পোরেশন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে, তবে অনুরূপ পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে হইবে এবং উহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথা:—

(ক) কর্পোরেশনের কোনো বিশেষ কার্যাবলির উন্নয়ন;

(খ) পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান।

২৯.২ সরকার কর্পোরেশন বা উহার কোনো খাত হইতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

২৯.৩. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

২৯.৪. শূন্য কার্বন নিঃসরণকারী নানা কারখানা স্থাপন উৎসাহিত করিতে এবং এ বিষয়ে প্রচারণা ও প্রণোদনার ব্যবস্থা করিবে।

বাণিজ্যিক প্রকল্প

২৯.৫. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

২৯.৬. নানা বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় করে বেকার যুব সমাজের আত্মকর্মসংস্থাপনের জন্য এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সামাজিক ব্যবসায় বিনিয়োগে উৎসাহিত করিবে। এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করবে।

তফসিল-৫

(ধারা ৮০ দ্রষ্টব্য)

সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিষদে ন্যস্ত বলিয়া গণ্য হইবে

অংশ-১

ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	ইউনিয়ন পরিষদের নিকট ন্যস্তকৃত সরকারের বিষয় অথবা দপ্তর
১।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনস্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলি।
২।	কৃষি মন্ত্রণালয়	(১) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনস্ত টিউবওয়েল মেকানিক, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলি। (২) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনস্ত উপ-সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলি।
৩।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	(১) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনস্ত স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলি। (২) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনস্ত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ সহকারী, জনবল এবং তাহাদের কার্যাবলি।
৪।	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনস্ত সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলি।
৫।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য ও প্রণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্ত ভেটেরেনারী ফিল্ড এসিসট্যান্ট এবং ভেটেরেনারী ফিল্ড এসিসট্যান্ট (কৃত্রিম প্রজনন), জনবল ও তাহাদের কার্যাবলি।
৬।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনস্ত ইউনিয়ন সমাজকর্মী, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলি।
৭।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্ত পরিদর্শক/অর্গানাইজার, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলি।
৮।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের অধীনস্ত ইউনিয়ন দলনেতা, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলি।

অংশ-২

উপজেলা পরিষদ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	উপজেলা পরিষদের নিকট ন্যস্তকৃত সরকারের বিষয় অথবা দপ্তর
১।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	(১) সহকারী পরিচালক, স্থানীয় সরকার ও তাহার অধীনস্ত কর্মচারী ও তাহাদের কার্যাবলি। (২) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিপ্তরের অধীনস্ত উপজেলা প্রকৌশলী ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাহাদের কার্যাবলি। (৩) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনস্ত থানা পর্যায়ে উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও তাহার অধীনস্ত কর্মচারী ও তাহাদের কার্যাবলি।

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	উপজেলা পরিষদের নিকট ন্যস্তকৃত সরকারের বিষয় অথবা দপ্তর
২।	কৃষি মন্ত্রণালয়	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনস্ত থানা কৃষি কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাহাদের কার্যাবলি।
৩।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	(১) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী। (২) থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মচারী এবং কার্যাবলি। (৩) স্বাস্থ্য অধিপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যাবালি।
৪।	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মচারীগণ।
৫।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	(১) মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনস্ত থানা মৎস্য কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলি। (২) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্ত থানা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলি।
৬।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনস্ত থানা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মচারী ও তাহাদের কার্যাবলি।
৭।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	(১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্ত সহকারী পরিচালক ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলি। (২) সমবায় অধিদপ্তরের অধীনস্ত উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলি।
৮।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অধীনস্ত থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত ও তাহার কার্যাবলি।
৯।	নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	নারী অধিদপ্তরের অধীনস্ত থানা নারী বিষয়ক কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলি।
১০।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের আওতাধীন থানা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) ও তাহার অধীনস্ত কর্মচারীগণ ও তাহাদের কার্যাবলি।

অংশ-৩

জেলা পরিষদ

এই সকল সরকারি অফিস, জনবল ও বাজেট বাবদ জেলা পরিষদ তহবিলের অংশ হিসাবে পরিগণিত হইবে।

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	জেলা পরিষদের নিকট ন্যস্তকৃত সরকারের বিষয় অথবা দপ্তর
১।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	(১) জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব ও অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলি।

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	জেলা পরিষদের নিকট ন্যস্তকৃত সরকারের বিষয় অথবা দপ্তর
		(২) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিপ্তরের অধীনস্ত নির্বাহী প্রকৌশলী ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলি। (৩) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনস্ত নির্বাহী প্রকৌশলী ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলি
২।	কৃষি মন্ত্রণালয়	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনস্ত উপপরিচালক ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলি।
৩।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	(১) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনস্ত সিভিল সার্জন এবং তাহার আওতাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারী; এবং (২) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনস্ত উপপরিচালক এবং তাহার আওতাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও তাহাদের কার্যাবলি।
৪।	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ	প্রাথমিক শিক্ষা অধিপ্তরের অধীনস্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলি।
৫।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	(১) শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনস্ত জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলি। (২) শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনস্ত নির্বাহী প্রকৌশলী ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলি।
৬।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	(১) মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনস্ত জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী; এবং (২) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলি।
৭।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনস্ত উপপরিচালক ও তাহার আওতাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলি।
৮।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	(১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্ত উপপরিচালক ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলি। (২) সমবায় অধিদপ্তরের অধীনস্ত জেলা সমবায় কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলি।
৯।	নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	নারী অধিদপ্তরের অধীনস্ত জেলা নারী বিষয়ক কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলি।
১০।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের অধীনস্ত জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলি।
১১।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অধীনস্ত উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলি।
১২।	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্ত নির্বাহী প্রকৌশলী ও তাহার আওতাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলি।

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	জেলা পরিষদের নিকট ন্যস্তকৃত সরকারের বিষয় অথবা দপ্তর
১৩।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনস্ত নির্বাহী প্রকৌশলী ও তাহার আওতাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলি।
১৪।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের অধীনস্ত জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলি।
১৫।	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলি।
১৬।	গণপূর্ত ও গৃহায়ন	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলি।

তফসিল-৬

(ধারা ৮২ দ্রষ্টব্য)

অংশ-১

ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

১। নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপিত ইমারত/ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর অথবা ইউনিয়ন রেইট।

২। বেসরকারিভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের উপর কর।

৩। পরিবেশ কর।

৪। পর্যটন কর।

৫। পাকা ইমারতের সর্বমোট আয়তনের প্রতি বর্গফুটের উপর নির্ধারিত হারে ইমারত পরিকল্পনা অনুমোদন ফি।

৬। পেশা, ব্যবসা এবং বৃত্তির (কলিং) উপর কর।

৭। সিনেমা, ড্রামা ও নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদ এবং চিত্ত বিনোদনের উপর কর।

৮। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং পারমিটের উপর ফি।

৯। ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে নির্ধারিত হাট-বাজার এবং ফেরি ঘাট হইতে ফি (লীজ মানি)।

১০। ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে হস্তান্তরিত জলমহাল।

১১। ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে অবস্থিত পাথরমহাল, বালুমহালের আয়ের অংশ।

১২। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত কর বাবদ আয়ের অংশ।

১৩। নিকাহ নিবন্ধন ফি।

১৪। ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত আয়ের অংশ।

১৫। বিজ্ঞাপনের উপর কর।

১৬। এই অধ্যাদেশের যে কোনো বিধানের অধীন অন্য যে কোনো কর।

১৭। ভূমি হস্তান্তর কর।

১৮। এলাকায় আদায়কৃত মূসকের ১/৩ অংশ।

অংশ-২

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

১। উপজেলার আওতাভুক্ত এলাকায় অবস্থিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাট-বাজার, হস্তান্তরিত জলমহাল ও ফেরিঘাট হইতে ইজারালব্ধ আয়।

২। বেসরকারিভাবে আয়োজিত মেলা, প্রদর্শনী ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত ফি।

৩। ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত খাত ব্যতীত বিভিন্ন ব্যবসা, বৃত্তি ও পেশার উপর পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ও পারমিটের উপর ধার্যকৃত ফি।

৪। পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর ধার্যকৃত ফিস, ইত্যাদি।

৫। সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্দেশিত অন্য কোনো খাতের উপর আরোপিত রেইট, টোল, ফিস বা অন্য কোনো উৎস হইতে অর্জিত আয়।

অংশ-৩

জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

১। পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও ফেরির উপর টোল।

২। বিজ্ঞাপনের উপর কর।

৩। পরিষদ কর্তৃক কৃত কোনো বিশেষ সেবার জন্য ফিস।

৪। জেলা পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেইট।

৫। সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোনো কর, রেইট, টোল ও ফিস, ইত্যাদি।

৬। জেলা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস।

৭। সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত যে কোনো কর।

অংশ-৪

পৌরসভা কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

১। ইমারত এবং ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর।

২। বেসরকারিভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের উপর কর।

৩। পরিবেশ কর।

৪। পর্যটন কর।

৫। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর।

৬। ভূমি উন্নয়ন কর।

৭। ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের আবেদনের উপর ফিস।

৮। পৌর এলাকায় ভোগ, ব্যবহার অথবা বিক্রয়ের জন্য আমদানি পণ্যের উপর ফিস।

৯। পৌর এলাকা হইতে রপ্তানি পণ্যের উপর কর।

১০। টোল জাতীয় ফিস।

১১। পেশা, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর কর।

১২। জন্ম, বিবাহ, দত্তক এবং ভোজের উপর ফিস।

১৩। বিজ্ঞাপনের উপর কর।

১৪। পশুর উপর কর।

১৫। সিনেমা, ড্রামা, নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদনের উপর কর।

১৬। মোটরগাড়ি ও নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর।

১৭। বাতি রেইট ও অগ্নি রেইট।

১৮। ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট।

১৯। জনসেবামূলক কার্য সম্পাদন রেইট।

২০। পানির স্থাপনা অথবা পানি সরবরাহের জন্য রেইট।

২১। সরকার কর্তৃক আরোপিত যে কোনো করিয়ার উপর উপ-কর।

২২। স্কুল ফিস।

২৩। পৌরসভা কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণকৃত কোনো জনসেবামূলক কার্য হইতে প্রাপ্ত সুবিধাদির উপর ফিস।

২৪। মেলা, কৃষি প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ফিস।

২৫। পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, অনুমোদন এবং অনুমতির জন্য ফিস।

২৬। পৌরসভা কর্তৃক বিশেষ সেবার উপর ফিস।

২৭। পশু জবাইয়ের জন্য ফিস।

২৮। জলমহাল/ফেরিঘাট হইতে ফিস।

২৯। পৌর এলাকার সীমানার মধ্যে বালুমহাল/পাথর মহালের উপর ফিস।

৩০। এই অধ্যাদেশের যে কোনো বিধানের অধীন অন্য যে কোনো কর।

৩১। পৌরসভার অধীনস্ত হাট-বাজারের ইজারালব্ধ অর্থ।

৩২। সরকার কর্তৃক আইন বলে আরোপণীয় অন্য কোনো কর।

৩৩। পৌর এলাকায় আদায়কৃত মূসকের অংশ।

অংশ-৫

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

১। ইমারত ও জমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর।

২। বেসরকারিভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের উপর কর।

৩। পরিবেশ কর।

৪। পর্যটন কর।

৫। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর।

৬। ইমারত নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণের জন্য আবেদনের উপর কর।

৭। নগরীতে ভোগ, ব্যবহার বা বিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানির উপর কর।

৮। নগর হইতে পণ্য রপ্তানির উপর কর।

৯। টোল জাতীয় কর।

১০। পেশা বা বৃত্তির উপর কর।

১১। জন্ম, বিবাহ, দত্তক গ্রহণ ও যিয়াফত বা ভোজের উপর কর।

১২। বিজ্ঞাপনের উপর কর।

১৩। পশুর উপর কর।

১৪। সিনেমা, ড্রামা ও নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ এবং চিত্তবিনোদনের উপর কর।

১৫। মোটরগাড়ি এবং নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর।

১৬। বাতি ও অগ্নি রেইট।

১৭। ময়লা নিষ্কাশন রেইট।

১৮। জনসেবামূলক কার্যসম্পাদনের জন্য রেইট।

১৯। পানিকল ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য রেইট।

২০। সরকার কর্তৃক আরোপিত করিয়ার উপর উপ-কর।

২১। স্কুল ফিস।

২২। কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত কোনো জনসেবামূলক কার্য হইতে প্রাপ্ত করিয়ার উপর ফিস।

২৩। মেলা, কৃষিপ্রদর্শনী, শিল্পপ্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ফিস।

২৪। বাজারের উপর ফিস।

২৫। কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, অনুমোদন ও অনুমতির জন্য ফিস।

২৬। কর্পোরেশন কর্তৃককৃত কোনো বিশেষ কার্যের জন্য ফিস।

২৭। পশু জবাই দেওয়ার জন্য ফিস।

২৮। এই আইনের যে কোনো বিধানের অধীন অনুমোদিত অন্য কোনো ফিস।

২৯। সরকার কর্তৃক আইন বলে আরোপণীয় অন্য কোনো কর।

উল্লেখ্য যে, কোনো সিটি কর্পোরেশন দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সিটি গভর্নমেন্টের আওতাধীন হলে কর আদায়ের কর্তৃত্ব শুধুমাত্র সিটি কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত হইবে। সেইক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন আলাদা তফসিল বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করবে।

তফসিল-৭

(ধারা ১০৮ এর উপ-ধারা (২) দ্রষ্টব্য)

অংশ-১

ইউনিয়ন পরিষদের অধীন বিবেচ্য অপরাধসমূহ

১। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর বা অন্যান্য ফাঁকি দেওয়া।

২। এই অধ্যাদেশ, তদধীন প্রণীত বিধি-প্রবিধানের অধীন যে সকল বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ কোনো তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইতে বা ভুল তথ্য সরবরাহ করিলে।

৩। এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কাজের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন সেই কাজ বিনা লাইসেন্স বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন করিলে।

৪। ইউনিয়ন পরিষদের বিনা অনুমতিতে কোনো বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা অথবা কোনো বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর দ্রব্য জমা করিলে।

৫। ইউনিয়ন পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোনো জনপথ বা রাজপথ বা সরকারি জায়গায় অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটাইলে।

৬। পানীয় জল দূষিত বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয় এমন কোনো কাজ করিলে।

৭। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হওয়া সন্দেহে এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো উৎস হইতে পানি পান করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও উক্ত উৎস হইতে পানি পান করা।

৮। কুয়া বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোনো পানীয় জলের উৎসের সন্নিকটে গবাদিপশু বা জীবজন্তুকে পানি পান করানো, পায়খানা-প্রস্রাব করানো বা গোসল করানো।

৯। আবাসিক এলাকা হইতে এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোনো পুকুরে বা ডোবায় অথবা ইহার সন্নিকটে শন, পাট বা অন্য গাছপালা ডুবাইয়া রাখা।

১০। আবাসিক এলাকা হইতে এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা।

১১। আবাসিক এলাকা হইতে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি, পাথর বা অন্য কোনো কিছু খনন করা।

১২। আবাসিক এলাকা হইতে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে ইটের ভাটি, চুন ভাটি, কাঠ-কয়লা ভাটি বা মৃৎশিল্প স্থাপন।

১৩। আবাসিক এলাকা হইতে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে মৃত জীবজন্তুর দেহাবশেষ ফেলা।

১৪। এই অধ্যাদেশের দ্বারা নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও, কোনো জমি বা ইমারত হইতে আবর্জনা, জীবজন্তুর বিষ্ঠা, সার অথবা দুর্গন্ধযুক্ত অন্য কোনো পদার্থ অপসারণে ব্যর্থতা।

১৫। এই অধ্যাদেশের দ্বারা নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলমূত্র, পানি, আবর্জনা অথবা বর্জ্য পদার্থ রাখিবার জন্য অন্যান্য স্থান বা পাত্র আচ্ছাদনে, অপসারণে, মেরামতে, পরিস্কার করিতে, জীবাণুমুক্ত করিতে অথবা যথাযথভাবে রক্ষণে ব্যর্থতা।

১৬। এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো আগাছা, ঝোপঝাড় বা লতাগুল্ম জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও তাহা অপসারণ বা পরিস্কার করিতে সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকের বা দখলদারের ব্যর্থতা।

১৭। জনপথ সংলগ্ন কোনো স্থানে জন্মানো কোনো আগাছা, লতাগুল্ম বা গাছপালা জনপদের উপর ঝুলিয়া থাকা অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য পানির পুকুর, কুয়া বা অন্য কোনো উৎসের উপর ঝুলিয়া থাকা চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও বা পানি দূষিত করা সত্ত্বেও অথবা তাহা এই অধ্যাদেশের অধীন জনস্বাস্থ্য হানিকর বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক বা দখলদার কর্তৃক তাহা কাটিয়া ফেলিতে, অপসারণ করিতে বা ছাটিয়া ফেলিতে ব্যর্থ হওয়া।

১৮। এই অধ্যাদেশের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোনো শস্যের চাষ করা, সার প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত পন্থায় জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা।

১৯। এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভরে পায়খানার গর্ত বা পায়খানার নালা হইতে মলমূত্র বা অন্য কোনো ক্ষতিকর পদার্থ কোনো জনপথ বা জনসাধারণের কোনো স্থানের উপর প্রবাহিত করিতে বা ছড়াইয়া যাইতে দেওয়া বা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এই প্রকার কোনো নর্দমা, খাল বা পয়ঃপ্রণালীর উপর পতিত হইতে দেওয়া।

২০। এই অধ্যাদেশের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোনো কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্য কোনো উৎস পরিষ্কার করিতে, মেরামত করিতে, আচ্ছাদন করিতে বা ভরাট করিতে বা তাহা হইতে পানি নিষ্কাশন করিতে ইহার মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা।

২১। এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নির্দেশিত হইয়া কোনো জমি বা দালান হইতে কোনো পানি বা আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য যথোপযুক্ত পাইপ বা নর্দমার ব্যবস্থা করিতে জমি বা দালানের মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২২। চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যরত থাকাকালীন সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও ইউনিয়ন পরিষদের নিকট তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করিতে কোনো চিকিৎসকের ব্যর্থতা।

২৩। কোনো দালানে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে কোনো ব্যক্তির ইউনিয়ন পরিষদকে খবর দেওয়ার ব্যর্থতা।

২৪। সংক্রামক রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোনো দালান সংক্রামকমুক্ত করিতে ইহার মালিকের ব্যর্থতা।

২৫। সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় করা।

২৬। রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোনো যানবাহনের মালিক বা চালক কর্তৃক সংক্রমিত গাড়ি সংক্রমণযুক্ত করিতে ব্যর্থ হইলে বা সংক্রমিত গাড়িতে যাত্রী বহন করিলে।

২৭। দুগ্ধের বা খাদ্যের জন্য রক্ষিত কোনো প্রাণীকে ক্ষতিকর কোনো দ্রব্য খাওয়াইলে বা খাবার সুযোগ দিলে।

২৮। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোনো স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো প্রাণী জবাই করা।

২৯। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ না করিয়া নিম্ন বা ভিন্ন মানের খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ করিয়া ক্রেতাকে ঠকানো।

৩০। ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি-মিনতি করা বা শরীরের কোনো বিকৃত বা গলিত অঙ্গ বা নোংরা ক্ষতস্থান প্রদর্শন করা।

৩১। নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকায় পতিতালয় স্থাপন বা পতিতা বৃত্তি পরিচালনা করা।

৩২। এই অধ্যাদেশের অধীন নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও, বাড়ি হইতে ময়লা নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করিতে বাড়ির মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

৩৩। কোনো বৃক্ষ বা ইহার শাখা কর্তন, বা অন্য কোনো দালান বা ইহার কোনো অংশ নির্মাণ বা ভাংচুর এই অধ্যাদেশের অধীন জনসাধারণের জন্য বিপদজ্জনক বা বিরক্তিকর ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাহা কর্তন, নির্মাণ বা ভাংচুর।

৩৪। ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো রাস্তা নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা বা রাস্তা নির্মাণ করিলে।

৩৫। নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো দালান বা স্থানে নোটিশ, পে-কার্ড, বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো প্রচারপত্র লাগানো।

৩৬। এই অধ্যাদেশের অধীন বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠ, ঘাস, খড় বা অন্য কোনো দাহ্য বস্তু স্তূপীকৃত করা।

৩৭। এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো রাস্তার উপরে পিকেটিং করা, জীবজন্তু রাখা, যানবাহন জমা করিয়া রাখা, অথবা কোনো রাস্তাকে যানবাহন বা জীবজন্তুকে থামাইবার স্থান হিসাবে অথবা তাঁবু খাটাইবার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

৩৮। গৃহপালিত জীবজন্তুকে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

৩৯। সূর্যাস্তের অর্ধঘন্টা পর হইতে সূর্যোদয়ের অর্ধঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো যানবাহন যথাযথ বাতির ব্যবস্থা না করিয়া চালানো।

৪০। যানবাহন চালানোর সময় সংগত কারণ ব্যতীত রাস্তার বাম পার্শ্বে না থাকা অথবা একই দিকগামী অন্য কোনো থাকা অথবা রাস্তায় চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিনিষেধ না মানা।

৪১। যানবাহনের ডান পার্শ্বে না এই অধ্যাদেশের সাধারণ বা বিশেষ বিধানের ব্যত্যয়ে রেডিও বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো, ভেঁপু বাজানো, অথবা কাঁশা বা অন্য কোনো জিনিসের দ্বারা আওয়াজ সৃষ্টি করা।

৪২। আগ্নেয়াস্ত্র, পটকা বা আতশবাজি এমনভাবে ছোঁড়া অথবা উহাদের লইয়া এমনভাবে খেলা বা শিকারে রত হওয়া যাহাতে পথচারী বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বা কোনো সম্পত্তির বিপদ বা ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৪৩। পথচারীদের বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় বা বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে এমনভাবে গাছ কাটা, দালান-কোঠা নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরণ ঘটানো।

৪৪। এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে স্বীকৃত গোরস্থান বা শ্মশান ছাড়া অন্য কোথাও লাশ দাফন করা বা শবদাহ করা।

৪৫। হিংস্র কুকুর বা অন্য কোনো ভয়ঙ্কর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ছাড়িয়া বা লেলাইয়া দেয়া।

৪৬। এই অধ্যাদেশের অধীন বিপজ্জনক কোনো দালান ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা তাহা মজবুত করিতে ব্যর্থ হইলে।

৪৭। এই অধ্যাদেশের অধীন মানুষের বসবাসের অনুপোযোগী বলিয়া ঘোষিত কোনো দালান কোঠা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা বা কাউকে ইহাতে বসবাস করিতে দেওয়া।

৪৮। এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া কোনো দালান নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করিলে।

৪৯। এই অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক কোনো দালানে চুনকাম বা মেরামত করিতে ব্যর্থ হইলে।

৫০। এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করিলে।

৫১। ইউনিয়ন পরিষদের কোনো সদস্য বা কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সজ্ঞানে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, স্বয়ং বা কোনো অংশীদার মারফত ইউনিয়ন পরিষদের কোনো ঠিকাদারীতে স্বত্ব বা অংশ অর্জন করা।

৫২। এই অধ্যাদেশ দ্বারা অপরাধ বলিয়া ঘোষিত কোনো কাজ করা।

৫৩। এই অধ্যাদেশের বা কোনো বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ বা ঘোষণা বা জারীকৃত কোনো বিজ্ঞপ্তির খেলাপ।

৫৪। উপরি-উল্লিখিত অপরাধসমূহ সংঘটনের চেষ্টা বা সহায়তা করা।

অংশ-২

উপজেলা পরিষদের অধীন বিবেচ্য অপরাধসমূহ

১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আইনগতভাবে ধার্যকৃত কর, টোল, রেইট, ফিস, ইত্যাদি ফাঁকি দেওয়া।

২। এই অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের অধীন যে সকল বিষয়ে উপজেলা পরিষদ তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে উপজেলা পরিষদের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের ব্যর্থতা বা ভুল তথ্য সরবরাহ।

৩। এই অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয় সেই কার্য বিনা লাইসেন্সে বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।

৪। এই অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের বিধানাবলি লঙ্ঘন বা উহার অধীন জারীকৃত নির্দেশ বা ঘোষণার লঙ্ঘন।

অংশ-৩

জেলা পরিষদের অধীন বিবেচ্য অপরাধসমূহ

১। পরিষদ কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর, টোল, রেইট ও ফিস ফাঁকি দেওয়া।

২। এই অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের অধীন যে সকল বিষয়ে পরিষদ কোনো তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে পরিষদের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা বা ভুল তথ্য সরবরাহ।

৩। এই অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয় সেই কার্য বিনা লাইসেন্স বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।

৪। পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোনো জনপথে অবৈধ অনুপ্রবেশ।

৫। পানীয় জল দূষিত বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয় এমন কোনো কাজ করা।

৬। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হইবার সন্দেহে এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো উৎস হইতে পানি পান করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ উৎস হইতে পানি পান করা।

৭। জনসাধারণের ব্যবহার্য কোনো পানীয় জলের উৎসের সন্নিকটে গবাদিপশু বা জীবজন্তুকে পানি পান করানো, পায়খানা প্রস্রাব করানো বা গোসল করানো।

৮। আবাসিক এলাকা হইতে এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোনো পুকুরে বা ডোবায় অথবা উহার সন্নিকটে শন, পাট বা অন্য গাছপালা ডুবাইয়া রাখা।

৯। আবাসিক এলাকা হইতে এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা।

১০। আবাসিক এলাকা হইতে এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি খনন, পাথর বা অন্য কিছু খনন করা।

১১। আবাসিক এলাকা হইতে পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে ইটের ভাটা, চুন ভাটি, কাঠ-কয়লা ভাটি ও মৃৎশিল্প স্থাপন।

১২। আবাসিক এলাকা হইতে পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে মৃত জীবজন্তুর দেহাবশেষ ফেলা।

১৩। এই অধ্যাদেশের অধীন নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও, কোনো জমি বা ইমারত হইতে আবর্জনা, জীবজন্তুর বিষ্ঠা, সার অথবা দুর্গন্ধযুক্ত অন্য কোনো পদার্থ অপসারণে ব্যর্থতা।

১৪। এই অধ্যাদেশের অধীন নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলমূত্র, পানি, আবর্জনা অথবা বর্জ্য পদার্থ রাখিবার জন্য অন্যান্য স্থান বা পাত্র আচ্ছাদনে, অপসারণে, মেরামতে, পরিষ্কার করিতে, জীবাণুমুক্ত করিতে অথবা যথাযথভাবে রক্ষণ করিতে ব্যর্থতা।

১৫। এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো আগাছা, ঝোপঝাড় বা লতাগুল্ম জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল ঘোষণা করা সত্ত্বেও উহা অপসারণ বা পরিষ্কার করিতে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের বা দখলদারদের ব্যর্থতা।

১৬। জনপথ সংলগ্ন কোনো স্থানে জন্মানো কোনো আগাছা, লতাগুল্ম বা গাছপালা জনপথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য পানির কোনো পুকুর, কুয়া বা অন্য কোনো উৎসের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও বা পানি দূষিত করা সত্ত্বেও অথবা উহা এই অধ্যাদেশের অধীন জনস্বাস্থ্য হানিকর বলিয়া ঘোষিত হওয়া

সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক বা দখলদার কর্তৃক উহা কাটিয়া ফেলিতে, অপসারণ করিতে বা ছাটিয়া ফেলিতে ব্যর্থতা।

১৭। এই অধ্যাদেশের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোনো শস্যের চাষ করা, সার প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত পন্থায় জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা।

১৮। এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভরে পায়খানার গর্ত বা পায়খানার নালা হইতে মলমূত্র বা অন্য কোনো ক্ষতিকর পদার্থ কোনো জনপথ বা জনসাধারণের কোনো স্থানের উপর ছড়াইয়া পড়িতে বা গড়াইয়া যাইতে দেওয়া বা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এইরূপ কোনো নর্দমা, খাল বা পয়ঃপ্রনালীর উপর পতিত হইতে দেওয়া।

১৯। এই অধ্যাদেশের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোনো কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্য কোনো উৎস পরিষ্কার করিতে, মেরামত করিতে, আচ্ছাদন করিতে বা ভরাট করিতে বা উহা হইতে পানি নিষ্কাশন করিতে উহার মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২০। এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নির্দেশিত হইয়া কোনো জমি বা দালান হইতে কোনো পানি বা আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য যথোপযুক্ত পাইপ বা নর্দমার ব্যবস্থা করিতে জমি বা দালানের মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২১। চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যরত থাকাকালে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও পরিষদের নিকট তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করিতে কোনো চিকিৎসকের ব্যর্থতা।

২২। কোনো দালানে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে কোনো ব্যক্তির পরিষদকে খবর দিতে ব্যর্থতা।

২৩। সংক্রামক রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোনো দালানকে রোগজীবাণু মুক্ত করিতে উহার মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২৪। সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য বা পানীয় বিক্রয়।

২৫। রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোনো যানবাহনের মালিক বা চালক কর্তৃক উহাকে রোগজীবাণুমুক্ত করিতে ব্যর্থতা।

২৬। দুগ্ধের জন্য বা খাদ্যের জন্য রক্ষিত কোনো প্রাণীকে ক্ষতিকর কোনো দ্রব্য খাওয়ানো বা খাওয়ার সুযোগ দেওয়া।

২৭। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোনো স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো প্রাণী জবাই করা।

২৮। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ না করিয়া নিম্ন বা ভিন্ন মানের খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ করিয়া ক্রেতাকে ঠকানো।

২৯। ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি মিনতি করা বা শরীরের কোনো বিকৃতি বা গলিত অঙ্গ বা নোংরা ক্ষতস্থান প্রদর্শন করা।

৩০। পতিতালয় স্থাপন বা পতিতা বৃত্তি পরিচালনা করা।

৩১। কোনো বৃক্ষ বা উহার শাখা কর্তন, বা কোনো দালান বা উহার কোনো অংশ নির্মাণ বা ভাংচুর এই অধ্যাদেশের অধীন জনসাধারণের জন্য বিপজ্জনক বা বিরক্তিকর বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও উহার কর্তন, নির্মাণ ও ভাংচুর।

৩২। পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে পরিষদের ভূমি বা আওতাধীন এলাকায় কোনো রাস্তা নির্মাণ।

৩৩। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোনো স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে কোনো বিজ্ঞাপন, নোটিশ, পে-কার্ড বা অন্য কোনো প্রচারপত্র আটিয়া দেওয়া।

৩৪। এই অধ্যাদেশের অধীন বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠ, ঘাস, খড় বা অন্য কোনো দাহ্য বস্তু স্তূপীকৃত করা।

৩৫। এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো রাস্তার উপরে পিকেটিং করা, জীবজন্তু রাখা, যানবাহন জমা করিয়া রাখা অথবা কোনো রাস্তাকে যানবাহন বা জীবজন্তুকে থামাইবার স্থান হিসাবে অথবা তাঁবু খাটাইবার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

৩৬। গৃহপালিত জীবজন্তুকে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

৩৭। আগ্নেয়াস্ত্র, পটকা বা আতশবাজি এমনভাবে ছোঁড়া অথবা উহাদের লইয়া এমনভাবে খেলায় বা শিকারে রত হওয়া যাহাতে পথচারী বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বা কোনো সম্পত্তির বিপদ বা ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৩৮। পথচারীদের বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় বা বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে এমনভাবে গাছ কাটা, দালান কোঠা নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরণ ঘটানো।

৩৯। এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে স্বীকৃত গোরস্থান বা শ্মশান ছাড়া অন্য কোথাও লাশ দাফন করা বা শবদাহ করা।

৪০। হিংস্র কুকুর বা অন্য কোনো ভয়ংকর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া বা লেলাইয়া দেওয়া।

৪১। এই অধ্যাদেশের অধীন বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত কোনো দালান ভাংগিয়া ফেলিতে বা উহা মজবুত করিতে ব্যর্থতা।

৪২। এই অধ্যাদেশের অধীন মানুষ বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষিত দালান কোঠা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা বা কাহাকেও উহাতে বসবাস করিতে দেওয়া।

৪৩। এই অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক কোনো দালান চুনকাম বা মেরামত করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে ব্যর্থতা।

৪৪। বিধি দ্বারা অপরাধ বলিয়া ঘোষিত কোনো কাজ করা।

৪৫। এই অধ্যাদেশ বা কোনো বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ বা ঘোষণা বা জারীকৃত কোনো বিজ্ঞপ্তির খেলাপ।

৪৬। উপরি-উল্লিখিত অপরাধসমূহ সংঘটনের চেষ্টা বা সহায়তা করা।

অংশ-৪

পৌরসভার অধীন বিবেচ্য অপরাধসমূহ

১। পৌরসভা কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর বা অন্য কোনো আরোপিত কর প্রদান এড়াইবার জন্য ওজর।

২। এই অধ্যাদেশের অধীন বিধান অথবা বিধি অথবা উপ-আইনের ক্ষমতা বলে পৌরসভা যে সকল বিষয়ে তথ্য চাইতে পারে তাহা পৌরসভার চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করায় ব্যর্থ হইলে অথবা ভুল তথ্য সরবরাহ করা।

৩। এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো বিধান অথবা বিধি অথবা উপ-আইন অনুসারে যে কাজের জন্য লাইসেন্স অথবা অনুমতি প্রয়োজন সেই কাজ বিনা অনুমতিতে সম্পাদন করা।

৪। এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিত ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ।

৫। এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ভূমি অথবা স্থানের উন্নয়ন।

৬। পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত লে-আউটদেওয়া, লে-আউট প্রস্তত অথবা শুরু করা অথবা সড়ক তৈয়ার করা।

৭। পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত জনপথ, রাজপথ অথবা সরকারি জায়গা অন্যায় দখল।

৮। পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত কোনো সড়কের উপর পিকেটিং করা, জীবজন্ত রাখা অথবা ঘোড়ার অথবা কোনো রাস্তাকে জীব-জন্ত অথবা যানবাহনের বিরাম স্থান অথবা ক্যাম্প স্থাপনে স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

৯। জীব-জন্তুকে ইতস্ততে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

১০। পৌরসভার বিনা অনুমতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলিতভাবে ময়লা ধোয়ার চৌবাচ্চার ভূ-নিম্নস্থ নর্দমার অথবা মলকুন্ডের সকল বস্তু অথবা অন্য কোনো আপত্তিকর পদার্থ কোনো রাস্তা অথবা জনসাধারনের জায়গায় অথবা কোনো সেচ খালে অথবা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এমন কোনো ভূ-নিম্নস্থ নর্দমা অথবা ড্রেনে প্রবাহিত অথবা নিষ্কাশিত হইতে দেওয়া।

১১। পৌরসভার অনুমোদন ছাড়া কোনো জনপথে নর্দমার লে- আউট দেওয়া অথবা পরিবর্তন করা।

১২। পৌরসভার বিনা অনুমতিতে গৃহের নর্দমা জনসাধারনের সড়কে সংযোগ দেওয়া।

১৩। কোনো সড়ক অথবা পৌরসভা কর্তৃক এতদুদ্দেশে ব্যবস্থিত অথবা নির্ধারিত নহে এমন কোনো স্থানে আবর্জনা ফেলা অথবা রাখা।

১৪। পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত কোনো বিপজ্জনক অথবা ক্ষতিকর ব্যবসা পরিচালনা করা অথবা কোনো ক্ষতিকর অথবা বিপজ্জনক দ্রব্য জমা করা।

১৫। খাবার পানি দূষিত বা ব্যবহারের অযোগ্য হয় এমন কাজ না করা।

১৬। জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক সন্দেহে পৌরসভা কর্তৃক কোনো উৎস হইতে পানি পান করিবার জন্য নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও তাহা ব্যবহার।

১৭। জনসাধারনের পানীয় জলের কূপ অথবা অন্যান্য উৎসে অথবা সন্নিকটে গবাদিপশু অথবা জীবজন্তুকে পানি পান করানো অথবা গোসল করানো অথবা ধৌত করানো।

১৮। আবাসিক এলাকা হইতে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে কোনো পুকুর অথবা অন্য কোনো ডোবায় অথবা ইহার সন্নিকটে শন, পাট অথবা অন্য কোনো গাছ-পালা নিমজ্জিত করিয়া রাখা।

১৯। পৌরসভা কর্তৃক আবাসিক এলাকা হইতে নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং অথবা পাকা করা।

২০। পানি সরবরাহের জন্য পৌরসভার ব্যবস্থিত অথবা নিয়ন্ত্রিত কূপ, জলাধার, মেইন-লাইন, পাইপ অথবা অন্যান্য যন্ত্রপাতি ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভরে ক্ষতিগ্রস্থ করা অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হইতে দেওয়া।

২১। পৌরসভার বিনা অনুমতিতে কোনো মেইন লাইন অথবা পাইপ হইতে, পানি টানিয়া নেওয়া, ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা অথবা লইয়া যাওয়া।

২২। পানি সরবরাহের মেইন পাইপ, মিটার অথবা অন্য কোনো সরঞ্জাম অথবা যন্ত্রপাতিতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা।

২৩। পৌরসভা কর্তৃক আবাসিক এলাকা হইতে নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি, পাথর অথবা অন্য কোনো কিছু খনন করা।

২৪। পৌরসভা কর্তৃক আবাসিক এলাকা হইতে নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে ইটভাটা, চুনভাটা, কাঠ-কয়লা ভাটা অথবা মৃৎশিল্প স্থাপন।

২৫। পৌরসভার অনুমতি ব্যতীত জীবজন্তর দেহাবশেষ ফেলা।

২৬। পৌরসভার নির্দেশে কোনো শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলকুন্ড অথবা ময়লা, নোংরা পানি, অথবা বর্জ্য পদার্থ রাখিবার পাত্র সরবরাহ, বন্ধ, অপসারণ, পরিবর্তন, মেরামত, পরিষ্কার, জীবাণুমুক্তকরন অথবা যথাযথ রাখিতে ব্যর্থ হইলে।

২৭। পৌরসভা কর্তৃক ঘোষিত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের প্রতি ক্ষতিকারক ঘন গাছপালা অথবা কোপ, কেনা জমির মালিক অথবা দখলকার কর্তৃক পরিস্কার অথবা অপসারণ করিতে ব্যর্থ হইলে।

২৮। জনপথ সংলগ্ন কোনো জমিতে জন্মানো ঝোপ-ঝাড় অথবা ইহাতে জন্মানো গাছের ডালপাল জনপথের উপর ঝুলিয়া থাকা অথবা বাধা সৃষ্টি করা অথবা কোনো বিপদ সৃষ্টি করা অথবা তাহা ঝুলিয়া পড়িলে কূপ, পুকুর অথবা পানির অন্যান্য উৎস যাহা হইতে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পানি পাওয়া যায় তাহা দূষিত করিবার সম্ভাবনা অথবা এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো না কোনো ভাবে স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিকূল অথবা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত সত্ত্বেও জমির মালিক অথবা দখলদার কর্তৃক তাহা কাটিয়া অথবা ছাটিয়া ফেলিতে ব্যর্থ হইলে।

২৯। পৌরসভা কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের প্রতিকূল বলিয়া ঘোষিত শস্যের চাষাবাদ, সারের প্রয়োগ অথবা ক্ষতিকর পন্থায় জমিতে সেচ প্রদান।

৩০। পৌরসভা কর্তৃক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের প্রতিকূল বলিয়া ঘোষিত কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন কূপ, পুকুর অথবা অন্য কোনো পানি সরবরাহের উৎস কোনো সংশ্লিষ্ট জমির অথবা ইমারতের মালিক অথবা দখলকার কর্তৃক পরিষ্কার, মেরামত, আচ্ছাদন, ভরাট অথবা নিষ্কাশন করিতে ব্যর্থ হইলে।

৩১। পৌরসভা কর্তৃক নির্দেশিত হইয়াও কোনো ইমারত অথবা জমির মালিক অথবা দখলকার কর্তৃক ইমারত অথবা জমিতে পানি ও নোংরা পদার্থ সংগ্রহ অথবা তাহা হইতে বহনের ব্যবস্থা ও উপযুক্ত সরু পাত্র বিশেষ অথবা পাইপ যথোপযুক্ত রাখিতে ব্যর্থ হইলে।

৩২। চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত থাকাকালীন কোনো সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া জানা সত্ত্বে উক্ত সংক্রামক রোগ সম্পর্কে পৌরসভাকে প্রতিবেদন প্রদানে চিকিৎসকের ব্যর্থতা।

৩৩। কোনো ইমারতে কোনো সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পৌরসভাকে অবহিত করিতে ব্যর্থ হইলে।

৩৪। সংক্রামক রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোনো ইমারতকে মালিক কর্তৃক রোগ জীবানু মুক্ত করিতে ব্যর্থতা অথবা রোগ-জীবাণুমুক্ত না করিয়া ভাড়া প্রদান করিলে।

৩৫। সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য অথবা পানীয় দ্রব্য বিক্রয়।

৩৬। সংক্রমিত কোনো যানবাহনে মালিক অথবা চালক কর্তৃক যানবাহন রোগ জীবাণু সংক্রমণ মুক্ত করিতে ব্যর্থতা অথবা সংক্রমিত যানবাহনে যাত্রী বহন করা।

৩৭। দুগ্ধজাত দ্রব্য ও খাদ্যের উদ্দেশ্যে পালিত পশুকে ক্ষতিকারক বস্তু, ময়লা অথবা আবর্জনা খাওয়াইলে অথবা খাবার সুযোগ দেওয়া।

৩৮। নির্ধারিত স্থান ব্যতিত অন্য কোনো স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা।

৩৯। ক্রেতার চাহিদা অনুসারে প্রকৃত বস্তু ও গুণে যাহা সঠিক নয় এমন খাদ্য অথবা পানীয় ক্রেতা বশীভূত করিয়া বিক্রয় করিলে।

৪০। পৌরসভার অনুমতি ব্যতীত সাধ্যরণের ব্যবহার্য অথবা নিবন্ধিত গোরস্থান অথবা শ্মশান-ঘাট নয় এমন কোনো স্থানে মৃতদেহ দাফন অথবা দাহ করা।

৪১। পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত পথ ব্যতীত অন্যপথে মৃতদেহ অপসারন করা।

৪২। যথাযথ অনুমতি ছাড়া পৌরসভার দিক নির্দেশক-পোষ্ট, বাতি-পোষ্ট অথবা বাতি নড়াচড়া অথবা বিকৃত করা, পৌরসভার কোনো বাতি নিভাইয়া ফেলা।

৪৩। পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো ইমারতের উপর অথবা অন্য কোনো স্থানে বিল, নোটিশ, প্ল্যাকার্ড অথবা অন্য কোনো পত্র অথবা বিজ্ঞাপনের বিষয়াদি এতদুদ্দেশ্যে আটিয়া দেওয়া।

৪৪। কোনো অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রদর্শন।

৪৫। পৌরসভা কর্তৃক বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠের গুড়ি, কাঠ, শুকনা ঘাস, খড় অথবা অন্য কোনো দাহ্য বস্তু স্তূপীকৃত করা অথবা সংগ্রহ করা।

৪৬। যথাযথ বাতি সংযোজন না করিয়া সূর্যাস্তের আধাঘন্টা পর হইতে সুর্যোদয়ের আধাঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো যানবাহন যথাযথ বাতির ব্যবস্থা না করিয়া চালানো।

৪৭। যানবাহন চালানোর সময় যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত বাম পার্শ্বে না থাকা অথবা একই দিকগামী অন্য যানবাহন অতিক্রমকালে ডানপার্শ্বে দিকে থাকা অথবা রাস্তায় চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিনিষেধ না থাকা।

৪৮। পৌরসভা কর্তৃক জারীকৃত কোনো সাধারন অথবা বিশেষ নিষেধাজ্ঞা লংঘন করিয়া বাদ্যযন্ত্র অথবা রেডিও বাজানো, ঢাক অথবা টমটম পিটানো, হর্ন অথবা শিংগা ফুঁকানো, কাঁসা অথবা অন্যান্য যন্ত্র অথবা বাসন-পত্র পিটানো।

৪৯। আগ্নেয়াস্ত্র, আতসবাজি পোড়ানো, পটকা, অগ্নি-বেলুন অথবা বিস্ফোরক এমনভাবে ছোঁড়া অথবা এই গুলির কোনো খোলস এমনভাবে রাখা হয় যাহাতে পথচারী অথবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী অথবা কর্মরত লোকজনের অথবা কোনো সম্পত্তির ক্ষতির ঝুঁকি, বিপদ হইতে পারিবে অথবা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

৫০। পথচারী অথবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী অথবা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় অথবা বিপদ হইতে পারে এমনভাবে গাছ কাটা অথবা ইমারত নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরন ঘটানো।

৫১। হিংস্র কুকুর অথবা অন্যান্য ভয়ংকর জন্তুকে আলগা ছাড়িয়া অথবা লেলাইয়া দেওয়া।

৫২। পৌরসভা কর্তৃক বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত কোনো ইমারত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অথবা অন্যভাবে নিরাপদ করিতে ব্যর্থ হইলে।

৫৩। পৌরসভা কর্তৃক লোকজন বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষিত ইমারত লোকজন বসবাসের জন্য ব্যবহার করা অথবা ব্যবহার করিতে দেওয়া।

৫৪। পৌরসভার নির্দেশের পরেও কোনো ইমারতের চুনকাম অথবা মেরামত করিতে ব্যর্থ হইলে।

৫৫। পৌরসভা কর্তৃক নির্দেশের পরেও কোনো ইমারতের মালিক অথবা দখলকার কর্তৃক বাড়ির ময়লা নিস্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করিতে ব্যর্থ হইলে।

৫৬। এই অধ্যাদেশ কর্তৃক অথবা ইহার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে পৌরসভার কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী অথবা পৌরসভা কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান

৫৭। ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি মিনতি অথবা বদান্যতা, উদ্দীপনের উদ্দেশ্যে শরীরের কোনো বিকলতা অথবা কোনো রোগ অথবা কোনো ক্ষতিজনক ঘা অথবা ক্ষত উন্মুক্তকরণ অথবা প্রদর্শন।

৫৮। পৌরসভা কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকায় পতিতালয় স্থাপন অথবা বেশ্যাবৃত্তি পরিচালনা করা।

৫৯। পৌরসভার কাউন্সিলর অথবা কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজে অথবা অংশীদার কর্তৃক পৌরসভার সহিত পৌরসভা কর্তৃক অথবা পৌরসভার পক্ষে কোনো চুক্তিতে অংশগ্রহণ অথবা স্বার্থ অর্জন করা।

৬০। পৌরসভা কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী বলিয়া ঘোষিত কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীর কাজে অনুপস্থিতি অথবা কাজে অবহেলা অথবা কাজ করিতে অস্বীকৃতি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অদৃশ্যভাবে কাজ সম্পাদন।

৬১। এই অধ্যাদেশের অধীনে অপরাধ হিসাবে নির্ধারিত কোনো কাজ করা।

৬২। এই অধ্যাদেশের বিধানবলি, বিধি অথবা উপ-আইন অথবা ইহার অধীনে প্রণীত অথবা জারীকৃত কোনো আদেশ, নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি অথবা ঘোষণা লংঘন করা।

৬৩। উপরোক্ত অপরাধসমূহের যে কোনোটি সংঘটনের চেষ্টা অথবা তাহাতে কুপ্ররোচনা প্রদান।

অংশ-৫

সিটি কর্পোরেশনের অধীন বিবেচ্য অপরাধসমূহ

১। কর্পোরেশন কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর, উপকর, টোল, রেইট ও ফিস ফাঁকি দেওয়া।

২। এই অধ্যাদেশ বা কোনো বিধি বা প্রবিধানের অধীন যে সকল বিষয়ে কর্পোরেশন কোনো তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে কর্পোরেশনের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা বা উহার নিকট ভুল তথ্য সরবরাহ করা।

৩। এই অধ্যাদেশ বা কোনো বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয় সেই কার্য বিনা লাইসেন্স বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।

৪। এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে উহার নির্মাণ বা পুনঃনিমার্ণ।

৫। এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো এলাকার উন্নয়ন।

৬। কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো রাস্তা নির্মাণ বা নির্মাণ কার্য পরিচালনা।

৭। কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোনো জনপথে অবৈধ পদার্পণ।

৮। এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো রাস্তার উপরে পিকেটিং করা, জীবজন্তু রাখা, যানবাহন জমা করিয়া রাখা, অথবা কোনো রাস্তাকে যানবাহন বা জীবজন্তুকে থামাইয়া তাঁবু খাটাইবার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

৯। গৃহপালিত জীবজন্তুকে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

১০। কর্পোরেশনের অনুমতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভাবে পায়খানার গর্ত বা নালা হইতে মলমূত্র বা অন্য কোনো ক্ষতিকর পদার্থ কোনো জনপথ বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোনো স্থানের উপর ছড়াইয়া পড়িতে বা গড়াইয়া যাইতে দেওয়া বা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এই প্রকার কোনো নর্দমা, খাদ বা পয়ঃপ্রণালীর উপর পতিত হইতে দেওয়া।

১১। কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোনো জনপথে নর্দমা খনন বা উহার পরিবর্তন।

১২। কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোনো জনপথের নর্দমার সহিত কোনো গৃহের নর্দমার সংযোগ সাধন।

১৩। কোনো রাস্তায় অথবা কর্পোরেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নহে এইরকম স্থানে আবর্জনা নিক্ষেপ করা বা রাখা।

১৪। কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোনো বিপজ্জনক বা ক্ষতিসাধন, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা অথবা কোনো বিপজ্জনক বা ক্ষতিসাধন দ্রব্য জমা করা।

১৫। পানীয় জল দূষিত বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয় এমন কোনো কাজ করা।

১৬। জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হইবার সন্দেহে কর্পোরেশন কর্তৃক কোনো উৎস হইতে পানি পান করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ উৎস হইতে পানি পান করা।

১৭। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোনো পানীয় জলের উৎসের সন্নিকটে গবাদি পশু বা জীবজন্তুকে পানি পান করানো বা গোসল করানো বা প্রস্রাব করানো।

১৮। আবাসিক এলাকা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোনো পুকুরে বা ডোবায় অথবা উহার সন্নিকটে শন, পাট বা অন্য কোনো গাছ পালা ডুবাইয়া রাখা।

১৯। আবাসিক এলাকা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা।

২০। কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বা পরিচালনাধীন পানি সরবরাহের কূপ, পাইপ, জলাধার অথবা কলকব্জা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাভরে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেওয়া।

২১। কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোনো পাইপ হইতে পানি লইয়া যাওয়া বা পানি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা।

২২। পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোনো পাইপ, মিটার অথবা অন্য কোনো যন্ত্রপাতিতে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা।

২৩। আবাসিক এলাকা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি, পাথর বা অন্য কিছু খনন করা।

২৪। আবাসিক এলাকা হইতে, কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্য হইতে ইটভাটি, চুনভাটি, কাঠ কয়লা ভাটি ও মৃৎশিল্প স্থাপন।

২৫। কর্পোরেশন বিনা অনুমতিতে কোনো জীবজন্তুর দেহাবশেষ ফেলা।

২৬। কর্পোরেশনের কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলমূত্র, পানি, আবর্জনা অথবা বর্জিত পদার্থ রাখিবার জন্য অন্যান্য স্থান বা পাত্র আচ্ছাদান, অপসারণ, মেরামত বা পরিষ্কার করিতে বা জীবাণুমুক্ত করিতে অথবা যথাযথভাবে রক্ষণ করিতে ব্যর্থতা।

২৭। কর্পোরেশন কর্তৃক কোনো আগাছা ঝোপঝাড় বা লতাগুল্ম জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও উহা অপসারণ বা পরিষ্কার করিতে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২৮। জনপথ সংলগ্ন কোনো স্থানে জন্মানো কোনো আগাছা, লতাগুল্ম বা গাছপালা জনপথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য পানির কোনো পুকুর, কুয়া বা অন্য কোনো উৎসের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক বা দখলকার কর্তৃক উহা কাটিয়া ফেলিতে, অপসারণ করিতে বা ছাটিয়া ফেলিতে ব্যর্থতা।

২৯। কর্পোরেশন কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোনো শস্যের চাষ করা, সারের প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত পন্থায় জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা।

৩০। কর্পোরেশন কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোনো কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্য কোনো উৎস পরিষ্কার করিতে, মেরামত করিতে, আচ্ছাদন করিতে বা ভরাট করিতে বা উহা হইতে পানি নিষ্কাশন করিতে উহার মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা।

৩১। কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া কোনো জমি বা দালান হইতে পানি বা আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য যথোপযুক্ত পাইপ বা নর্দমার ব্যবস্থা জমি বা দালানের মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা।

৩২। চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যরত থাকাকালে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কর্পোরেশনের নিকট তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করিতে কোনো চিকিৎসকের ব্যর্থতা।

৩৩। কোনো স্থানে সংক্রামক রোগের সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে কোনো ব্যক্তির কর্পোরেশনের নিকট খবর দিতে ব্যর্থতা।

৩৪। সংক্রামক রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোনো স্থানকে রোগজীবাণুমুক্ত করিতে উহার মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা।

৩৫। সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য বা পানীয় বিক্রয়।

৩৬। রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোনো যানবাহনের মালিক বা চালক কর্তৃক উহাকে রোগজীবাণুমুক্ত করিতে ব্যর্থতা।

৩৭। দুগ্ধের জন্য বা খাদ্যের জন্য রক্ষিত কোনো প্রাণীকে ক্ষতিকর কোনো দ্রব্য খাওয়ানো বা খাওয়ার সুযোগ দেওয়া।

৩৮। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোনো স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো প্রাণী জবাই করা। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ না করিয়া নিম্ন বা ভিন্ন মানের খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ করিয়া ক্রেতাকে ঠকানো।

৩৯। কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে সাধারণের ব্যবহার্য বা রেজিস্ট্রিকৃত গোরস্থান বা শ্মশান নহে এই প্রকার কোনো স্থানে মৃতদেহ দাফন বা দাহ করা।

৪০। কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত রাস্তা ব্যতীত অন্য কোনো রাস্তা দিয়া মৃতদেহ লইয়া যাওয়া।

৪১। উপযুক্ত অনুমতি ব্যতিরেকে কর্পোরশনের দিকনির্দেশক ফলক বা বাতির খুঁটি নাড়াচড়া বা বিকৃত অথবা কর্পোরেশনের বাতি নিভাইয়া দেওয়া।

৪২। এতদুদ্দেশ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত কোনো স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে বিজ্ঞাপন, নোটিশ, প্লাকার্ড বা অন্য কোনো প্রকার প্রচারপত্র আটিয়া দেওয়া।

৪৩। কোনো অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা।

৪৪। কর্পোরেশন কর্তৃক বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠ, ঘাস, খড় বা অন্য কোনো দাহ্য বস্তু স্তুপীকৃত করা।

৪৫। সূর্যাস্তের অর্ধঘন্টা পর হইতে সূর্যোদয়ের অর্ধঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো যানবাহন যথাযথ বাতির ব্যবস্থা না করিয়া চালানো।

৪৬। যানবাহন চালানোর সময় সংগত কারণ ব্যতীত রাস্তার বাম পার্শ্বে না থাকা অথবা রাস্তায় চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিনিষেধ না মানা।

৪৭। কর্পোরেশন কর্তৃক জারীকৃত কোনো নিষেধাজ্ঞা ভংগ করিয়া রেডিও, টেলিভিশন বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো, মাইক ব্যবহার, ঢাক-ঢোল পিটানো, ভেপু বাজানো, অথবা কাঁশা বা অন্য কোনো জিনিষের দ্বারা আওয়াজ সৃষ্টি করা।

৪৮। আগ্নেয়াস্ত্র, পটকা বা আতশবাজী এমনভাবে ছোড়া অথবা উহাদের লইয়া এমনভাবে খেলায় বা শিকারে রত হওয়া যাহাতে পথচারী বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বা কোনো সম্পত্তির বিপদ বা ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৪৯। পথচারীদের বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় বা বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে এমনভাবে গাছ কাটা, দালান-কোঠা নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরণ ঘটানো।

৫০। হিংস্র কুকুর বা অন্য কোনো ভয়ংকর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ বিহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া বা লেলাইয়া দেওয়া।

৫১। কর্পোরেশন কর্তৃক বিপজ্জনক, বলিয়া ঘোষিত কোনো দালান ভাংগিয়া ফেলিতে বা উহাকে মজবুত করিতে ব্যর্থতা।

৫২। কর্পোরেশন কর্তৃক মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষিত দালান-কোঠা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা বা কোনো ব্যক্তিকে উহাতে বসবাস করিতে দেওয়া।

৫৩। কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো দালান চুনকাম বা মেরামত করিতে ব্যর্থতা।

৫৪। কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও বাড়ি হইতে ময়লা নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করিতে বাড়ির মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা।

৫৫। এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বা কর্পোরেশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করা।

৫৬। ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি-মিনতি করা বা শরীরের কোনো বিকৃত অঙ্গে বা নোংরা ক্ষতস্থান প্রদর্শন করা।

৫৭। কর্পোরেশন কর্তৃক নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত এলাকায় পতিতালয় স্থাপন বা পতিতাবৃত্তি পরিচালনা করা।

৫৮। কর্পোরেশনের কোনো কমিশনার বা কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সজ্ঞানে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, স্বয়ং বা কোনো অংশীদার মারফত কর্পোরেশনের কোনো ঠিকাদারীতে স্বত্ব বা অংশ অর্জন করা।

৫৯। কর্পোরেশন কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় কর্মকর্তা বা কর্মচারী বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও উক্তরূপ কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী কাজে অনুপস্থিতি, কাজে গাফিলতি অথবা কাজ করিতে অস্বীকৃতি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অদক্ষভাবে কাজ সম্পাদন।

৬০। বিধি দ্বারা অপরাধ বলিয়া ঘোষিত কোনো কাজ করা।

৬১। এই অধ্যাদেশ বা কোনো বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ নির্দেশ বা কোনো ঘোষণা বা জারীকৃত কোনো বিজ্ঞপ্তির খেলাপ।

৬২। উপরি-উল্লিখিত অপরাধসমূহ সংঘটণের চেষ্টা বা সহায়তা করা।

সরকার কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে অন্যান্য কার্যাবলি ও দায়িত্ব অর্পন করিতে পারিবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

প্রস্তাবনা: যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করিবার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে ''স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন'' গঠিত হইয়াছে;

যেহেতু বৈষম্য নিরসনে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকরতা চলমান রাখিবার স্পৃহায় ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার বিপ্লবের চেতনার আলোকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনগণের অভিপ্রায়ে আইনের শাসন ও অধিকতর অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করিবার মহান উদ্দেশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে;

যেহেতু স্থানীয় সরকার সংবিধানের বিধান অনুযায়ী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একটি গণসত্তা, এই গণসত্তা জন্য কেন্দ্রিয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের মাঝামাঝি একটি পৃথক সাংবিধানিক সংস্থা থাকা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু জনগণের অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসন, দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ আবশ্যক; এবং

যেহেতু, বিদ্যমান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান আইন ও বিধিসমূহ অধিক কার্যকরী না হওয়ায় ঐ আইনসমূহ বিলুপ্তি করত: একীভূত ও সমন্বিত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) অর্ডিন্যান্স, ২০২৫ এবং রক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালন নির্দেশনা সময়োপযোগি করে বাস্তবায়নের জন্য একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইল:—

স্থানীয় সরকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

(২০২৫ সালের------- নং অধ্যাদেশ)

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ**।—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশ সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।— এই অধ্যাদেশে, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে,

(ক) ''কমিশন'' অর্থ ধারা ৩ এর অধীন গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশন;

(খ) ''চেয়ারম্যান'' অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(গ) ''সদস্য'' অর্থ কমিশনের সদস্য;

(ঘ) ''স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান'' অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে বুঝাইবে;

(ঙ) ''তহবিল'' অর্থ ধারা ১৫ এর অধীন গঠিত কমিশন তহবিল;

(চ) "জনবল" অর্থ কমিশনের জনবল;

(ছ) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(জ) ''প্রবিধান'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঝ) ''সরকার'' অর্থ স্থানীয় সরকার;

(ঞ) ''সচিবালয়'' বলতে এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত সচিবালয়কে বুঝাইবে;

(ট) ''পার্বত্য জেলা'' অর্থ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা;

(ঠ) ''পার্বত্য জেলা পরিষদ'' অর্থ সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন দ্বারা গঠিত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ;

(দ) ''পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ'' অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর অধীন গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ;

(ধ) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল" বুঝাইবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের অধীন গঠিত সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলকে বুঝাইবে এবং সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক চেয়ারম্যান বা সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, সংবিধানের ৯৬(৩) অনুচ্ছেদের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৩। **কমিশন গঠন**।— (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, স্থানীয় সরকার কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন করিবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও অনধিক চারজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৪) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ বিদ্যমান অন্যান্য সাংবিধানিক কমিশন এর ন্যায় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের নিয়োগ, সুযোগ-সুবিধা ও অন্যান্য শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৫) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৬) কমিশনের একটি নিজস্ব সচিবালয় থাকিবে।

(৭) কমিশন স্বীয় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবে এবং কেবল সংবিধান ও আইনের অধীন হইবে।

৪। নিয়োগের যোগ্যতা এবং নিয়োগ পদ্ধতি।— (১) চেয়ারম্যান এবং অপর চার জন সদস্যের নিয়োগের যোগ্যতা হইবে স্থানীয় সরকার বিষয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও স্বীকৃত অবদান। চেয়ারম্যান এবং অপর চার জন সদস্যগণ উচ্চ নৈতিক চরিত্র ও সততার অধিকারী হইবেন এবং জনস্বার্থ রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকিবেন। এক্ষেত্রে যে যেসব যোগ্যতা প্রধান হিসেবে বিবেচিত হইবে, সেগুলো হচ্ছে-

(ক) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনাসহ দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা; অথবা

(খ) স্থানীয় সরকার বিষয়ে দীর্ঘ শিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কাজ ও অভিজ্ঞতা; অথবা

(গ) সরকারি অর্থ ও হিসাব ব্যবস্থাপনায় বিশেষ অভিজ্ঞতা; অথবা

(ঘ) সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, জনপ্রশাসন, আইন, নগর ও পল্লী পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা;

(ঙ) চার জন সদস্যের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব পৃথক চারটি বিশেষায়িত অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত হওয়া বাঞ্চনীয় হইবে।

২। **নিয়োগ পদ্ধতি** —

(ক) জাতীয় সংসদ বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজিত একটি বাছাই কমিটি ১০জনের একটি প্যানেল তৈরি করিবে।

(খ) চেয়ারম্যান ও প্রতি পদের জন্য বাছাইকৃত সদস্যদের যোগ্যতার তুলনামূলক তালিকা তৈরি করিতে হইবে।

(গ) বাছাইকৃত সদস্যদের নাম গণমাধ্যমে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

(ঘ) গণ আপত্তি উত্থাপিত হইলে তা মূল্যায়ন করিয়া দেখিবে।

(ঙ) কমিটির সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

(চ) রাষ্ট্রপতি চেয়ারম্যানসহ অপর চারজন সদস্যের নিয়োগ অনুমোদন করিবেন।

৫। **নিয়োগে অযোগ্যতা**।— কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের জন্য যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপি হন;

(গ) কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা উহার কর্মকর্তা-কর্মচারী হন;

(ঘ) এমন কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকেন যাহার সহিত কমিশনের কার্যক্রমের স্বার্থের সংঘাত (Conflict of interest) সৃষ্টি হইতে পারে;

(ঙ) এমন কোন ব্যবসায়িক বা আর্থিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন যাহা কমিশনের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করিতে পারে;

(চ) কোন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যাস্ত হইয়া দণ্ডিত হন;

(ছ) কোন প্রার্থী নিয়োগলাভের জন্য তদবির করেন।

৬। **বয়স সীমা** ।— (১) চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীর বয়স নিয়োগের তারিখে ৬০ (ষাট) বৎসরের কম হইতে পারিবে না এবং ৮০ (আশি) বৎসরের অধিক বয়সী কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।
(২) সদস্য পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীর বয়স নিয়োগের তারিখে ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসরের কম হইতে পারিবে না এবং ৭০ (সত্তর) বৎসরের অধিক বয়সী কোন ব্যক্তি সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

৭। **নিয়োগের মেয়াদ**।— (১) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদে স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, একজন ব্যক্তি একাধিক্রমে বা অন্য কোনভাবে দুই মেয়াদের অধিক চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না। তবে আরও শর্ত থাকে যে, বয়স পূর্তি বা অন্য কোন কারনে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে উক্ত পদে পুনরায় নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বায়োজ্যষ্ঠ সদস্য কমিশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) মেয়াদ পূর্তির পূর্বে কোন চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদ শূন্য হইলে, সরকার, ধারা ৪ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে, নতুন চেয়ারম্যান বা সদস্য নিয়োগ করিবে।

৮। **চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অপসারণ**।— (১) রাষ্ট্রপতি, প্রমাণিত অসদাচরণ বা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থের কারণে, সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে বা তথ্য গোপন করার কারণে কোন চেয়ারম্যান বা সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য নিয়োগকালীন ও পরবর্তী সময়ে সম্পদের হিসাব প্রদানে ব্যর্থ হন।

(৩) সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক চেয়ারম্যান বা সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, সংবিধানের ৯৬(৩) অনুচ্ছেদের বিধানাবলি অনুযায়ী কার্যকর হইবে।

৯। **চাকরির শর্তাবলি, বেতন ও ভাতা**।— (১) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের চাকরির শর্তাবলি, বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের চাকরির শর্তাবলি, বেতন ও ভাতা নিয়োগপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের জন্য পরবর্তী পর্যায়ে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তন করা যাইবে না (Shall not be varied to their disadvantage)।

(৪) চেয়ারম্যান একজন পূর্ণমন্ত্রী/আপীল বিভাগের বিচারপতির বেতন-ভাতা ও মর্যাদা ভোগ করিবেন এবং সদস্যগণ হাইকোর্টের বিচারপতির সমান মর্যাদা ও বেতন-ভাতা ভোগ করিবেন।

১০। **পদত্যাগ** ।— (১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য, সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) সরকারের নিকট পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

১১। **কমিশনের ক্ষমতা।—** (১) কমিশন, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকল্পে নিম্নবর্ণিত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিতে পারিবে:

(ক) স্থানীয় সরকার কমিশন স্থানীয় সরকার, জনসংগঠন ও জনপ্রকৌশল মন্ত্রণালয় ও তার অধীন স্বপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ন্যায়পাল হিসাবে কাজ করিবে এবং বাৎসরিক রির্পোট রাষ্ট্রপতির নিকট প্রদান করিবেন।

(ক) নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা:

(অ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতিমালা, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, পর্যালোচনা, হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;

(আ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আদর্শ আচরণ বিধি প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(ই) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আর্থিক বিধিবিধান প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(ঈ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ ক্ষমতা:

(অ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ;

(আ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং অনুমোদন বা অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(ই) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়মিত ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা;

(ঈ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন;

(গ) নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় ক্ষমতা:

(অ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(আ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন;

(ই) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;

(ঈ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তাকরণ;

(ঘ) মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা:

(অ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য জনবল কাঠামো নির্ধারণে সরকারকে সুপারিশ প্রদান;

(আ) 'স্থানীয় সরকার সার্ভিস' গঠন এবং উহার পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিবিধান প্রণয়ন;

(ই) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(ঈ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঙ) অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ক্ষমতা:

(অ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কার্যক্রম এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের অসদাচরণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ;

(আ) প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা এবং তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান;

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্তের প্রয়োজনে কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হইলে কমিশন সেই ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে বিশেষ শর্তে নিয়োগ দিতে পারবেন বা তাহার সহযোগিতা নিতে পারিবেন।

(চ) তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা:

(অ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংস্কৃতির প্রচলনে সহায়তা করা;

(আ) স্থানীয় সরকার বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারকে সুপারিশ প্রদান;

(ছ) অন্যান্য ক্ষমতা:

(অ) কমিশন প্রয়োজনীয় মনে করিলে সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে বিশেষায়িত কোন কাজের জন্য খণ্ডকালীন একজন বা দুই জন খণ্ডকালীন বিশেষ সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবেন;

(আ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ;

(ই) স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত প্রণীত আইন ও বিধি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা;

(ঈ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত অন্য যেকোন দায়িত্ব পালন।

(২) কমিশন, এই ধারার অধীন উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (The Code of Civil Procedure, 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানি আদালতের ন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) কোন ব্যক্তিকে সমন দেওয়া এবং হাজির হইতে বাধ্য করা এবং শপথপূর্বক তাহার জবানবন্দী গ্রহণ;

(খ) কোন দলিল বা নথি উদঘাটন এবং উপস্থাপন বাধ্য করা;

(গ) সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের জন্য কমিশন প্রেরণ;

(ঘ) কোন আদালত বা কার্যালয় হইতে কোন সরকারি নথি বা উহার প্রতিলিপি তলব করা;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে শোকজ করা; এবং

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত, অন্য যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ।

১২। **কমিশনের কার্যাবলি** ।— (১) কমিশন নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:—

মৌলিক কার্যাবলি

১) স্থানীয় সরকার কমিশন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ন্যায়পাল হিসেবে পরিগণিত হবে এবং সংবিধানসম্মতভাবে ন্যায়পালের যা কাজ তা এই কমিশন করবে।

২) স্থানীয় সরকারের সেবা সংশ্লিষ্ট সকল সম্পাদনের জন্য প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার, জনপ্রতিনিধি ও জনপ্রতিনিধি ছাড়াও অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়ের কাজে একটি সঙ্গতি ও সমন্বয় আনয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে।

৩) স্থানীয় সরকারের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দের পূর্বে সরকার কমিশন সরকারের বিবেচনার জন্য মতামত প্রদান করিবে।

৪) স্থানীয় সরকারের সকল আইন, বিধিবিধান প্রণয়ন, সংশোধন, পরিমার্জন ইত্যাদিতে মন্ত্রণালয় কমিশনের মতামত গ্রহণ করবে।

৫) স্থানীয় উন্নয়ন, সেবা-সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় জড়িত যেকোন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার উপর দিক নির্দেশনা দেওয়ার অধিকারী হবে।

৬) কেন্দ্রীয় সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা এদেশের বিরাজিত আইনের সাথে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সাংঘর্ষিক কিছু সমস্যা দেখা দিলে তা নিরসনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

অন্যান্য কার্যাবলি

(ক) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়মিত পর্যালোচনা ও সময়োপযোগী সংস্কারের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;

(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ এবং অপসারণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ মানবসম্পদ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকার সার্ভিস' গঠন এবং উহার পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিবিধান প্রণয়ন;

(চ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;

(ছ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত আর্থিক বরাদ্দ, সম্মানী/বেতন-ভাতা পর্যালোচনা ও নির্ধারণের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;

(জ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কার্যক্রম এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের অসদাচরণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত পরিচালনা এবং তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;

(ঝ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;

(ঞ) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করা;

(ট) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন;

(ঠ) সরকার কর্তৃক সময় সময় অর্পিত অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

১৩। **সরকারের সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত সুপারিশ** ।— (১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে, কমিশন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সম্পদ, যেমন: হাট-বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, ফেরিঘাট ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরের সম্ভাব্যতা যাচাই করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর, কমিশন, জনস্বার্থ বিবেচনায়, উক্ত সম্পদসমূহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরের জন্য সরকারের নিকট যৌক্তিক সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) সরকার কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৪। **কমিশনের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা** ।— (১) কমিশনের স্থানীয় সরকার বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন সচিব থাকিবেন যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) সচিব কমিশনের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) সচিবের পদমর্যাদা, নিয়োগের যোগ্যতা ও চাকরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৪) কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি, পদ সংখ্যা, পদমর্যাদা, দায়িত্ব, কর্তব্য ও চাকরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) কমিশন, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, উহার জনবল কাঠামো নির্ধারণ করিবে।

১৫। **নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা** ।— সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে ছাড়পত্র পাওয়া সাপেক্ষে কমিশন কার্যালয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

১৬। **কমিশন তহবিল গঠন**।— (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, স্থানীয় সরকার কমিশন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ কমিশনে জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) কমিশনের নিজস্ব আয়;

(ঘ) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোন সেবা বাবদ প্রাপ্ত ফি;

(ঙ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(চ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) কমিশনের পক্ষে সচিব তহবিলের অর্থ পরিচালনা করিবেন।

১৭। **কমিশনের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি**।— (১) কমিশনের তহবিলের অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(২) তহবিলের অর্থ হইতে কমিশনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিতে হইবে।

(৪) কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তহবিলের অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫)প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে কমিশন উক্ত বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে, প্রস্তুত করিবে এবং উহা যথাযথভাবে নিরীক্ষা করাইবে।

(৬) কমিশন প্রত্যেক অর্থ বৎসরের শেষে, পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৭) সরকার কমিশনের বাজেট অনুমোদন করিবে এবং অনুমোদিত বাজেট অনুমোদন থোক বরাদ্দ প্রদান করিবে।

১৮। **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার) নিয়ন্ত্রণ কৌশল** ।— (১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে, স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(২) কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর নিম্নবর্ণিত নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রয়োগ করিতে পারিবে:

(ক) নীতি নির্ধারণ ও নির্দেশনা প্রদান: কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতিমালা, নির্দেশিকা এবং আদর্শ আচরণ বিধি প্রণয়ন করিবে এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(খ) পরিকল্পনা অনুমোদন: কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট পর্যালোচনা করিবে এবং প্রয়োজনে সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদন করিবে অথবা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিবে।

(গ) তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ: কমিশন নিয়মিতভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করিবে এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করিবে।

(ঘ) রিপোর্ট তলব: কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে যেকোন বিষয়ে রিপোর্ট তলব করিতে পারিবে এবং উক্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(ঙ) হিসাব পরীক্ষা ও নিরীক্ষা: কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়মিত ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করিবে এবং প্রয়োজনে বিশেষ নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(চ) তদন্ত পরিচালনা: কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করিবে এবং তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান করিবে।

(ছ) সমন্বয় সাধন: কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(জ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশেষ বিধান: পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের (পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ) ক্ষেত্রে কমিশন এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান আইন, বিধি এবং চুক্তির (যদি থাকে) সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাজ করবে। প্রয়োজনে সরকারকে এবিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে।

(৩) কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করিবে যাহাতে উহাদের স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ন না হয় এবং উহাদের কার্যক্রম পরিচালনায় কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়।

(৪) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কমিশনের নির্দেশনা ও সুপারিশ বাস্তবায়নে বাধ্য থাকিবে।

(৫) কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কমিশনের নির্দেশনা পালনে ব্যর্থ হইলে, কমিশন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

১৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। **আইনের কার্যকর প্রয়োগে অসুবিধা দূরীকরণ**।— (১) এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার, উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, সঙ্গতিপূর্ণ আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।
(২) আইনের প্রয়োগে অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্তে সরকার কর্তৃক বিধি বা প্রবিধি প্রণীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের কোন রায় থাকিলে কমিশন তদানুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২৫

প্রস্তাবনা: যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করিবার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে ''স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন'' গঠিত হইয়াছে;

যেহেতু বৈষম্য নিরসনে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকরতা চলমান রাখিবার স্পৃহায় ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার বিপ্লবের চেতনার আলোকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনগণের অভিপ্রায়ে আইনের শাসন ও অধিকতর অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করিবার মহান উদ্দেশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে;

যেহেতু বাংলাদেশের জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার যথাযথ প্রেক্ষিত অনুসরণ করে তার সঠিকতা নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন ও নীতির অভিন্নতা নিশ্চিত করার জন্য এবং দেশে অবকাঠামো উন্নয়নে প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনায় এবং সমন্বিতভাবে অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার কৌশল, নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করার প্রয়োজনে একটি আইন কাঠামো থাকা দরকার।

যেহেতু দেশের সকল সেক্টরের অবকাঠামো নির্মাণ সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়নের সর্বোত্তম সুফল জাতি পাচ্ছে না এবং জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা নগর ও গ্রাম নির্বিশেষে একটি নীতিমালা অনুসরণ করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জন্য স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

যেহেতু বিদ্যমান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান আইন ও বিধিসমূহে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত কোন সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী আইন না থাকায় জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার এবং রক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালন নির্দেশনা সময়োপযোগী করে বাস্তবায়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২৫

(২০২৫ সালের------- নং অধ্যাদেশ)

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**— (১) এই আইন জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশ সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— এই অধ্যাদেশে, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে,—

(১) "অনুমোদিত ব্যক্তি" অর্থ বিধানের সাথে সম্পর্কিত, একজন ব্যক্তিকে বোঝাবে যাকে স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিতভাবে উক্ত বিধানের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত ব্যক্তি;

(২) "আপিল বোর্ড" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত আপিল বোর্ড;

(৩) "ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন" অর্থ জমি গঠন বা সমতলকরণ, রাস্তায় যাওয়ার উপায় তৈরি বা স্থাপন করা এবং পানি সরবরাহ বা নিষ্কাশনের জন্য কেবল, প্রধান পাইপ, অথবা মাধ্যম স্থাপন করা অন্তর্ভুক্ত;

(৪) "উন্নয়ন" অর্থ জমিতে, উপর, উপরে বা তলদেশে কোনও ভবন, প্রকৌশল, খনি, শিল্প বা অন্যান্য অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করা, কোনও জমি বা ভবন বা তার কোনও অংশের ব্যবহারে কোনও উপাদানগত পরিবর্তন করা, অথবা জমির উপরিভাগ বা একত্রীকরণ করা বোঝাবে; এবং "উন্নয়ন" বলতে সেই অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হবে;

(৫) "উন্নয়ন এলাকা" অর্থ আইনের অধীনে ঘোষিত একটি উন্নয়ন এলাকা বুঝাইবে;

(৬) "উন্নয়ন চার্জ" অর্থ আইনের মাধ্যমে উল্লিখিত উন্নয়ন চার্জ বুঝাইবে;

(৭) "উন্নয়ন পরিকল্পনা" অর্থ এলাকার সাথে সম্পর্কিত "উন্নয়ন পরিকল্পনা" বলতে বুঝাইবে—

(ক) এলাকার স্থানীয় পরিকল্পনা; অথবা

(খ) যদি এলাকার জন্য কোন স্থানীয় পরিকল্পনা না থাকে, তাহলে এলাকার জন্য কাঠামো পরিকল্পনা এবং, কোনও জমি বা ভবনের সাথে সম্পর্কিত, সেই এলাকার জন্য সংজ্ঞায়িত উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বোঝাবে যেখানে জমি বা ভবনটি অবস্থিত;

(৮) "উন্নয়ন প্রস্তাব প্রতিবেদন" অর্থ এই আইনে স্থিরকৃত পরিকল্পনা অনুমতির জন্য আবেদনকারী কর্তৃক জমা দেওয়া প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন বুঝাইবে;

(৯) "কমিটি" অর্থ ধারা ৫ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত জেলা পরিকল্পনা কমিটি বুঝাইবে;

(১০) "কাউন্সিল" অর্থ ধারা ২ক এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিল বুঝাইবে;

(১১) "কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিটি" অর্থ জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান পরিকল্পনাবিদকে সভাপতি করে অনুচ্ছেদ ৪ এ বর্ণিত কমিটি;

(১২) "কৃষি" অর্থ উদ্যানপালন, কৃষিকাজ, ফসল, ফল, শাকসবজি বা গাছপালা বৃদ্ধি, পশুপালন হিসেবে ব্যবহারের জন্য উদ্ভিদের চাষ, দুগ্ধ উৎপাদন, গবাদি পশু, মাছ বা মৌমাছির প্রজনন ও পালন, এবং ঐসব কার্যক্রমের আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্যে জমির ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করে অথবা অন্য কোনও কৃষি কার্যক্রম;

(১৩) "কাঠামো পরিকল্পনা" অর্থ একটি জেলার সাথে সম্পর্কিত **"কাঠামো পরিকল্পনা"** বলতে ঐ জেলার জন্য কাঠামো পরিকল্পনা এবং ধারা ১৭ অনুসারে ঐ জেলার কার্যকর পরিকল্পনার যেকোনো পরিবর্তনকে বোঝাবে; এবং, যেকোনো জমি বা ভবনের সাথে সম্পর্কিত, সেই জেলার জন্য কাঠামো পরিকল্পনাকে বোঝাবে যেখানে জমি বা ভবন অবস্থিত; এবং **"খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা"** প্রেক্ষাপটের প্রয়োজন অনুসারে ব্যাখ্যা করা হবে;

(১৪) "খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনা" বলিতে এই আইনে অধীন স্থানীয় পরিকল্পনা খসড়া ও খসড়া কাঠামো পরিকল্পনাকে বুঝাইবে;

(১৫) "গাছ কাটা" অর্থ গাছ কাটা, টপিং, ছিঁড়ে ফেলা, উপড়ে ফেলা, ক্ষতিগ্রস্ত করা বা ধ্বংস করা অন্তর্ভুক্ত;

(১৬) "ঘনত্ব" অর্থ প্রতি একক জমির ক্ষেত্রে ব্যক্তি, আবাসিক ইউনিট, বা বাসযোগ্য কক্ষের সংখ্যা, অথবা ঐ সকল উপাদানের সংমিশ্রণের ভিত্তিতে গণনা করা বা প্রকাশ করা জমির ব্যবহারের তীব্রতা বোঝাবে;

(১৭) "জেলা পরিকল্পনা কমিটি" অর্থ এলাকার সাথে সম্পর্কিত, ধারা ৫-এর অধীনে ঐ এলাকার জন্য প্রতিষ্ঠিত জেলা পরিকল্পনা কমিটি বোঝাবে।

(১৮) "জেলা পরিকল্পনাবিদ" অর্থ জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাবিদ বোঝাবে;

(১৯) "জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা" অর্থ ভৌত পরিকল্পনা যা এই আইনে গৃহীত, প্রস্তুতকৃত এবং অনুমোদিত পরিকল্পনা;

(২০) "জেলা পরিচালক" অর্থ ঐ জেলার জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিচালককে বোঝাবে;

(২১) "নিয়ম" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত নিয়ম বোঝাবে;

(২২) "প্রধান পরিবল্পনাবিদ" অর্থ জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান পরিকল্পনাবিদকে বোঝাবে যার কার্যাবলি প্রাথমিকভাবে ধারা ২খ-এ নির্ধারিত;

(২৩) "পরিকল্পনা" অর্থ অত্র আইনের গৃহীত প্রতিবেদন, অঙ্কন, মানচিত্র এবং মডেল;

(২৪) "পরিকল্পনা অনুমতি" অর্থ উন্নয়নের জন্য শর্ত সাপেক্ষে বা ছাড়াই প্রদত্ত অনুমতি বোঝাবে;

(২৫) "প্লিন্থ এরিয়া" অর্থ যেকোনো লটের ক্ষেত্রে নির্মাণের জন্য আওতাভুক্ত অনুপাত বোঝাবে;

(২৬) “প্লট অনুপাত” অর্থ জরিপ সীমানা রেখার মধ্যে পরিমাপ করা ভবনের প্লটের ক্ষেত্রের সাথে একটি ভবনের মোট মেঝের ক্ষেত্রফলের অনুপাত বোঝাবে অথবা, যদি কোনও জরিপ সীমানা রেখা না থাকে, তাহলে অস্থায়ী সীমানা রেখার মধ্যে;

(২৭) “বিশেষ সংরক্ষিত ভূমি” অর্থ সরকার কর্তৃক বিশেষ উদ্দেশ্যে ঘোষিত জলাভূমি, নদী, নদীরপাড়, বনভূমি, প্লাবন ভূমি, খনিজ দ্রব্যদির মজুদ, ফসলী জমি, জলাধার, বসতি এলাকা, কল-কারখানা, বাজার, ব্যবসা কেন্দ্র, খোলা মাঠ, চারণভূমি, খাল, বিল, হাওর-বাওর ইত্যাদি;

(২৮) “ব্যবহার” অর্থ অত্র আইনে এক নং তফসিলে বর্ণিত ভূমির ব্যবহারকে বুঝাইবে;

(২৯) “ভবন” অর্থ যেকোনো ঘর, কুঁড়েঘর, চালা, অথবা ছাদযুক্ত ঘেরা জায়গা, মানব বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হোক বা না হোক, এবং যেকোনো দেয়াল, বেড়া, প্ল্যাটফর্ম, মঞ্চ, গেট, খুঁটি, স্তম্ভ, ফ্রেম, হোর্ডিং, স্লিপ, ডক, ঘাট, জেটি, ল্যান্ডিং-স্টেজ, অথবা সেতু, এবং যেকোনো কাঠামো, সহায়তা, অথবা ভিত্তি অন্তর্ভুক্ত যা ঐ কাঠামোগুলোর যে কোনোটির সাথে বা এর সাথে সংযুক্ত;

(৩০) “ভবন নির্মাণ” অর্থ কোনও ভবন বা তার অংশবিশেষের ধ্বংস, নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, অথবা সম্প্রসারণ বোঝাবে এবং এর মধ্যে রয়েছে—

(ক) কোনোও ভবনের উচ্চতা বা মেঝের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি;

(খ) কোনোও ভবন বা তার অংশবিশেষের ছাদ নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ;

(গ) কোনোও ভবনের এমন কোনও সংযোজন বা পরিবর্তন যা এর নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা স্যানিটারি ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে বা অথবা এর সুস্থতাকে প্রভাবিত করতে পারে;

(ঘ) কোনও ভবনের এমন কোনও সংযোজন বা পরিবর্তন, যা ভবনটি নির্মাণের আগে বা পরে করা হোক না কেন, যা পরিকল্পনা বা স্ববিস্তার বিবরণী অনুমোদনের জন্য লিখিত আইনের অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে কোনও সময়ে অনুমোদিত ভবনের ক্ষেত্রে কোনও পরিকল্পনা বা স্ববিস্তার বিবরণী থেকে কোনোভাবে বিচ্যুত হয়;

(ঙ) কোনও ভবনের এমন কোনও সংযোজন বা পরিবর্তন যা ভবনটিকে বস্তুগতভাবে যে কোনোভাবে প্রভাবিত করে বা বস্তুগতভাবে প্রভাবিত করতে পারে; এবং

(চ) ভবন নির্মাণের ব্যবসা পরিচালনাকারী ব্যক্তির দ্বারা সাধারণত গৃহীত অন্য কোনও কার্যক্রম;

এবং এই সংজ্ঞার উদ্দেশ্যে, “বাসযোগ্য কক্ষ” বলতে রান্নাঘর, স্টোররুম, ইউটিলিটি রুম, শৌচাগার, স্নানাগার বা গ্যারেজ অন্তর্ভুক্ত নয়;

(৩১) “ভূ-কর্ম” অর্থ খনন, সমতলকরণ, ভরাট কোনও উপকরণ দিয়ে, অথবা কোনও জমিতে গাছ কাটা, অথবা কোনও জমির সাথে লেনদেন বা বিঘ্নিত করার যেকোনো কাজ অন্তর্ভুক্ত করে;

(৩২) “ভূমি” বলতে বোঝাবে—

(ক) ভূ-পৃষ্ঠ এবং পৃষ্ঠ গঠনকারী সমস্ত পদার্থ;

(খ) পৃথিবীর পৃষ্ঠের নীচের সমস্ত পদার্থ;

(গ) সকল উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক পণ্য, যা উৎপাদনে পর্যায়ক্রমে শ্রম প্রয়োগের প্রয়োজন হউক বা না হউক, এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠে বা নিচে হউক;

(ঘ) পৃথিবীর পৃষ্ঠে বা নিচে হউক, যা পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত অথবা স্থায়ীভাবে পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত যেকোনো জিনিসের সাথে সংযুক্ত;

(ঙ) জল দ্বারা আচ্ছাদিত স্থান; এবং

(চ) ভূমিতে বা তার উপর কোন সম্পত্তি বা স্বার্থ।

(৩৩) "মেঝে এলাকা" অর্থ একটি ভবনের মেঝের মোট ক্ষেত্রফল বোঝাবে, যা দেয়ালের বাইরের দিকের মাঝামাঝি বা পার্টওয়াল এর ক্ষেত্রে, এই ধরনের দেয়ালের কেন্দ্রগুলির মাঝখানে পরিমাপ করা হয়;

(৩৪) "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থ যে কোনো সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ;

(৩৫) "স্থানীয় পরিকল্পনা" বলিতে এই আইনে গৃহীত স্থানীয় পরিকল্পনাকে বুঝাবে;

(৩৬) "স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ" বলিতে এই আইনে গৃহীত কোন জমি বা ভবনের সাথে সম্পর্কিত স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে বুঝেইবে;

(৩৭) "মন্ত্রী/উপদেষ্টা" অর্থ জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/উপদেষ্টা;

(৩৮) "দখলদার" বলিতে যে কোনও জমি বা ভবনের সাথে সম্পর্কিত "দখলদার" এর মধ্যে রয়েছে-

(ক) জমি বা ভবনের ভাড়াটে;

(খ) জমি বা ভবনের মালিক যিনি জমি বা ভবন দখল করছেন বা অন্যথায় ব্যবহার করছেন;

(গ) জমি বা ভবনের প্রকৃত দখলে থাকা ব্যক্তি অথবা তার নিজের নামে বা অন্য কোনও ব্যক্তির এজেন্ট হিসাবে, কিন্তু এর মধ্যে কোনও ভাড়াটে অন্তর্ভুক্ত নয়;

(৩৯) "খোলা স্থান" অর্থ এমন কোনও জমি বোঝাবে যা ঘেরা হোক বা না হোক, যা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে জনসাধারণের জন্য বাগান, পার্ক, ক্রীড়া ও বিনোদন ক্ষেত্র, আনন্দ ক্ষেত্র, হাঁটার জায়গা অথবা জনসাধারণের জন্য স্থাপনের জন্য সংরক্ষিত;

(৪০) "মালিক" অর্থ কোনও জমি বা ভবনের ক্ষেত্রে **"মালিক"** বলতে বোঝাবে-

(ক) জমির নিবন্ধিত মালিক;

(খ) যদি স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের মতে, জমির নিবন্ধিত মালিকের সন্ধান পাওয়া না যায়, তার এজেন্ট বা ট্রাস্টি;

(গ) যদি জমির নিবন্ধিত মালিক মারা যান, তার আইনগত ব্যক্তিগত প্রতিনিধি;

(ঘ) যদি অনুচ্ছেদ (ক), (খ) -এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের কেউ না থাকে এবং (গ) বিদ্যমান না থাকে, তবে সেই ব্যক্তি যিনি আপাতত জমি বা ভবনের ভাড়া গ্রহণ করছেন, তা তার নিজের নামে হোক বা অন্য ব্যক্তির এজেন্ট বা ট্রাস্টি হিসেবে হোক অথবা রিসিভার হিসেবে, অথবা যিনি জমি বা ভবন ভাড়া দেওয়া হলে ভাড়া গ্রহণ করবেন;

(৪১) "নির্ধারণ" অর্থ নিয়ম অনুসারে নির্ধারণ করা;

(৪২) "রাস্তা" অর্থ যেকোনো সরকারি বা বেসরকারি রাস্তা বোঝাবে এবং এর মধ্যে যেকোনো রাস্তা, চত্বর, আদালত, গলি, লেন, সেতু, ফুটপাত, ট্র্যাক, প্যাসেজ, অথবা মহাসড়ক, যাই হোক না কেন, যার উপর জনসাধারণের পথ ব্যবহারের অধিকার রয়েছে;

(৪৩) "বিশেষ এলাকা" বলিতে এই আইনের অধীনে নির্ধারিত এলাকা বোঝাবে;

(৪৪) "সুবিধা" অর্থ কোনও স্থান বা এলাকার এমন গুণমান বা অবস্থা বোঝাবে যা এর মনোরমতা, সম্প্রীতি এবং উন্নত উপভোগে অবদান রাখে এবং এর মধ্যে খোলা জায়গা, পার্ক, বিনোদন মাঠ এবং খেলার মাঠ;

দ্বিতীয় অধ্যায়
নীতি ও প্রশাসন

২। **জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিল।**— (১) দেশে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাঠামোর আওতায় জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভৌত পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার জন্য একটি জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হবে যার গঠন কাঠামো হবে নিম্নরূপ:

(ক) প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টা	- চেয়ারম্যান;
(খ) মন্ত্রী/উপদেষ্টা হিসেবে (একজন)	- ভাইস চেয়ারম্যান;
(গ) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/উপদেষ্টা	-সদস্য;
(ঘ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/উপদেষ্টা	-সদস্য;
(ঙ) পরিকল্পনা মন্ত্রী/উপদেষ্টা	-সদস্য;
(চ) অর্থমন্ত্রী/উপদেষ্টা	-সদস্য;
(ছ) ভূমির দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/উপদেষ্টা	-সদস্য;
(ঝ) সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/উপদেষ্টা	-সদস্য;
(ঞ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/উপদেষ্টা	-সদস্য;
(ট) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/উপদেষ্টা	-সদস্য;
(ঠ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/উপদেষ্টা	-সদস্য;
(ড) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/ উপদেষ্টা	-সদস্য;
(ঢ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/ উপদেষ্টা	-সদস্য;
(থ) সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা	-সদস্য;
(ণ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব	-সদস্য;
(ত) চেয়ারম্যান, জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কমিটি	-সদস্য;

(দ) প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত প্রতি বিভাগ থেকে একজন করে জেলা পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি- সদস্য (মোট ৮ জন);

(ধ) চেয়ারম্যান কর্তৃক নিযুক্ত অনধিক পাঁচজন	-সদস্য;
(ন) প্রধান পরিকল্পনাবিদ - জনপ্রকৌশল অধিদপ্তর	-সদস্য সচিব।

(২) জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিলের কাজ— (ক) দেশে জাতীয় আইন ও বিভিন্ন সেক্টরের নীতি কাঠামোর মধ্যে, ভৌত পরিবেশের উন্নতির জন্য এবং দেশে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য একটি কার্যকর ও দক্ষ হাতিয়ার হিসেবে ভৌত পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করা;

(খ) জাতীয় নগর উন্নয়ন কৌশলপত্র প্রণয়নসহ প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রসহ অর্থনৈতিক অঞ্চল চিহ্নিত করা এবং পরিকল্পনা অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করা;

(গ) যথাযথ তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক জাতীয়ভাবে পৌরপুঞ্জ (Conurbation) চিহ্নিতসহ ক্রমবর্ধমান শিল্প অঞ্চল চিহ্নিত করে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(ঘ) জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের ভৌত পরিকল্পনা ইউনিটের মাধ্যমে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা তৈরির যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা;

(ঙ) এই আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় ভৌত পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা যে কোন জেলা পরিষদসহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া;

(চ) দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশে অবকাঠামো বৃদ্ধির ব্যবস্থাপনা কৌশল (Infrastructure Growth Management Strategy) তৈরি ও বিশ্লেষণ করা ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(ছ) দ্রুততম সময়ে স্থানিক পরিকল্পনা কাঠামোর আওতায় জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা, জেলার কাঠামো পরিকল্পনা, জাতীয় নগর ও গ্রাম পরিকল্পনা নীতিমালা প্রণয়ন করা;

(জ) প্রকৃতি অনুযায়ী ভূমির শ্রেণী বিন্যাস। যথা চাষের জমি, বসতবাড়িরর জমি, শহর ও গ্রামের জমি/ভূমি, বনভূমি, জলাভূমি, পাহাড়, সমতল, প্লাবন ভূমি, ইত্যাদি জাতীয়ভাবে চিহ্নিত করে ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন রোধ করা।

(ঝ) জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য "জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিলের ওয়ার্কিং কমিটি", "জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার পরামর্শক কাউন্সিল", "আন্তঃসংস্থা পরিকল্পনা গ্রুপ", "কারিগরি ওয়ার্কিং" ও আপিল বোর্ড গঠন করা;

(ঞ) দেশের প্রশাসনিক বিভাগসমূহকে ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন সুবিধার জন্য প্রয়োজন মনে করলে সাধারণ পরিকল্পনা অঞ্চলে ভাগ করে ভৌত পরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন করা; এবং

(ট) এই আইনের অধীনে কাউন্সিলের উপর অর্পিত অন্য যেকোনো কার্যসম্পাদন করা।

(৩) কাউন্সিল সময়ে সময়ে জন প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান পরিকল্পনাবিদকে এই আইনের বিধানাবলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে এবং জনপ্রকৌশল অধিদপ্তর এই নির্দেশাবলি কার্যকর করবে।

(৪) কাউন্সিল উপধারা (২) এ উল্লিখিত যেকোনো কার্যাবলির সাথে আনুষঙ্গিক বা ফলপ্রসূ যেকোনো কার্য সংযোজন ও সম্পাদন করতে পারবে এবং এই আইনের অধীনে এর কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বা সমীচীন সকল কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

(৫) কাউন্সিল বছরে প্রতি চার মাসে একবার সভা করবে এবং অতিরিক্তভাবে, চেয়ারম্যান কর্তৃক আহ্বানকৃত যে কোন সভার আয়োজন করবে;

(৬) কাউন্সিল স্থানিক পরিকল্পনা কাঠামোর আওতায় জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে।

(৭) ভৌত পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ যথাক্রমে, পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ, ভূমি ও ভবনের ব্যবহার, উন্নয়ন চার্জ, বৃক্ষ সংরক্ষণ আদেশ, আপিল বোর্ড, জমি ক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং অধিগ্রহন, উন্নয়ন এলাকা ও বিবিধ বিধান এর বিষয়ে এই আইনে সংযোজন অথবা পৃথক বিধিমালা করার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া;

৩। **জনপ্রকৌশল বিভাগের প্রধান পরিকল্পনাবিদের কাজ**।—— (১) জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা বিষয়ে জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের বিশেষায়িত পরিকল্পনা অনুবিভাগ থাকবে-

(ক) জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার যেকোনো দিক সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা, প্রচার এবং সমন্বয় করা;

(খ) জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রতিবেদন, বুলেটিন, পরিসংখ্যান, মনোগ্রাফ এবং অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশ করা এবং এর পদ্ধতি;

(গ) জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা সম্পর্কে জনসাধারণকে তথ্য এবং শিক্ষা প্রদান করা;

(ঘ) দেশের জমি সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং উন্নয়নে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার ব্যবহার এবং জাতীয় ভৌত পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে এমন যেকোনো আইনে তিনি যে কোনো সংশোধনী এবং কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো বিষয়ে কাউন্সিলকে প্রতিবেদন করা এবং পরামর্শ দেওয়া;

(ঙ) জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রতিটি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ এবং সহযোগিতা স্থাপন এবং বজায় রাখা।

(২) জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান পরিকল্পনাবিদ জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিলের সদস্য সচিব হবেন।

৪। **সাধারণ পরিকল্পনা নীতি**।—— (১) বাংলাদেশে জনসংখ্যার আধিক্য বিবেচনা করে জেলা পরিষদকে জেলা পরিষদের আওতাধীন এলাকার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা। জেলা পরিকল্পনা কমিটি জেলার কাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন করাসহ স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে এই আইনের অধীনে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবে। বাংলাদেশের জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার আইন অনুসারে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ জেলা পরিষদের আওতাধীন প্রতিটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এলাকার মধ্যে সমস্ত জমি ও ভবনের উন্নয়ন এবং ব্যবহার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সাধারণ

নীতির জন্য দায়ী থাকবে। জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ এই ধারার অধীনে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য নাগরিকদের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে অবহিত করবেন।সময়ে সময়ে কমিটি যে কোনো স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে এই আইনের বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সাধারণ বিষয়াবলির নির্দেশ দিতে পারবে এবং স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশাবলি কার্যকর করবে।

(২) সিটি কর্পোরেশনসমূহ তাদের নিজস্ব কাঠামো পরিকল্পনা তৈরি করার পরে সমন্বিত উন্নয়নের জন্য সমন্বিত স্থানীয় পরিকল্পনা তৈরি করে উন্নয়ন কাজসমূহ বাস্তবায়ন করবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ তাদের কাঠামো ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার আইন, জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা, জেলা পরিষদের কাঠামো পরিকল্পনার সাথে খাতওয়ারি নীতিমালা ও পরিকল্পনা অনুসরণ করবে। জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাবিদ, সিটি কর্পোরেশনের সকল ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ণে সহায়তা করবে।
জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিল কর্তৃক জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান পরিকল্পনাবিদ নিয়ে গঠিত একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিটি জেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনের কাঠামো পরিকল্পনা অনুমোদন প্রদান করবেন।

৫। **জেলা পরিকল্পনা কমিটি প্রতিষ্ঠা**।— (১) জেলা পরিষদের আওতাভুক্ত এলাকার জন্য একটি জেলা পরিকল্পনা কমিটি প্রতিষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে থাকবে—

(ক) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ঐ জেলা পরিকল্পনা কমিটির চেয়ারম্যান থাকবেন;

(খ) জেলা পরিষদের নির্বাহী পরিষদ সদস্য থেকে একজন ডেপুটি-চেয়ারম্যান, যা জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন;

(গ) জেলা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত অনধিক তিনজন সদস্য জেলা পরিষদের নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের মধ্য থেকে তাদের মধ্যে কমপক্ষে একজন সদস্য জেলা পরিষদের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত হবে;

(ঘ) জেলা পরিষদ প্রধান কর্মাধ্যক্ষ/জেলা প্রশাসক বা তার প্রতিনিধি;

(ঙ) জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলার পরিকল্পনাবিদ, যিনি কমিটির সদস্য সচিব হবেন;

(চ) ভূমি বিভাগের জেলা পরিষদ অঞ্চলের একজন পরিচালক;

(ছ) জেলা পরিষদ এলাকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইউনিটের পরিচালক;

(জ) জেলা পরিষদ এলাকার গণপূর্ত/সড়ক ও জনপথ/পানিসম্পদ বিভাগ/নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী প্রকৌশলীর নিম্নে নয় এমন প্রতিনিধী;

(ঝ) জেলা পরিষদ এলাকার একজন আইন উপদেষ্টা;

(ঞ) জেলা পরিষদ এলাকার একজন আর্থিক কর্মকর্তা;

(ট) জেলা পরিষদ এলাকার জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী;

(ঠ) জেলা পরিষদ এলাকার পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক;

(ড) জেলা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত চার জন সদস্য।

(২) কমিটির সদস্য যিনি কোন সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত নন তাকে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।

৬। **জেলা পরিকল্পনা কমিটির কার্যাবলি**।— জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০২৫, জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা,জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালা ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের আইন ও নীতিমালা অনুসরণ করে জেলার কাঠামো পরিকল্পনা (District Structure Plan) তৈরি করা এবং একই সাথে জাতীয় নীতি কাঠামোর মধ্যে জেলা পরিষদ এলাকার সকল জমির সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং 'উন্নয়ন' প্রচার করা;

(ক-১) জেলা পরিষদ এলাকার সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পনা এবং সমন্বয় সাধন করা;

(খ) জেলা পরিষদের নিজস্ব উদ্যোগে অথবা সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে, জেলা পরিষদ এলাকার জমির সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে পরামর্শ দেয়া;

(গ) জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান, বুলেটিন, মনোগ্রাফ অন্যান্য প্রকাশনা সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রকাশনা, সহায়তা করা এবং উৎসাহিত করা।

(ঘ) জেলা পরিষদের আওতাভুক্ত পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে জেলা পরিষদের কাঠামো পরিকল্পনায় সমন্বয় করা।

(৩) জেলা পরিকল্পনা কমিটি সময়ে সময়ে স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে এই আইনের বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন যেকোনো নির্দেশনা দিতে পারে এবং স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশাবলি কার্যকর করবে।

(৪) জেলা পরিকল্পনা কমিটি উপরে উল্লিখিত যেকোনো কার্যাবলির পরিপূরক, আনুষঙ্গিক, অথবা ফলস্বরূপ অন্যান্য যেকোনো কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারবে এবং এই আইনের অধীনে তার কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বা সমীচীন সকল কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারবে।

(৫) জেলা পরিকল্পনা কমিটি এই আইনের অধীনে তার যেকোনো কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় তদন্ত বা শুনানি পরিচালনা করতে পারবে।

(৬) জেলার জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিকল্পনাবিদ জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে কমিটির সচিব হিসেবে কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবেন; এবং এই উপ-ধারার অধীনে তার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, তিনি তার ভৌত পরিকল্পনা ইউনিটের আর্থিক, জনবল এবং অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার করতে পারবেন।

(৭) প্রতি বছর একবার জেলা পরিকল্পনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সে সম্মেলনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

- ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সকল চেয়ারম্যান/মেয়র; সভাধিপতি ও ছায়া পরিষদ নেতাগণ;
- জেলার সকল জাতীয় সংসদ সদস্যগণ;
- প্রধান ব্যবসায়ী নেতা তথা জেলার চেম্বার অব কমার্স
- জেলা আইনজীবী সমিতির প্রতিনিধি
- জেলা দোকান মালিক সমতিরি প্রতিনিধি
- শ্রমিক প্রতিনিধি
- বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিনিধি
- নারী সংগঠনের প্রতিনিধি।

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা পরিকল্পনা কমিটিতে সংরক্ষিত জমির তালিকা যে কোন স্থাপনা পরিকল্পনা ও নকশা গ্রহণ পদ্ধতি, কোথাও পানি প্রবাহে বিঘ্ন ঘটলে এবং শহর ও গ্রামের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যানবাহন, যোগাযোগ ও পরিবেশ বিষয়সমূহ আলোচিত হবে, এবং জেলা পরিষদের নিজস্ব পরিকল্পনা ও বাজেট অধিবেশনের পূর্বে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

৭। **স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ** ।— (১) জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে অবস্থিত পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন জেলা পরিষদ এলাকার জন্য স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ হবে।

(২) জেলা পরিষদ এলাকার কোন অংশ যদি কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এলাকার অংশ না হয়, তাহলে জেলা জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা পরিকল্পনাবিদ স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ হবেন এবং এই আইনে "স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ" সম্পর্কিত স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কার্য সম্পাদন করবেন।

(৩) একটি স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ জেলা পরিকল্পনা কমিটিকে তার কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করবে যা কমিটি সময়ে সময়ে চাহিদা হিসাবে জানাতে পারে।

৮। **স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি।**—— (১) একটি স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি হবে——

(ক) তার এলাকার মধ্যে সমস্ত জমি এবং ভবনের উন্নয়ন এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, এবং স্থানীয় পরিকল্পনা (Local Plan) করা; স্থানীয় পরিকল্পনা হল শতভাগ ভূমি পরিকল্পনাসহ একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা;

(খ) শহর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান, বুলেটিন এবং মনোগ্রাফ এবং অন্যান্য প্রকাশনা সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রকাশনা করণ, সহায়তা করা এবং উৎসাহিত করা; এবং

(গ) জেলা পরিকল্পনা কমিটি সময়ে সময়ে তাদের উপর অর্পিত অন্যান্য যে দায়িত্ব প্রদান করবে তা সম্পাদন করা।

(২) স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ উপধারা (১) এ উল্লিখিত যেকোনো কার্যের পরিপূরক, আনুষঙ্গিক বা ফলস্বরূপ যেকোনো কার্য সম্পাদন করতে পারে এবং এই আইনের অধীনে তার কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বা সমীচীন সকল কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম অংশ

আঞ্চলিক পরিকল্পনা কমিটি গঠন

৯। **আঞ্চলিক পরিকল্পনা কমিটি** ।—— **(১)** জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিল সময়ে সময়ে, সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে দুটি বা ততোধিক জেলা পরিষদ এলাকায় অবস্থিত একটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত যৌথ অঞ্চলের জন্য একটি আঞ্চলিক পরিকল্পনা কমিটি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

(২) উপধারা (১)-এর উদ্দেশ্যে, মন্ত্রী একটি যৌথ আঞ্চলিক পরিকল্পনা কমিটি প্রতিষ্ঠার তথ্য গেজেটে প্রকাশ করবেন এবং সেই যৌথ অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করবেন যার মাধ্যমে কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(২) যৌথ আঞ্চলিক পরিকল্পনা কমিটিতে থাকবেন——

(ক) প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান;

(খ) যৌথ অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী ছয়জন ব্যক্তি, যাদের মধ্যে কমপক্ষে চারজন হবেন মন্ত্রী/উপদেষ্টা কর্তৃক নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা;

(গ) যৌথ অঞ্চলের প্রতিটি অঞ্চলের সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী অনধিক চারজন ব্যক্তি, যাদের মধ্যে একজন হবেন জেলা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত, যাদের মধ্যে একজন হবেন যৌথ আওতাভুক্ত এলাকার জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা পরিকল্পনাবিদ; এবং

(ঘ) যৌথ অঞ্চলের মধ্যে প্রতিটি স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের সভাপতি, যদি সেই কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হয়।

(৩) যৌথ আঞ্চলিক পরিকল্পনা কমিটির জন্য একজন সচিব থাকবেন যাকে জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান পরিকল্পনাবিদ নিযুক্ত করবেন।

(৪) যৌথ আঞ্চলিক পরিকল্পনা কমিটির কাজ হবে——

(ক) জাতীয় নীতি অনুসারে যৌথ অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জেলা পরিকল্পনা কমিটি এবং জেলা পরিষদভুক্ত স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ ও সহায়তা করা;

(খ) যৌথ অঞ্চলের উন্নয়নের দিকনির্দেশনা এবং সমন্বয় সাধনের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং একটি বিস্তৃত যৌথ আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

(গ) যৌথ অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা পরিকল্পনা করাসহ সমন্বয় সাধন করা;

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকার এবং জেলা পরিষদ এবং যৌথ অঞ্চলের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত অভিন্ন প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা;

(ঙ) যৌথ অঞ্চলের উন্নয়ন সহজতর করার জন্য মান, নির্দেশিকা এবং পদ্ধতি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা; এবং

(চ) যৌথ অঞ্চলের পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করা।

(৫) যৌথ আঞ্চলিক পরিকল্পনা কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা পরিকল্পনা কমিটি ও জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিলকে তার কার্যক্রম সম্পর্কিত রিটার্ন, প্রতিবেদন এবং তথ্য সরবরাহ করবে যা কাউন্সিল বা জেলা পরিকল্পনা কমিটি সময়ে সময়ে প্রদানের জন্য অনুরোধ করতে পারে।

(৬) যৌথ আঞ্চলিক পরিকল্পনা কমিটি তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

দ্বিতীয় অংশ
জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা

১০। **জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা** ।— (১) জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান পরিকল্পনাবিদ, কাউন্সিলের নির্দেশক্রমে, তার পরিকল্পনা অনুবিভাগ সম্পৃক্ত করে একটি খসড়া জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রস্তুত করে কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য জমা দেবেন যা সমগ্র বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

(২) খসড়া জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা হবে—

(ক) জাতির ভৌত উন্নয়নের সাধারণ দিকনির্দেশনা এবং সমন্বিত জাতীয় উন্নয়ন ধারা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কৌশলগত নীতি প্রণয়নকারী একটি লিখিত বিবৃতি;

(খ) কৌশলগত নীতিগুলি স্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশক পরিকল্পনা;

(গ) নির্ধারিত হতে পারে এমন অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অথবা যে কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাউন্সিল কর্তৃক নির্দিষ্ট করা যেতে পারে; এবং

(ঘ) দেশের বিভিন্ন এলাকার বৈশিষ্ট্য, গঠন, স্থানীয় সংস্কৃতি, সম্পদ ইত্যাদি বিবেচনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত পরিকল্পনা অঞ্চল গঠন করে তা পরিচালনার ব্যবস্থা নির্ধারণ করা।

জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিলের কাছে জমা দেওয়ার জন্য এর বিষয়বস্তু নির্ধারণের সময়, জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান পরিকল্পনাবিদ বর্তমান জাতীয় নগরায়ণ নীতি ও অন্যান্য অনুরূপ খাতওয়ারি নীতি বিবেচনা করবেন এবং প্রতিটি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ এবং কাউন্সিলের নির্দেশিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সাথে পরামর্শ করবেন।

(৩) জাতীয় পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনার সাথে সাথে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাউন্সিল কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হবে।

(৪) জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া নিশ্চিত করতে সহায়তা করা কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিটি জেলা পরিষদের সাধারণ কর্তব্য হবে।

(৫) জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান পরিকল্পনাবিদ জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে, অথবা কাউন্সিল কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে, পর্যায়ক্রমে কাউন্সিলকে প্রতিবেদন দেবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা

১১। **পরিকল্পনা এলাকার জরিপ** ।—— (১) জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা পরিকল্পনাবিদ, যতদূর পর্যন্ত তিনি ইতোমধ্যেই 'এটি' যদি না করে থাকেন, জেলা পরিষদ আওতাভুক্ত এলাকার একটি জরিপ পরিচালনা করবেন, জেলা পরিষদ আওতাভুক্ত এলাকার উন্নয়ন বা উন্নয়নের পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন বিষয়গুলি পরীক্ষা করে দেখবেন এবং যে কোনও ক্ষেত্রেই সেই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনার অধীনে রাখবেন।

(২) জেলা পরিকল্পনাবিদ উপধারা (১) এর অধীনে তার 'কর্তব্য পালন করেছেন' তা সত্ত্বেও, তিনি উপযুক্ত মনে করলে, এবং কাউন্সিল বা জেলা পরিকল্পনা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হলে, সমগ্র জেলার একটি নতুন জরিপ পরিচালনা করবেন, উক্ত উপধারায় উল্লিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষা করে দেখবেন।

(৩) উপধারা (১) এবং (২) এর সামগ্রিকতার উপর কোন প্রভাব না ফেলে, ঐ উপধারার অধীনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যালোচনার অধীনে রাখা বিষয়গুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

(ক) রাষ্ট্রের প্রধান ভূমি ব্যবহার সহ প্রধান ভৌত, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং যতদূর সম্ভব রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করবে বলে আশা করা যায়, পার্শ্ববর্তী এলাকার বৈশিষ্ট্য;

(ক ১) জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা এবং জাতির অন্যান্য প্রধান অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌত এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ নীতি;

(খ) রাষ্ট্রের জনসংখ্যার আকার, গঠন এবং বণ্টন, বাসিন্দা হোক বা না হোক;

(গ) অনুচ্ছেদ (ক), রাষ্ট্রের যোগাযোগ, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং যানবাহন এবং যতদূর সম্ভব রাষ্ট্র, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপর প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়;

(ঘ) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের কোনোটিতে উল্লিখিত নয় এমন কোনও বিষয় যা উল্লিখিত কোনও বিষয়কে প্রভাবিত করবে বলে আশা করা যেতে পারে;

(ঙ) নির্ধারিত হতে পারে বা কাউন্সিল বা জেলা পরিকল্পনা কমিটি যে কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করতে পারে এমন অন্যান্য বিষয়; এবং

(চ) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের কোনও বিষয়ে ইতোমধ্যেই প্রস্তাবিত কোনও পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রের 'উন্নয়ন, বা উন্নয়ন পরিকল্পনার' উপর এই পরিবর্তনগুলির প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(৪) এই ধারার অধীনে তাঁর দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে, জেলা পরিকল্পনাবিদ অন্য যে কোনো জেলার পরিকল্পনাবিদের সাথে পরামর্শ করবেন, সেই জেলার এলাকার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে যা এই ধারার অধীনে জরিপ পরিচালিত জেলার উন্নয়ন বা পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করতে পারে বলে আশা করা যেতে পারে।

(৫) উপধারা (১), যে কোনও সময়কালে যখন এই ধারাটি জেলায় আংশিকভাবে কার্যকর থাকে, তখন জেলা পরিকল্পনাবিদকে কেবল জেলার সেই অংশকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলির একটি জরিপ পরিচালনা এবং পর্যালোচনার অধীনে রাখার জন্য বাধ্যতামূলক বলে ব্যাখ্যা করা হবে; এবং উপধারা (২), এই ধারাটি সমগ্র জেলা কার্যকর থাকুক বা না থাকুক, জেলা পরিকল্পনাবিদকে কেবলমাত্র জেলায় আংশিকভাবে একটি নতুন জরিপ পরিচালনা করার এবং কাউন্সিল বা জেলা পরিকল্পনা কমিটিকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রদত্ত ক্ষমতার মতো কার্যকর হবে; এবং উপধারা (৩) এ জেলার বা পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে উল্লিখিত সেই অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হবে।

১২। **খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ** ।—— (১) জেলা পরিকল্পনাবিদ, কাউন্সিল বা জেলা পরিকল্পনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জরিপের একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কমিটির কাছে জমা দেবেন এবং একই সাথে জেলার জন্য উপধারা (৩) অনুসারে একটি খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা প্রস্তুত করাবেন এবং জেলা পরিকল্পনা কমিটির অনুমোদনের জন্য জমা দেবেন।

(২) জরিপ প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিষয়গুলিতে কাউন্সিল বা জেলা পরিকল্পনা কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য যেকোনো পরিবর্তনের একটি অনুমান অন্তর্ভুক্ত থাকবে; এবং বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সময়কাল নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

(৩) জেলার জন্য খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা হল একটি লিখিত বিবৃতি যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হল—

(ক) জেলার ভূমি উন্নয়ন ও ব্যবহার সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নীতিমালা এবং সাধারণ প্রস্তাবনা প্রণয়ন, যার মধ্যে রয়েছে ভৌত জীবনযাত্রার পরিবেশের উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, যানবাহন ব্যবস্থাপনা, আর্থ-সামাজিক কল্যাণের উন্নতি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রচার এবং টেকসই উন্নয়নের সুবিধার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূমি উন্নয়ন ও ব্যবহারের জন্য সাধারণ প্রস্তাবনার সাথে এই প্রস্তাবগুলির সম্পর্ক উল্লেখ করা যা ঐ জেলাকে প্রভাবিত করবে বলে আশা করা যেতে পারে;

(গ) জেলা কাঠামো পরিকল্পনায় সমগ্র জেলা বিবেচনায় কাঠামো পরিকল্পনার নীতিমালা নির্ধারণের সাথে সকল স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের বিষয়সমূহ সমন্বিত করতে হবে; এবং

(ঘ) নির্ধারিত হতে পারে এমন অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে অথবা যে কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে কাউন্সিল বা জেলা পরিকল্পনা কমিটি বিষয় নির্দিষ্ট করতে পারে।

(৪) অনুচ্ছেদ (৩) (ক) এর অধীনে নীতি এবং সাধারণ প্রস্তাবনা প্রণয়নের সময়, জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা পরিকল্পনাবিদ নিশ্চিত করবেন যে তার জরিপের ফলাফল এবং তিনি যে কোনও তথ্য পেতে পারেন তার দ্বারা নীতি এবং প্রস্তাবনাগুলি ন্যায্য, এবং

(ক) রাষ্ট্র ও জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত বর্তমান নীতিগুলোর প্রতি তার সম্মান থাকবে;

(খ) কাঠামো পরিকল্পনার প্রস্তাবনাগুলি বাস্তবায়নের জন্য উপলব্ধ সম্পদের প্রতি তার সম্ভাব্যতা থাকবে; এবং

(গ) কাউন্সিল বা জেলা পরিকল্পনা কমিটি কর্তৃক তাকে বিবেচনায় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া অন্যান্য বিষয়।

(৫) একটি এলাকার জন্য একটি খসড়া কাঠামো পরিকল্পনায় এমন চিত্র এবং বর্ণনামূলক বিষয় থাকবে যা জেলা পরিকল্পনাবিদ পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য বা চিত্রিত করার উদ্দেশ্যে, অথবা নির্ধারিতভাবে অথবা কাউন্সিল বা জেলা পরিকল্পনা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলীতে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে উপযুক্ত বলে মনে করেন; চিত্র এবং বর্ণনামূলক বিষয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৬) জেলা পরিকল্পনা কমিটি ক্ষেত্রবিশেষে একটি কাঠামো পরিকল্পনা অনুমোদন করার আগে, জনপ্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা পরিকল্পনাবিদ জেলা পরিকল্পনা কমিটির সম্মতিতে এবং, যদি নির্দেশিত হয়, তাহলে জেলা পরিকল্পনা কমিটির অনুমোদনের জন্য একটি খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা প্রস্তুত করে জমা দেবেন; এবং যেখানে কমিটি ঐ এলাকার একটি অংশের জন্য একটি খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য সম্মতি বা নির্দেশনা দিয়েছে, সেখানে এই অংশে উল্লিখিত এলাকার ক্ষেত্রে, একটি খসড়া কাঠামো পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত, সেই এলাকার একটি অংশের উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত বলে ব্যাখ্যা করা হবে।

১৩। **খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা তৈরির সাথে সম্পর্কিত প্রচার**।— (১) জেলার জন্য একটি খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় এবং চূড়ান্তভাবে জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাছে জমা দেওয়ার জন্য এর বিষয়বস্তু নির্ধারণ করার সময়, জেলা পরিকল্পনাবিদ এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যা তার মতে নিশ্চিত হবে—

(ক) জরিপের প্রতিবেদন এবং পরিকল্পনায় তিনি যে বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছেন সেগুলি সম্পর্কে জেলায় প্রচার করা হচ্ছে; এবং

(খ) যেসব ব্যক্তি জেলা পরিকল্পনাবিদের কাছে এই বিষয়গুলির বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ কামনা করতে পারেন তাদের সচেতন করা হচ্ছে যে তারা তা করার অধিকারী এবং তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, এবং জেলা পরিকল্পনাবিদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাকে প্রদত্ত প্রতিটি প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করবেন।

(২) জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাছে খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা জমা দেওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, জেলা পরিকল্পনাবিদ—

(ক) কমপক্ষে দুটি স্থানীয় সংবাদপত্রের তিনটি সংখ্যায়, যার মধ্যে একটি জাতীয় ভাষায় থাকবে, একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন
যেখানে উল্লেখ থাকবে যে খসড়া কাঠামো পরিকল্পনার কপি জেলা পরিকল্পনাবিদের কার্যালয়ে এবং তাঁর নির্ধারিত অন্যান্য স্থানে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ রয়েছে এবং কত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো যেতে পারে; এবং

(খ) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত স্থানগুলিতে পরিকল্পনার অনুলিপি পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করবেন; এবং প্রতিটি কপির সাথে 'নোটিশে উল্লিখিত সময়ের একটি বিবৃতি থাকবে, যে সময়ের মধ্যে পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো যেতে পারে, জেলা পরিকল্পনা কমিটিতে।

(৩) খসড়া কাঠামো পরিকল্পনার উপর আপত্তি জানানোর সময়সীমা হবে অনুচ্ছেদ (২)(ক) এর অধীনে জাতীয় ভাষায় স্থানীয় সংবাদপত্রে নোটিশ প্রথম প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে এক মাসের কম নয় এবং নোটিশে উল্লিখিত যেকোনো সময় জেলা পরিকল্পনাবিদ কর্তৃক কোনও নির্দিষ্ট আপত্তিকারীর অনুকূলে এক মাসের বেশি সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(৪) জেলা পরিকল্পনাবিদ কর্তৃক জেলা পরিকল্পনা কমিটির অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া খসড়া কাঠামো পরিকল্পনার সাথে একটি বিবৃতি থাকতে হবে যাতে নির্ধারিত বিবরণ থাকে -

(ক) উপধারা (১) মেনে চলার জন্য জেলা পরিকল্পনাবিদ কী পদক্ষেপ নিয়েছেন; এবং

(খ) পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বা মূলত প্রস্তাবিত বিষয়গুলির বিষয়ে অন্যান্য ব্যক্তির মতামতের সাথে জেলা পরিকল্পনাবিদের পরামর্শ এবং বিবেচনা।

(৫) খসড়া কাঠামো পরিকল্পনার সাথে দাখিল করা বিবৃতি এবং 'বিষয়বস্তু' খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা এবং জেলা পরিকল্পনাবিদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য তথ্য বিবেচনা করার পর, কমিটি যদি সন্তুষ্ট হয় যে অনুচ্ছেদ (১)(ক) এবং (খ) এর উদ্দেশ্যগুলি জেলা পরিকল্পনাবিদ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে পর্যাপ্তভাবে অর্জিত হয়েছে, তাহলে এটি 'কাঠামো পরিকল্পনা অনুমোদন করা হবে কিনা তা বিবেচনা করার জন্য এগিয়ে যাবে; এবং যদি এটি এতটা সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে পরিকল্পনাটি জেলা পরিকল্পনাবিদের কাছে ফেরত পাঠাবে এবং তাকে নির্দেশ দেবে -

(ক) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত আরও পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যাতে ঐ উদ্দেশ্যগুলি আরও ভালোভাবে অর্জন করা যায়; এবং

(খ) তা করার পর, জেলা পরিকল্পনাবিদের বিবেচনায় যথাযথ পরিবর্তনসহ পরিকল্পনাটি পুনরায় জমা দেওয়া, যদি থাকে, এবং নির্দেশ অনুসারে প্রয়োজন হলে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা করা, কিন্তু জেলা পরিকল্পনা কমিটি পরিকল্পনাটি ফেরত দেবে না বা নির্দেশ দেবে না যদি জেলা পরিকল্পনাবিদ কমিটির কাছে পরিকল্পনা জমা দেওয়ার পর থেকে তিন মাস অতিবাহিত হয়।

(৬) যদি জেলা পরিকল্পনা কমিটি উপধারা (৫) এর অধীনে খসড়া কাঠামো পরিকল্পনাটি জেলা পরিকল্পনাবিদের কাছে ফেরত পাঠায়, তাহলে এটি জেলা পরিকল্পনাবিদকে তা করার কারণ সম্পর্কে অবহিত করবে এবং যদি কোনও ব্যক্তি কমিটিকে পরিকল্পনার প্রতি আপত্তি জানিয়ে থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তিকেও অবহিত করবে যে এই পরিকল্পনাটি ফেরত দিয়েছে।

(৭) যদি জেলা পরিকল্পনাবিদকে উপধারা (৫) এর অধীনে কমিটি নির্দেশ দেয়, তাহলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উপধারা (২) এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ পরিকল্পনার অনুলিপিগুলি প্রত্যাহার করবেন এবং প্রত্যাহারের তথ্য কমপক্ষে দুটি স্থানীয় সংবাদপত্রের তিনটি সংখ্যায় প্রকাশ করবেন, যার মধ্যে একটি জাতীয় ভাষায় থাকবে।

(৮) উপধারা (২) থেকে (৭) পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, কমিটিতে পুনরায় জমা দেওয়া খসড়া কাঠামো পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যা উপধারা (৫) এর অধীনে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী মূলত জমা দেওয়া পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১৪। **জেলা পরিকল্পনা কমিটি কর্তৃক খসড়া কাঠামো পরিকল্পনার অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান।**— (১) জেলা পরিকল্পনা কমিটি, জমা দেওয়া বা পুনরায় জমা দেওয়া খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা বিবেচনা করার পর, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে এবং পরিবর্তন বা আপত্তি সহ বা ছাড়াই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিটির নিকট প্রেরণের জন্য অনুমোদন করতে পারে, অথবা প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

(২) খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা বিবেচনা করার সময়, জেলা পরিকল্পনা কমিটি প্রাসঙ্গিক বলে মনে করে এমন যেকোনো বিষয় বিবেচনা করতে পারে, জমা দেওয়া বা পুনরায় জমা দেওয়া পরিকল্পনায় সেগুলি বিবেচনায় নেওয়া হোক বা না হোক।

(৩) যদি খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা বিবেচনায় নিয়ে, জেলা পরিকল্পনা কমিটি তখন এটি প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত না নেয়, তাহলে অনুমোদন করা হবে কিনা তা নির্ধারণ করার আগে

(ক) পরিকল্পনার উপর যেকোনো আপত্তি বিবেচনা করবে, যতদূর সম্ভব, যদি সেগুলো ধারা ২৫-এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে তৈরি করা হয়;

(খ) যাদের আপত্তি প্রত্যাহার করা হয়নি, তাদেরকে কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত একটি উপকমিটির সামনে উপস্থিত হওয়ার এবং শুনানির সুযোগ প্রদান করতে হবে, এবং কমিটির চার সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত, যাদের মধ্যে একজনকে উপকমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হবে; এবং

(গ) যদি স্থানীয় তদন্ত বা অন্যান্য শুনানি অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে জেলা পরিকল্পনাবিদ এবং জেলা পরিকল্পনা কমিটি যে সকল ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করে তাদেরও একই সুযোগ প্রদান করতে হবে।

(৪) উপধারা (৩) এর ক্ষতি না করে, খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা বিবেচনা করার সময়, জেলা পরিকল্পনা কমিটি-

(ক) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিটির নির্দেশনা এবং পরামর্শ গ্রহণ করবে; এবং

(খ) অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনও ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করতে বা তাদের মতামত বিবেচনা করতে পারে, তবে অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনও ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করতে বা তাদের মতামত বিবেচনা করতে বা, সেই উপধারায় বর্ণিত বিষয় ব্যতীত, কোনও আপত্তি বা অন্যান্য উপস্থাপনা করার সুযোগ প্রদান করতে, অথবা স্থানীয় তদন্ত বা অন্যান্য শুনানি অনুষ্ঠিত করার সুযোগ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না।

(৫) যদি জেলা পরিকল্পনা কমিটি কমিটির কাছে জমা দেওয়ার ছয় মাসের মধ্যে একটি খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করতে ব্যর্থ হয় বা অবহেলা করে, তাহলে জেলা পরিকল্পনাবিদ পরিকল্পনার উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য খসড়া কাঠামো পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিটির কাছে পাঠাতে পারেন।

(৬) খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর, কমিটি কাঠামো পরিকল্পনার উপর জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সম্মতির জন্য জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবে, এবং সম্মতি প্রদানের পর, পরিকল্পনাটি কার্যকর হবে।

(৭) জেলা পরিকল্পনা কমিটি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের খসড়া কাঠামো পরিকল্পনার সম্মতির তথ্য একটি পরিকল্পনা চিহ্নিত করার চিহ্ন এবং পরিকল্পনাটি পরিদর্শনের স্থানের একটি বিবৃতিসহ সরকারি গেজেটে এবং কমপক্ষে দুটি স্থানীয় সংবাদপত্রে, যার মধ্যে একটি জাতীয় ভাষায় প্রকাশ করবে।

১৫। **কাঠামো পরিকল্পনার পর্যালোচনা বা পরিবর্তন** ।— (১) কার্যকর হওয়া একটি কাঠামো পরিকল্পনা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতির সাথে সাথে পর্যালোচনা করা হবে এবং পর্যালোচনাটি সমগ্র জেলার সাথে সম্পর্কিত হবে।

(২) উপধারা (১) সত্ত্বেও, জেলার জন্য একটি কাঠামো পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার পর, জেলা পরিকল্পনাবিদ জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাছে প্রয়োজনে সংশোধনের বিষয় থাকলে তা জমা দিতে পারেন এবং, যদি কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়, নির্দেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকল্পনার পর্যালোচনা বা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব জমা দেবেন যা জেলা পরিকল্পনাবিদের কাছে সমস্যাযুক্ত বলে মনে হয় অথবা জেলা পরিকল্পনা কমিটি, ক্ষেত্রমত, নির্দেশিত হতে পারে, এবং প্রস্তাবগুলি সমগ্র জেলা বা জেলার অংশের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

১৬। **কাঠামো পরিকল্পনা পর্যালোচনার পদ্ধতি**।— যদি ধারা ১৫-এর অধীনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কোনও জেলার কাঠামো পরিকল্পনার পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হবে, তাহলে জেলা পরিকল্পনাবিদ ধারা ১১ এর অধীনে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির পর্যালোচনার ফলাফলের একটি প্রতিবেদন জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাছে জমা দেবেন, সেই সাথে প্রস্তাবগুলি যে তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, এবং ধারা ১৩ এবং ১৪ প্রযোজ্য হবে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, প্রস্তাবগুলির সাথে সম্পর্কিত, যেমনটি কাঠামো পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত

১৭। **কাঠামো পরিকল্পনার পরিবর্তনের পদ্ধতি**।— (১) ধারা ১৫ এর অধীনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে জেলার কাঠামো পরিকল্পনায় একটি পরিবর্তন করা হবে, তাহলে জেলা পরিকল্পনাবিদ এই ধরনের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাবগুলি প্রস্তুত করবেন এবং জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাছে জমা দেবেন।

(২) এই ধরনের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব প্রণয়নের সময়, জেলা পরিকল্পনাবিদ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিটি বা জেলা পরিকল্পনা কমিটি যে ধরনের নির্দেশ দিতে পারে সেগুলি বিবেচনা করবেন।

(৩) জেলা পরিকল্পনাবিদ জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাছে প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করে কাঠামো পরিকল্পনা জমা দেবেন এবং একই সাথে কমপক্ষে দুটি স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন, যার মধ্যে একটি জাতীয় ভাষায় হবে, যেখানে উল্লেখ থাকবে যে পরিকল্পনার কপিগুলো পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত এবং প্রকাশের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে আপত্তি জানানো যেতে পারে।

(৪) জেলা পরিকল্পনা কমিটি কমিটির চার সদস্যের সমন্বয়ে একটি উপকমিটি নিযুক্ত করবে, যাদের মধ্যে একজনকে উপকমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হবে এবং উপকমিটি ধারা ১৬ এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে উত্থাপিত প্রতিটি আপত্তি শুনবে।

(৫) জেলা পরিকল্পনা কমিটি এরপর কাঠামো পরিকল্পনার প্রস্তাবিত পরিবর্তন বিবেচনা করবে এবং হয় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে এবং পরিবর্তন সহ বা ছাড়াই অনুমোদন করবে, অথবা প্রত্যাখ্যান করবে।

(৬) জেলা পরিকল্পনা কমিটি অনুমোদিত পরিবর্তিত কাঠামো পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিটির কাছে পরিকল্পনার সম্মতির জন্য জমা দেবে এবং সম্মতি প্রদানের পর, পরিবর্তিত কাঠামো পরিকল্পনা কার্যকর হবে।

(৭) কমিটি পরিবর্তিত কাঠামো পরিকল্পনার সম্মতির তথ্য সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবে।

১৮। **খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন**।— (১) স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ, যখন একটি খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে, অথবা জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি খসড়া কাঠামো পরিকল্পনায় সম্মতি দেওয়ার আগে, যদি তারা পছন্দসই মনে করে, তার এলাকার যেকোনো অংশের জন্য একটি খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারে।

(২) যেখানে জেলা পরিষদের জন্য একটি কাঠামো পরিকল্পনা কার্যকর হয়েছে, স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার সমগ্র এলাকার জন্য একটি খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে।

(৩) একটি খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনায় একটি মানচিত্র এবং একটি লিখিত বিবৃতি থাকবে এবং

(ক) স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ যেভাবে উপযুক্ত মনে করবে, তার প্রস্তাবগুলি প্রণয়ন করবে

(i) উন্নয়ন;

(ii) ভূমির ব্যবহার;

(iii) ভৌত পরিবেশের সুরক্ষা এবং উন্নতি;

(iv) প্রাকৃতিক ভূ-প্রকৃতি সংরক্ষণ;

(v) ভূ-প্রকৃতির উন্নতি;

(vi) বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ;

(vii) খোলা জায়গা তৈরি;

(viii) ভবনের চরিত্র এবং চেহারা সংরক্ষণ ও বর্ধন;

(ix) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি;

(x) স্থানীয় পরিকল্পনার এলাকার যানজট ব্যবস্থাপনা;

(xi) অর্থনৈতিক অঞ্চল চিহ্নিত করা; এবং

(xii) নির্ধারিত বা কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট করা বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৪) কোনও এলাকার জন্য একটি খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনায় এমন চিত্র, এবং বর্ণনামূলক বিষয় থাকতে হবে যা স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য বা চিত্রিত করার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করবে, অথবা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হতে পারে, অথবা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে; এবং চিত্র, এবং বর্ণনামূলক বিষয়গুলি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৫) এই ধারার পূর্ববর্তী বিধানগুলোকে ক্ষুণ্ন না করে, স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ, যদি জেলা পরিকল্পনা কমিটি স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের এলাকার একটি অংশের বিষয়ে একটি নির্দেশনা দেয়, যার জন্য একটি খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, অথবা প্রস্তুত হচ্ছে, তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই অংশের জন্য একটি খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে যা নির্দেশে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(৬) উপধারা (৫) এর অধীনে কমিটি খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার আগে বা পরে নির্দেশনা দিতে পারে।

(৭) খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনায় তার প্রস্তাব প্রণয়ন করার সময়, স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে যে প্রস্তাবগুলো বর্তমানে রাষ্ট্রের জন্য কাঠামো পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা কার্যকর হোক বা না হোক, এবং যেকোনো তথ্য এবং অন্যান্য বিবেচনা যা তার কাছে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়, অথবা যা নির্ধারিত হতে পারে, অথবা যেকোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কমিটিকে বিবেচনায় নেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে।

(৮) স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে উপধারা (৭) এর অধীনে কোনও নির্দেশনা দেওয়ার আগে, কমিটি প্রস্তাবিত নির্দেশনা সম্পর্কে স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করবে।

১৯। **খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পর্কিত প্রচারণা।**— স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন শুরু করার আগে, স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যা তার মতে নিরাপদ হবে

(ক) খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনার প্রচারণা তার এলাকায় করা হবে যা প্রস্তুত করা হবে, এর উদ্দেশ্য এবং এর প্রস্তুতির উদ্দেশ্য এবং স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে এমন বিষয়গুলি;

(খ) যেসব ব্যক্তি স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কাছে এই বিষয়গুলির বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ কামনা করতে পারেন তাদের সচেতন করা হবে যে তারা এটি করার অধিকারী এবং সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

২০। **খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত প্রচারণা।**— (১) যখন স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ একটি খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে, তখন উপধারা ২২(১) এর অধীনে এটি গ্রহণের আগে, কিন্তু কাঠামো পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার আগে নয়, যতদূর সম্ভব, খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এবং উপধারা (২) সাপেক্ষে, খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনার অনুলিপি তার অফিসে এবং নির্ধারিত অন্যান্য স্থানে পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করবে; এবং পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত প্রতিটি অনুলিপি উপধারা (২) এর অধীনে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ের একটি বিবৃতি সহ থাকতে হবে, যে সময়ের মধ্যে খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনার বিষয়ে আপত্তি বা প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কাছে করা যেতে পারে।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনার অনুলিপি পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করার আগে, স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কমপক্ষে দুটি স্থানীয় সংবাদপত্রের তিনটি সংখ্যায়, যার মধ্যে একটি জাতীয় ভাষায়, একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে যেখানে খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনার অনুলিপি পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত হওয়ার তারিখ, পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত স্থান এবং সময় উল্লেখ থাকবে, যা পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত হওয়ার তারিখ থেকে চার সপ্তাহের কম হবে না, যার মধ্যে খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনার বিষয়ে আপত্তি বা প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কাছে করা যেতে পারে।

(৩) খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনার বিষয়ে আপত্তি বা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উপধারা (২) এর অধীনে নোটিশে উল্লিখিত সময় স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একবারে চার সপ্তাহের বেশি বর্ধিত করা যেতে পারে, যে কোনও ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে।

২১। **খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনার বিষয়ে অনুসন্ধান ও শুনানি**।—– (১) খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনার আপত্তি এবং প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে, স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ জেলা পরিকল্পনা কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত তিন ব্যক্তির একটি কমিটি কর্তৃক স্থানীয় তদন্ত বা অন্যান্য শুনানি পরিচালনা করতে পারে।

(২) জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ বিধি দ্বারা—–

(ক) উপধারা (১) এর অধীনে স্থানীয় তদন্ত বা অন্যান্য শুনানি পরিচালনার জন্য ব্যক্তিদের নিয়োগ এবং যোগ্যতার বিষয়ে বিধান করতে পারে;

(খ) স্থানীয় তদন্ত বা ঐ উপধারার অধীনে অন্যান্য শুনানি পরিচালনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিদের পারিশ্রমিক এবং ভাতা সম্পর্কে বিধান করতে পারে।

২২। **খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান**।—– (১) খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনার প্রতি আপত্তি বা প্রতিনিধিত্বের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পর অথবা, যদি সেই সময়কালে এই ধরনের আপত্তি বা প্রতিনিধিত্ব যথাযথভাবে করা হয়ে থাকে, তাহলে আপত্তি বা প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করার পর, স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনা বা খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনাটি সংশোধিতভাবে জমা দেবে যাতে আপত্তি বা প্রতিনিধিত্ব বা তৎপরতা থেকে উদ্ভুত যেকোনো বিষয় বিবেচনায় নেওয়া যায়।

(১ক) জেলা পরিকল্পনা কমিটি, তার কাছে জমা দেওয়া খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনা বিবেচনা করার পর, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে এবং পরিবর্তনসহ বা ছাড়াই অনুমোদন করতে পারে, অথবা প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

(১খ) খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনা বিবেচনা করার সময়, জেলা পরিকল্পনা কমিটি প্রাসঙ্গিক বলে মনে করে এমন যেকোনো বিষয় বিবেচনা করতে পারে, তা পরিকল্পনায় জমা দেওয়া বা পুনরায় জমা দেওয়ার সময় বিবেচনা করা হোক বা না হোক।

(১গ) জেলা পরিকল্পনা কমিটি অনুমোদিত খসড়া স্থানীয় পরিকল্পনাটি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সম্মতির জন্য জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবে এবং সম্মতি প্রদানের পর পরিকল্পনাটি কার্যকর হবে।

(২) স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে জেলা গেজেটে এবং কমপক্ষে দুটি স্থানীয় সংবাদপত্রে স্থানীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করবে, যার মধ্যে একটি জাতীয় ভাষায় থাকবে, সেই চিহ্নসহ যেখানে পরিকল্পনাটি চিহ্নিত করা যেতে পারে এবং পরিকল্পনাটি পরিদর্শন করা যেতে পারে তার একটি বিবৃতি থাকবে।

(৩) স্থানীয় পরিকল্পনা, কাঠামো পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ হবে, তবে যদি স্থানীয় পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার পরে যেকোনো সময় স্থানীয় পরিকল্পনা এবং জেলার কাঠামো পরিকল্পনার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে এবং কমিটি নিশ্চিত হয় যে এটি অঞ্চলের কাঠামো পরিকল্পনার মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার কারণে হয়েছে, তাহলে জেলা পরিকল্পনা কমিটি তার সিদ্ধান্তের জন্য পার্থক্যটি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবে।

(৪) যদি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হন যে জেলা কাঠামো পরিকল্পনাটি পুরোনো হওয়ার কারণে এই পার্থক্যটি আসলেই বিদ্যমান, তাহলে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, ঘোষণা করবে যে, ঐ নির্দিষ্ট বিধানের ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিকল্পনা, কাঠামো পরিকল্পনার উপর প্রাধান্য পাবে।

২৩। **স্থানীয় পরিকল্পনার পরিবর্তন, বাতিলকরণ এবং প্রতিস্থাপন**।—– (১) যদি জেলা পরিকল্পনা কমিটি সন্তুষ্ট হয় যে স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় পরিকল্পনার পরিবর্তন, বাতিল বা প্রতিস্থাপনের জন্য স্থানীয় পরিকল্পনা বা প্রস্তাব প্রস্তুত করার পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে, তাহলে জেলা পরিকল্পনা কমিটি জেলা পরিকল্পনাবিদকে পরিকল্পনা বা প্রস্তাব প্রস্তুত করার

নির্দেশ দিতে পারে এবং এই ধরনের প্রস্তুতির সাথে সম্পর্কিত ব্যয় স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ জেলা পরিকল্পনাবিদকে প্রদান করবে।

(২) ধারা ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ এবং অত্র ধারার অধীনে স্থানীয় পরিকল্পনার প্রস্তুতি বা স্থানীয় পরিকল্পনার পরিবর্তন, বাতিল বা প্রতিস্থাপনের জন্য প্রস্তাব তৈরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৪। **বিশেষ এলাকা পরিকল্পনা**।— (১) কোনও কাঠামো পরিকল্পনা বা স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় বা কার্যকর হওয়ার সময়, কোনও জেলা পরিকল্পনাবিদ বা স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ, তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে বা জেলা পরিকল্পনা কমিটির নির্দেশ অনুসারে, জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাছে একটি বিশেষ অঞ্চলকে বিশেষ এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য মনোনীত করার জন্য একটি প্রস্তাব জমা দিতে পারেন। উন্নয়ন, সংরক্ষণ বা ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের মাধ্যমে, অথবা আংশিকভাবে এক এবং আংশিকভাবে অন্য পদ্ধতিতে, এই বিশেষ অঞ্চলের সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, এবং প্রস্তাবিত বিশ্লেষণের প্রকৃতি কী হবে তা নির্ধারণ করতে পারেন।

(২) উপধারা (১)-এর উদ্দেশ্যে, জেলা পরিকল্পনা কমিটি নির্ধারণ করবে যে জেলা পরিকল্পনাবিদ বা স্থানীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের বিশেষ এলাকার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করার দায়িত্ব থাকবে কিনা।

(৩) উপধারা (২)-এর উদ্দেশ্যে, একটি বিশেষ এলাকার পরিকল্পনা স্থানীয় পরিকল্পনার প্রস্তুতির মতোই প্রস্তুত করা হবে, তবে এই পরিকল্পনায় এর বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং পরিকল্পনাটি স্থানীয় পরিকল্পনার প্রভাব ফেলবে।

২৫। **সরল বিশ্বাসে কত কার্য**।— এই অধ্যাদেশ বা কোন বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার, কাউন্সিল, কাউন্সিলের কোন সদস্য, অধিদপ্তর, অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৭। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৮। **আইনের কার্যকর প্রয়োগে অসুবিধা দূরীকরণ**।— (১) এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার, উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, সঙ্গতিপূর্ণ আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) আইনের প্রয়োগে অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্তে সরকার কর্তৃক বিধি বা প্রবিধি প্রণীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের কোন রায় থাকিলে কমিশন তদানুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তফসিল-১

ভূমির ব্যবহার

(১) যেকোনো জমির ক্ষেত্রে **"ব্যবহার"** বলতে জমির যেকোনো ব্যবহারকে বোঝাবে-যা কেবলমাত্র জমিতে ভবন নির্মাণ বা নির্মাণে নিয়োজিত উপকরণ এবং সরঞ্জাম সংরক্ষণ বা সংরক্ষণের জন্য, অথবা ভবন নির্মাণ বা নির্মাণে জড়িত শ্রমিকদের আবাসনের জন্য অস্থায়ী ভবনের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হয়;

ব্যবহার- বলতে রাস্তা, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তার আলো, পয়ঃনিষ্কাশন, নিষ্কাশন, গণপূর্ত এবং অন্যান্য অনুরূপ জনসেবা এবং সুবিধা অন্তর্ভুক্ত।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্যে, জমির ব্যবহারে বস্তুগত পরিবর্তন কী তা নির্ধারণে সন্দেহ এড়ানোর জন্য, ঘোষণা করা হচ্ছে যে—

(ক) আবর্জনা বা বর্জ্য জমা করার স্থান হিসেবে জমির ব্যবহারে বস্তুগত পরিবর্তন জড়িত, যদিও জমিটি ইতোমধ্যেই সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি স্থানের অন্তর্ভুক্ত, যদি উপরিভাগের এলাকা বা জমির উচ্চতা বস্তুগতভাবে বর্ধিত হয়;

(খ) জমি বা তার অংশবিশেষের যে কোনও ব্যবহার যা উন্নয়ন পরিকল্পনার কোনও বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বা অসঙ্গতিপূর্ণ, তাতে জমির ব্যবহারে একটি মৌলিক পরিবর্তন জড়িত।

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ভবনের ব্যবহারে একটি মৌলিক পরিবর্তন কী তা নির্ধারণে সন্দেহ এড়ানোর জন্য, ঘোষণা করা হচ্ছে যে—

(ক) কোনও ভবনের ইউনিটের সংখ্যা কোনও লিখিত আইনের অধীনে অনুমোদন প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূলত অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি হলে ভবনের ব্যবহারে একটি মৌলিক পরিবর্তন জড়িত;

(খ) মানুষের বসবাসের জন্য নির্মিত নয় এমন একটি ভবনের আবাসিক ঘর হিসেবে ব্যবহারের ফলে ভবনের ব্যবহারে একটি মৌলিক পরিবর্তন জড়িত;

(গ) ভবনের অভ্যন্তরে বা বাইরের অংশে সংলগ্ন, ভবনের সেই অংশে কোনও পরিবর্তন বা সংযোজন, যা ভবন সম্পর্কিত কোনও লিখিত আইন দ্বারা নির্ধারিত বা সংজ্ঞায়িত কোনও নিয়মিত রাস্তার লাইনের সাথে সংযুক্ত, ভবনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন জড়িত;

(ঘ) কোনও ভবন বা তার অংশের যে কোনও ব্যবহার যা উন্নয়ন পরিকল্পনার কোনও বিধানের সাথে লঙ্ঘন করে বা এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বা বিপরীত, ভবনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন জড়িত; এবং

(ঙ) কোনও ভবন বা তার অংশের অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যা মূলত আবাসিক বাড়ি হিসেবে নির্মিত হয়েছিল, ভবনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন জড়িত।

নিম্নে ৩টি জেলা পরিষদ আইনের ধারা উল্লেখপূর্বক সংশোধনী অধ্যাদেশের সুপারিশ ও যৌক্তিকতা

সংযোজনী ১০.১

বান্দরবান জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

(১৯৯৮ সনের ১১ নং আইন দ্বারা সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন)

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
১.	বান্দরবান জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ **(১৯৯৮ সনের ১১ নং আইন দ্বারা সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন)**	<u>ধারা ৪</u> (১) নিম্নরূপ সদস্য-সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথা:- (ক) চেয়ারম্যান; (খ) উনিশ জন উপজাতীয় সদস্য; (গ) এগার জন অ-উপজাতীয় সদস্য। [(ঘ) তিনজন মহিলা সদস্য, যাহাদের দুইজন উপজাতীয় এবং একজন অ-উপজাতীয় মহিলা হইবেন। ব্যাখ্যা- দফা (ঘ) তে উল্লিখিত উপজাতীয় মহিলা সদস্যগণের ক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন উপজাতির জন্য কোটা থাকিবে না।]	উল্লিখিত ধারা ৪(১) অনুযায়ী জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৪ জন থাকিবে। পরিষদের কাঠামোয় জাতিভিত্তিক যে সদস্য পদ নির্ধারণ করা আছে সেটা বলবৎ থাকিবে।	বান্দরবান জেলা পরিষদ এর বিদ্যমান আইনের দ্বারা ভোটগ্রহণ করা হলে একজন ভোটারের পক্ষে এক ব্যালটে ৩৪ জন সদস্যকে (১ জন চেয়ারম্যান ও ৩৩ জন সদস্য) নির্বাচিত করা দূরহ হয়ে পড়বে। তাই বিদ্যমান আইনে জাতিভিত্তিক সদস্য পদ এর ধারাটি বলবৎ রাখা হবে। কিন্তু ভোট প্রদানের বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না থাকায় বর্তমান বিদ্যমান আইনে স্ব-স্ব জাতিসত্তা স্ব-স্ব জাতিগোষ্ঠীর প্রার্থীকে ভোট প্রদান করার বিধান রেখে আইন সংশোধন করার প্রস্তাব করা যেতে পারে।
২.	ঐ	ধারা ৪(২)-এ "চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।"	ধারা ৪(২) সংশোধনপূর্ক উল্লেখ থাকিবে- নির্বাচন হইবে সংসদীয় পদ্ধতিতে। চেয়ারম্যান ছাড়া অন্য সকল সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।	পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩ টি জাতিসত্তার মধ্যে অনেকগুলো জাতিগোষ্ঠী পিছিয়ে রয়েছে। তাই এসব পিছিয়ে থাকা জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রতিনিধিতব নিশ্চিতকরণের জন্য জেলা পরিষদগুলোতে দ্রুত নির্বাচন করা জরুরি। তাই উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জনসংখ্যায় কম যেসব জাতিগোষ্ঠী আছে তারাও সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে।
৩.	ঐ	ধারা ৪ (৩) [উপ-ধারা (১)(খ) তে উল্লিখিত] উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে- (ক) দশ জন নির্বাচিত হইবেন মারমা ও খিয়াং উপজাতি হইতে;	ধারা ৪(৩)-তে সংশোধনী এনে নিম্নোক্তভাবে সদস্যপদ বন্টন করা যেতে পারে- (ক) ৯ জন নির্বাচিত হইবেন মারমা উপজাতি হইতে এবং	(গ) উচাই, ত্রিপুরা উপজাতিরই একটি গোত্র। তাই উচাই শব্দটি উক্ত ধারা থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে। (ঙ) যেহেতু আদিকাল থেকে বান্দরবান জেলাতে লুসাই ও

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
		(গ) এক জন নির্বাচিত হইবেন ত্রিপুরা ও উচাই উপজাতি হইতে; (ঙ) এক জন নির্বাচিত হইবেন [বম], লুসাই ও [পাংখোয়া] উপজাতি হইতে;	১ জন নির্বাচিত হইবেন খিয়াং উপজাতি হইতে (গ) ১ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে নির্বাচিত হইবেন (ঙ) ১ জন বম উপজাতি হইতে নির্বাচিত হইবেন।	পাংখোয়া বসবাস করত না এবং তাদের আদি বাসস্থান রাঙামাটি (রাঙামাটি জেলা পরিষদে তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। কিন্তু বম জনগোষ্ঠী আদিকাল থেকেই বান্দরবানে বসবাস করে আসছে। তাই বান্দরবান জেলা পরিষদের আসনটি শুধু বম জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত থাকা উচিত। লুসাই ও পাংখোয়াদের জন্য বান্দরবানের আসন বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা নেই।
৪.	ঐ	ধারা ৪(৩) [উপ-ধারা (১)(খ) তে উল্লিখিত] উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে- (ক) দশ জন নির্বাচিত হইবেন মারমা ও খিয়াং উপজাতি হইতে; (খ) তিন জন নির্বাচিত হইবেন ম্রো (মুরং) উপজাতি হইতে; (গ) এক জন নির্বাচিত হইবেন ত্রিপুরা ও উচাই উপজাতি হইতে; (ঘ) এক জন নির্বাচিত হইবেন [তঞ্চঙ্গ্যা] উপজাতি হইতে; (ঙ) এক জন নির্বাচিত হইবেন [বম], লুসাই ও [পাংখোয়া] উপজাতি হইতে; (চ) এক জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে; (ছ) এক জন নির্বাচিত হইবেন [খুমী] উপজাতি হইতে; (জ) এক জন নির্বাচিত হইবেন চাক উপজাতি হইতে৷	ধারা ৪(৩)- এর ধারাটি হইবে নিম্নরূপ- পরিষদের উপজাতীয় সকল সদস্যগণ স্ব-স্ব জাতিসত্তার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন। অনুরূপভাবে, ১১ জন অ-উপজাতীয় সদস্যগণ স্থানীয় অ-উপজাতীয় ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।	বান্দরবান জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮-তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই যে, পরিষদের চেয়ারম্যান বাদে বাকী ৩৩ জন সদস্য কোন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবে। ১জন ভোটারের পক্ষে একটি ব্যালট পেপারে ৩৩ জন সদস্যকে নির্বাচন করা একটি কঠিন ব্যাপার হবে। এখানে আরেকটি বিষয় ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্ত তৈরি করবে সেটি হলো- ৩৩ জন সদস্যের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদে আলাদা আলাদাভাবে তাদেরকে নির্বাচন করতে হবে। ফলে জেলা পরিষদ আইনে উল্লিখিত প্রচলিত পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হলে সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ যেমন দূরুহ ব্যাপার হবে, তেমনি ভোট গ্রহণেও বিলম্বিত হবে। তাই কমিশনের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব করা হচ্ছে-সম্প্রদায় ভেদে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্ব-স্ব জাতিগোষ্ঠীর ভোটাররা তাদের প্রতিনিধিকে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করবে।
৫.	ঐ	ধারা ৪(৪)-এর মতে "চেয়ারম্যান উপজাতীয়গণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।"	ধারা ৪(৪)- তে নিম্নের বাক্যগুলি যুক্ত হইবে-পরিষদের অভ্যন্তরে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যগণ তাদের মধ্য থেকে	

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
			একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবেন। চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী হইবেন।’ চেয়ারম্যান প্রার্থী উপজাতীয় হইবেন। অ-উপজাতীয় সদস্যগণ চেয়ারম্যান প্রার্থী হইবেন না।	
৬.	ঐ	ধারা ৭-এ “চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারকের] সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন, যথা:- “আমি,........, পিতা বা স্বামী........, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব এবং আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব”।	গেজেট প্রকাশের পর সকল সদস্যগণ আইনে নির্ধারিত শপথ গ্রহণ করিবেন। শপথ গ্রহণ হইবে উন্মুক্ত। ভোটারদের সমাবেশে নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে হাত রাখিয়া সদস্যগণ লিখিত শপথনামা উচ্চস্বরে পাঠ করিবেন। শপথ বাক্য পাঠ করানোর জন্য কোন পদস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে না। তবে নির্বাচন কমিশনের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা বাঞ্চনীয় হইবে।	এক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবেন। পরবর্তীতে জনপ্রতিনিধিরা তাদের প্রত্যেকটি কাজ বা দায়িত্বের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।
৭.	ঐ	**ধারা-১৭** **ভোটার হওয়ার যোগ্যতা [ও ভোটার তালিকা]** [১৭। [(১)] পরিষদের নির্বাচনের জন্য কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি তিনি- (ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (খ) অন্যূন আঠার বৎসব বয়স্ক হন;	‘ও ভোটার তালিকা’ শব্দগুলি বান্দরবান জেলা পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে সংযোজিত। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত নির্বাচন কমিশনের হালনাগাদ	যেহেতু পার্বত্য চুক্তির আলোকে এই আইনের ধারা-১৭ প্রতিস্থাপিত হয়েছে, সেহেতু এ ধারার বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা করে এ ধারাটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আইনটির এ ধারার কারণে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে নির্বাচন করা সম্ভব হবে না।

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
		(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষিত না হন; এবং (ঘ) বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।] [৩৫][(২) নির্বাচন কমিশন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিবে।]]	ভোটার তালিকার অন্তর্ভূক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল ভোটার জেলা পরিষদের ভোটার বলে গণ্য হবেন।	
৮.	ঐ	ধারা ১৯ "কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে চেয়ারম্যান এবং উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন না।"	এই ধারাটি বিলুপ্ত হইবে	যেহেতু সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হয়েছে, তাই সদস্যদের মধ্য হইতে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন এবং তিনি একাধারে চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসেবেও বিবেচিত হইবেন। ১৯ নং ধারাটি সংসদীয় পদ্ধতির সাথে সাথে সাংর্ঘষিক হবে। তাই এ ধারাটি বিলুপ্তির প্রস্তাব আনা হয়েছে।
৯.	ঐ	ধারা ২০ নির্বাচন পরিচালনা: (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা :- (জ) ভোট দানের পদ্ধতি; (ঝ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিবণ্টন;	জ) ভোট দানের পদ্ধতিটি হবে নিম্নরূপ- জাতিসত্তা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভোট গ্রহণের বুথ রাখা যেতে পারে। ঝ) প্রতিটি জাতিসত্তার (উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয়) জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলাদা ব্যালট পেপার তৈরি করা যেতে পারে।	নির্বাচনের সময় ভিন্ন ভিন্ন রঙের ব্যালট পেপার ও আলাদা বুথের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে যারা পড়তে, লিখতে জানেন না তাদের জন্য এ পদ্ধতিতে ভোট প্রদান সহজতর হবে।
১০.	ঐ	ধারা ২১ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ: চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।	নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর ৫ কর্মদিবসের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সরকারি গেজেট প্রকাশ করবে।	পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন শুধুমাত্র ৩টি পার্বত্য জেলার জন্য প্রযোজ্য হবে। তাই ৫ কর্মদিবসের মধ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের নাম গেজেট আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
১১.	ঐ	ধারা ২৪ নির্বাহী ক্ষমতা: (১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলি যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করিবার ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে৷ (২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে৷ (৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হইতে হইবে৷	ক) নির্বাচিত সদস্যদের (উপজাতি ও অ-উপজাতি) মধ্য থেকে ১জন সভাধিপতি নির্বাচিত হইবেন। সভাধিপতি নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের একজন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকতে পারেন। সভাধিপতি সকল সভার সভাপতিত্ব করিবেন। তার কোনো নির্বাহী ক্ষমতা থাকিবে না। খ) সভাধিপতির সভাপতিত্বে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। গ) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি পরিষদ নেতা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং আইনানুযায়ী ৫ সদস্য বিশিষ্ট 'নির্বাহী কাউন্সিল বা পরিষদ' গঠন করিবেন, যা চেয়ারম্যানের নির্বাহী পরিষদ বলে গণ্য হইবে। ঘ) চেয়ারম্যান ও ৫ জন নির্বাহী পরিষদের সদস্য পরিষদের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে বিবেচিত হইবেন এবং তাঁহারা নিয়মানুযায়ী পরিষদ হইতে বেতন ভাতা গ্রহণ করিবেন।	পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং কোন পদ্ধতিতে নির্বাহী কাউন্সিল বা পরিষদ গঠিত হবে সেটি দেশের বাকি ৬১ জেলা পরিষদেরই অনুরূপ হবে।
১২.	ঐ	ধারা ২৫ কার্যাবলি নিষ্পন্ন: (১) পরিষদের কার্যাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার বা উহার	ক) সভাধিপতির অধীনে পরিষদের 'সচিব' ও একটি ৩/৫ সদস্যের সচিবালয় থাকিবে। তারা জেলা পরিষদের সভার	

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
		কমিটিসমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে৷ (২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য, সভাপতিত্ব করিবেন৷ (৩) পরিষদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে কেবল এই কারণে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোট দানের বা অন্য কোন উপায়ে উহার কার্যধারায় অংশ গ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন কেবল এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না৷ (৪) পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্য বিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে৷	কার্যবিবরণী ও স্থায়ী কমিটি সমূহের কার্যবিবরণী লিখিবেন এবং তা সবার মধ্যে বিতরণ করিবেন। খ) চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিষদ এসব সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরিষদের কার্য পরিচালনা করিবেন। গ) সভাধিপতি পরিষদের পূর্ণকালীন বেতনধারী কর্মী হইবেন। তিনি পরিষদ চেয়ারম্যানের পরবর্তী ধাপের বেতন গ্রহণ করিবেন। ঘ) চেয়ারম্যান কাউন্সিল বা পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্য নির্বাচিত হইবেন। ঙ) পরিষদ ইচ্ছা করিলে একজন ছায়া পরিষদ নেতা নির্বাচন করিতে পারিবেন। চেয়ারম্যান পরিষদ নেতা হিসেবে গণ্য হইবেন।	
১৩	ঐ	ধারা ২৬ পরিষদের সভায় বোমাং চীফের যোগদানের অধিকার	বান্দরবান জেলা পরিষদে বোমাং সার্কেল চীফ নিয়মিত সদস্য হিসেবে গণ্য হইবেন।	বিদ্যমান আইনে বলা আছে, সার্কেল চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে যে কোন সভায় যোগদান করিতে পারিবেন। কিন্তু বিগত সময়ে দেখা গেছে- জেলা পরিষদ থেকে সার্কেল চীফকে কখনো আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই। তাই ধারা-২৬ এ সংশোধনী এনে সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফকে নিয়মিত সদস্য করার প্রস্তাব করা যাইতে পারে।

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
১৪.	ঐ	ধারা ২৭ পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।	পরিষদের ১০টি স্থায়ী কমিটি থাকিবে। স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্য সংখ্যা পরিষদ সভায় স্থির হইবে। তারা প্রতি দুই মাসে সভা করে স্ব-স্ব বিষয়ে মতামত/সুপারিশ প্রদান করিবেন। প্রতিটি কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত থাকিবেন।	

সংযোজনী ১০.২

রাঙামাটি জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

(১৯৯৮ সনের ৯ নং আইন দ্বারা সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন)

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
১.	রাঙামাটি জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ **(১৯৯৮ সনের ৯ নং আইন দ্বারা সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন)**	**পরিষদের গঠন** ৪। (১) নিম্নরূপ সদস্য-সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথা :- (ক) চেয়ারম্যান; (খ) বিশ জন উপজাতীয় সদস্য; (গ) দশ জন অ-উপজাতীয় সদস্য; [(ঘ) তিনজন মহিলা সদস্য, যাঁহাদের দুইজন উপজাতীয় এবং একজন অ-উপজাতীয় মহিলা হইবেন। ব্যাখ্যা- দফা (ঘ)- তে উল্লিখিত উপজাতীয় মহিলা সদস্যগণের ক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন উপজাতির জন্য কোটা থাকিবে না।]	উল্লিখিত ধারা ৪(১) অনুযায়ী জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৪ জন থাকিবে। পরিষদের কাঠামোয় জাতিভিত্তিক যে সদস্য পদ নির্ধারণ করা আছে সেটা বলবৎ থাকিবে।	রাঙামাটি জেলা পরিষদ এর বিদ্যমান আইনের দ্বারা ভোটগ্রহণ করা হলে একজন ভোটারের পক্ষে এক ব্যালটে ৩৪ জন সদস্যকে (১ জন চেয়ারম্যান ও ৩৩ জন সদস্য) নির্বাচিত করা দূরুহ হয়ে পড়বে। তাই বিদ্যমান আইনে জাতিভিত্তিক সদস্য পদ এর ধারাটি বলবৎ রাখা হবে। কিন্তু ভোট প্রদানের বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না থাকায় বর্তমান বিদ্যমান আইনে স্ব-স্ব জাতিসত্তা স্ব-স্ব জাতিগোষ্ঠীর প্রার্থীকে ভোট প্রদান করার বিধান রেখে আইন সংশোধন করার প্রস্তাব করা যেতে পারে।
২.	ঐ	ধারা ৪(২)-এ “চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।”	ধারা ৪(২) সংশোধনপূর্ক উল্লেখ থাকিবে- নির্বাচন হইবে সংসদীয় পদ্ধতিতে। চেয়ারম্যান ছাড়া অন্য সকল সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।	পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি জাতিসত্তার মধ্যে অনেকগুলো জাতিগোষ্ঠী পিছিয়ে রয়েছে। তাই এসব পিছিয়ে থাকা জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য জেলা পরিষদগুলোতে দ্রুত নির্বাচন করা জরুরি। তাই উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জনসংখ্যায় কম যেসব জাতিগোষ্ঠী আছে তারাও সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে।
৩.	ঐ	ধারা ৪(৩) [উপ-ধারা (১)(খ) তে উল্লিখিত] উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে— (ক) দশ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে;	ধারা ৪(৩)- এর ধারাটি হইবে নিম্নরূপ— পরিষদের উপজাতীয় সকল সদস্যগণ স্ব-স্ব জাতিসত্তার	রাঙামাটি জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮-তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই যে, পরিষদের চেয়ারম্যান বাদে বাকী ৩৩ জন সদস্য কোন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবে। ১জন ভোটারের পক্ষে একটি ব্যালট পেপারে ৩৩ জন সদস্যকে

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
		(খ) চার জন নির্বাচিত হইবেন মারমা উপজাতি হইতে; (গ) দুই জন নির্বাচিত হইবেন [তঞ্চঙ্গ্যা] উপজাতি হইতে; (ঘ) এক জন নির্বাচিত হইবেন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে; (ঙ) এক জন নির্বাচিত হইবেন লুসাই উপজাতি হইতে; (চ) এক জন নির্বাচিত হইবেন [পাংখোয়া] উপজাতি হইতে; (ছ) এক জন নির্বাচিত হইবেন খেয়াং উপজাতি হইতে৷	ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন। অনুরূপভাবে, ১১ জন অ-উপজাতীয় সদস্যগণ স্থানীয় অ-উপজাতীয় ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।	নির্বাচন করা একটি কঠিন ব্যাপার হবে। এখানে আরেকটি বিষয় ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্ত তৈরি করবে সেটি হলো- ৩৩ জন সদস্যের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদে আলাদা আলাদাভাবে তাদেরকে নির্বাচন করতে হবে। ফলে জেলা পরিষদ আইনে উল্লিখিত প্রচলিত পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হলে সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ যেমন দূরুহ ব্যাপার হবে, তেমনি ভোট গ্রহণেও বিলম্বিত হবে। তাই কমিশনের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব করা হচ্ছে সম্প্রদায় ভেদে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্ব-স্ব জাতিগোষ্ঠীর ভোটাররা তাদের প্রতিনিধিকে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করবে।
৪.	ঐ	ধারা ৪(৪)-এর মতে “চেয়ারম্যান উপজাতীয়গণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন৷”	ধারা ৪(৪)- তে নিম্নের বাক্যগুলো যুক্ত হইবে- পরিষদের অভ্যন্তরে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যগণ তাদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবেন। চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী হইবেন।’ চেয়ারম্যান প্রার্থী উপজাতীয় হইবেন ও অ-উপজাতীয় সদস্যগণ চেয়ারম্যান প্রার্থী হইবেন না।	
৫.	ঐ	ধারা ৭-এ “চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্যভার গ্রহনের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারকের] সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্র বা	গেজেট প্রকাশের পর সকল সদস্যগণ আইনে নির্ধারিত শপথ গ্রহণ করিবেন। শপথ গ্রহণ হইবে উন্মুক্ত। ভোটারদের সমাবেশে নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে হাত রাখিয়া	এক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবেন। পরবর্তীতে জনপ্রতিনিধিরা তাদের প্রত্যেকটি কাজ বা দায়িত্বের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
		ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন, যথা:- “আমি,........, পিতা বা স্বামী........, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব এবং আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব”।	সদস্যগণ লিখিত শপথনামা উচ্চস্বরে পাঠ করিবেন। শপথ বাক্য পাঠ করানোর জন্য কোন পদস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে না। তবে নির্বাচন কমিশনের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা বাঞ্চনীয় হইবে।	
৬.	ঐ	<u>**ধারা-১৭**</u> **ভোটার হওয়ার যোগ্যতা [ও ভোটার তালিকা** ১৭। (১) পরিষদের নির্বাচনের জন্য কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি তিনি- (ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (খ) অন্যুন আঠার বৎসব বয়স্ক হন; (গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষিত না হন; এবং (ঘ) বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন৷ (২) নির্বাচন কমিশন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিবে৷	‘ও ভোটার তালিকা’ শব্দগুলি বান্দরবান জেলা পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে সংযোজিত। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত নির্বাচন কমিশনের হালনাগাদ ভোটার তালিকার অন্তর্ভূক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল ভোটার জেলা পরিষদের ভোটার বলে গণ্য হবেন।	যেহেতু পার্বত্য চুক্তির আলোকে এই আইনের ধারা-১৭ প্রতিস্থাপিত হয়েছে, সেহেতু এ ধারার বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা করে এ ধারাটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আইনটির এ ধারার কারণে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে নির্বাচন করা সম্ভব হবে না।
৭.	ঐ	ধারা ১৯ “কোন ব্যক্তি একই সংগে চেয়ারম্যান এবং উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন না।”	এই ধারাটি বিলুপ্ত হইবে	যেহেতু সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হয়েছে, তাই সদস্যদের মধ্য হইতে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন এবং তিনি একাধারে চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসেবেও বিবেচিত হইবেন।

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
				১৯ নং ধারাটি সংসদীয় পদ্ধতির সাথে সাথে সাংর্ঘষিক হবে। তাই এ ধারাটি বিলুপ্তির প্রস্তাব আনা হয়েছে।
৮.	ঐ	ধারা ২০ নির্বাচন পরিচালনা: (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা :— (জ) ভোট দানের পদ্ধতি; (ঝ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিবণ্টন;	জ) ভোট দানের পদ্ধতিটি হবে নিম্নরূপ: জাতিসত্তা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভোট গ্রহণের বুথ রাখা যেতে পারে। ঝ) প্রতিটি জাতিসত্তার (উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয়) জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলাদা ব্যালট পেপার তৈরি করা যেতে পারে।	নির্বাচনের সময় ভিন্ন ভিন্ন রঙের ব্যালট পেপার ও আলাদা বুথের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে যারা পড়তে, লিখতে জানেন না তাদের জন্য এ পদ্ধতিতে ভোট প্রদান সহজতর হবে।
৯.	ঐ	ধারা ২১ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ: চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে৷	নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর ৫ কর্মদিবসের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সরকারি গেজেট প্রকাশ করবে।	পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন শুধুমাত্র ৩টি পার্বত্য জেলার জন্য প্রযোজ্য হবে। তাই ৫ কর্মদিবসের মধ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের নাম গেজেট আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।
১০.	ঐ	ধারা ২৪ নির্বাহী ক্ষমতা: (১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলি যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করিবার ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে৷ (২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে৷	ক) নির্বাচিত সদস্যদের (উপজাতি ও অ-উপজাতি) মধ্য থেকে ১জন সভাধিপতি নির্বাচিত হইবেন। সভাধিপতি নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের একজন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকতে পারেন। সভাধিপতি সকল সভার সভাপতিত্ব করিবেন। তাঁহার কোনো নির্বাহী ক্ষমতা থাকিবে না।	পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং কোন পদ্ধতিতে নির্বাহী কাউন্সিল বা পরিষদ গঠিত হবে সেটি দেশের বাকি ৬১ জেলা পরিষদেরই অনুরূপ হবে।

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
		(৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হইতে হইবে৷	খ) সভাধিপতির সভাপতিত্বের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। গ) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি পরিষদ নেতা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং আইনানুযায়ী ৫ সদস্য বিশিষ্ট 'নির্বাহী কাউন্সিল বা পরিষদ' গঠন করিবেন, যা নির্বাহী পরিষদ বলিয়া গণ্য হইবে। ঘ) চেয়ার্যান ও ৫ জন নির্বাহী পরিষদের সদস্য পরিষদের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে বিবেচিত হইবেন এবং তারা নিয়মানুযায়ী পরিষদ হইতে বেতন ভাতা গ্রহণ করিবেন।	
১১.	ঐ	ধারা ২৫ কার্যাবলি নিষ্পন্ন: (১) পরিষদের কার্যাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার বা উহার কমিটিসমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে৷ (২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য, সভাপতিত্ব করিবেন৷	ক) সভাধিপতির অধীনে পরিষদের 'সচিব' ও একটি ৩/৫ সদস্যের সচিবালয় থাকিবে। তারা জেলা পরিষদের সভার কার্যবিবরণী ও স্থায়ী কমিটি সমূহের কার্যবিবরণী লিখিবেন এবং তা সবার মধ্যে বিতরণ করিবেন। খ) চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিষদ এসব সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরিষদের কার্যপরিচালনা করিবেন। গ) সভাধিপতি পরিষদের পূর্ণকালীন বেতনধারী কর্মী	

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
		(৩) পরিষদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে কেবল এই কারণে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোট দানের বা অন্য কোন উপায়ে উহার কার্যধারায় অংশ গ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন কেবল এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না। (৪) পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্য বিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।	হইবেন। তিনি পরিষদ চেয়ারম্যানের পরবর্তী ধাপের বেতন গ্রহণ করিবেন। ঘ) চেয়ারম্যান কাউন্সিল বা পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্য নির্বাচিত হইবেন। ঙ) পরিষদ ইচ্ছা করিলে একজন ছায়া পরিষদ নেতা নির্বাচন করিতে পারিবেন। চেয়ারম্যান পরিষদ নেতা হিসেবে গণ্য হইবেন।	
১২.	ঐ	ধারা ২৬ পরিষদের সভায় চাকমা চীফের যোগদানের অধিকার	রাঙামাটি জেলা পরিষদে চাকমা সার্কেল চীফ নিয়মিত সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।	বিদ্যমান আইনে বলা আছে, সার্কেল চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে যে কোন সভায় যোগদান করিতে পারিবেন। কিন্তু বিগত সময়ে দেখা গেছে- জেলা পরিষদ থেকে সার্কেল চীফকে কখনো আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই। তাই ধারা-২৬ এ সংশোধনী এনে সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফকে নিয়মিত সদস্য করার প্রস্তাব করা যেতে পারে।
১৩.	ঐ	ধারা ২৭ পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।	পরিষদের ১০টি স্থায়ী কমিটি থাকিবে। স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্য সংখ্যা পরিষদ সভায় স্থির হইবে। তারা প্রতি দুই মাসে সভা করে স্ব-স্ব বিষয়ে মতামত/সুপারিশ প্রদান করিবেন। প্রতিটি কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত থাকিবেন।	

সংযোজনী ১০.৩

খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

(১৯৯৮ সনের ১০ নং আইন দ্বারা সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন)

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
১.	খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১০ নং আইন দ্বারা সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন)	**<u>ধারা ৪</u>** **পরিষদের গঠন** (১) নিম্নরূপ সদস্য-সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথা:— (ক) চেয়ারম্যান; (খ) একুশ জন উপজাতীয় সদস্য; (গ) নয় জন অ-উপজাতীয় সদস্য; [(ঘ) তিনজন মহিলা সদস্য, যাহাদের দুইজন উপজাতীয় এবং একজন অ-উপজাতীয় মহিলা হইবেন৷ ব্যাখ্যা- দফা (ঘ) তে উল্লিখিত উপজাতীয় মহিলা সদস্যগণের ক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন উপজাতির জন্য কোটা থাকিবে না৷]	উল্লিখিত ধারা ৪(১) অনুযায়ী জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৪ জন থাকিবে। পরিষদের কাঠামোয় জাতিভিত্তিক যে সদস্য পদ নির্ধারণ করা আছে সেটা বলবৎ থাকিবে।	খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ এর বিদ্যমান আইনের দ্বারা ভোটগ্রহণ করা হলে একজন ভোটারের পক্ষে এক ব্যালটে ৩৪ জন সদস্যকে (১ জন চেয়ারম্যান ও ৩৩ জন সদস্য) নির্বাচিত করা দুরূহ হয়ে পড়বে। তাই বিদ্যমান আইনে জাতিভিত্তিক সদস্য পদ এর ধারাটি বলবৎ রাখা হবে। কিন্তু ভোট প্রদানের বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না থাকায় বর্তমান বিদ্যমান আইনে স্ব-স্ব জাতিসত্তা স্ব-স্ব জাতিগোষ্ঠীর প্রার্থীকে ভোট প্রদান করার বিধান রেখে আইন সংশোধন করার প্রস্তাব করা যেতে পারে।
২.	ঐ	ধারা ৪(২)-এ "চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন৷"	ধারা ৪(২) সংশোধনপূর্ক উল্লেখ থাকিবে- নির্বাচন হইবে সংসদীয় পদ্ধতিতে। চেয়ারম্যান ছাড়া অন্য সকল সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।	পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি জাতিসত্তার মধ্যে অনেকগুলো জাতিগোষ্ঠী পিছিয়ে রয়েছে। তাই এসব পিছিয়ে থাকা জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রতিনিধিতব নিশ্চিতকরণের জন্য জেলা পরিষদগুলোতে দ্রুত নির্বাচন করা জরুরি। তাই উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জনসংখ্যায় কম যেসব জাতিগোষ্ঠী আছে তারাও সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে।
৩.	ঐ	ধারা ৪(৩) [উপ-ধারা (১)(খ) তে উল্লিখিত] উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে- (ক) নয় জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে; (খ) ছয় জন নির্বাচিত হইবেন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে;	ধারা ৪(৩)- এর ধারাটি হইবে নিম্নরূপ- পরিষদের উপজাতীয় সকল সদস্যগণ স্ব-স্ব জাতিসত্তার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন।	খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮-তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই যে, পরিষদের চেয়ারম্যান বাদে বাকি ৩৩ জন সদস্য কোন্ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবে। ১জন ভোটারের পক্ষে একটি ব্যালট পেপারে ৩৩ জন সদস্যকে নির্বাচন করা একটি কঠিন

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
		(গ) ছয় জন নির্বাচিত হইবেন মারমা উপজাতি হইতে;	অনুরূপভাবে, ১১ জন অ-উপজাতীয় সদস্যগণ স্থানীয় অ-উপজাতীয় ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।	ব্যাপার হবে। এখানে আরেকটি বিষয় ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্ত তৈরি করবে সেটি হলো- ৩৩ জন সদস্যের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদে আলাদা আলাদাভাবে তাদেরকে নির্বাচন করতে হবে। ফলে জেলা পরিষদ আইনে উল্লিখিত প্রচলিত পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হলে সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ যেমন দূরহ ব্যাপার হবে, তেমনি ভোট গ্রহণেও বিলম্বিত হবে। তাই কমিশনের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব করা হচ্ছে সম্প্রদায় ভেদে প্রতিনিধি নির্বাচনের এক্ষেত্রে স্ব-স্ব জাতিগোষ্ঠীর ভোটাররা তাদের প্রতিনিধিকে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করবে।
৪.	ঐ	ধারা ৪(৪)-এর মতে "চেয়ারম্যান উপজাতীয়গণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।"	ধারা ৪(৪)- তে নিম্নের বাক্যগুলি যুক্ত হইবে- পরিষদের অভ্যন্তরে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যগণ তাদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবেন। চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী হইবেন।'	
৫.	ঐ	ধারা ৭-এ "চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে [রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারকের] সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন, যথা:- "আমি,........, পিতা বা স্বামী........, বান্দরবান পার্বত্য [২৪][জেলা] পরিষদের	গেজেট প্রকাশের পর সকল সদস্যগণ আইনে নির্ধারিত শপথ গ্রহণ করিবেন। শপথ গ্রহণ হইবে উন্মুক্ত। ভোটারদের সমাবেশে নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে হাত রাখিয়া সদস্যগণ লিখিত শপথনামা উচ্চস্বরে পাঠ করিবেন। শপথ বাক্য পাঠ করানোর জন্য কোন পদস্থ ব্যক্তির	এক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবেন। পরবর্তীতে জনপ্রতিনিধিরা তাদের প্রত্যেকটি কাজ বা দায়িত্বের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
		চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব এবং আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব"।	প্রয়োজন হইবে না। তবে নির্বাচন কমিশনের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা বাঞ্চনীয় হইবে।	
৬.	ঐ	<u>**ধারা-১৭**</u> **ভোটার হওয়ার যোগ্যতা [ও ভোটার তালিকা]** [১৭। [(১)] পরিষদের নির্বাচনের জন্য কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি তিনি- (ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (খ) অনু্যন আঠার বৎসর বয়স্ক হন; (গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষিত না হন; এবং (ঘ) বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।] [(২) নির্বাচন কমিশন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিবে।]	'ও ভোটার তালিকা' শব্দগুলি বান্দরবান জেলা পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে সংযোজিত। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত নির্বাচন কমিশনের হালনাগাদ ভোটার তালিকার অন্তর্ভূক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল ভোটার জেলা পরিষদের ভোটার বলে গণ্য হবেন।	যেহেতু পার্বত্য চুক্তির আলোকে এই আইনের ধারা-১৭ প্রতিস্থাপিত হয়েছে, সেহেতু এ ধারার বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা করে এ ধারাটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আইনটির এ ধারার কারণে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে নির্বাচন করা সম্ভব হবে না।
৭.	ঐ	ধারা ১৯ "কোন ব্যক্তি একই সংগে চেয়ারম্যান এবং উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন না।"	এই ধারাটি বিলুপ্ত হইবে	যেহেতু সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হয়েছে, তাই সদস্যদের মধ্য হইতে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন এবং তিনি একাধারে চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসেবেও বিবেচিত হইবেন। ১৯ নং ধারাটি সংসদীয় পদ্ধতির সাথে সাথে সাংর্ঘষিক হবে। তাই এ ধারাটি বিলুপ্তির প্রস্তাব আনা হয়েছে।
৮.	ঐ	ধারা ২০ নির্বাচন পরিচালনা: (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিষদের	জ) ভোট দানের পদ্ধতিটি হবে নিম্নরূপ:	নির্বাচনের সময় ভিন্ন ভিন্ন রঙের ব্যালট পেপার ও আলাদা বুথের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে যারা পড়তে,

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
		চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা :— (জ) ভোট দানের পদ্ধতি; (ঝ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিবণ্টন;	জাতিসত্তা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভোট গ্রহণের বুথ রাখা যেতে পারে। ঝ) প্রতিটি জাতিসত্তার (উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয়) জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলাদা ব্যালট পেপার তৈরি করা যেতে পারে।	লিখতে জানেন না তাদের জন্য এ পদ্ধতিতে ভোট প্রদান সহজতর হবে।
৯.	ঐ	ধারা ২১ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ: চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।	নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর ৫ কর্মদিবসের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সরকারি গেজেট প্রকাশ করবে।	পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন শুধুমাত্র ৩টি পার্বত্য জেলার জন্য প্রযোজ্য হবে। তাই ৫ কর্মদিবসের মধ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের নাম গেজেট আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।
১০.	ঐ	ধারা ২৪ নির্বাহী ক্ষমতা: (১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলি যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করিবার ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে। (২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে। (৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হইতে হইবে।	ক) নির্বাচিত সদস্যদের (উপজাতি ও অ-উপজাতি) মধ্য থেকে ১জন সভাধিপতি নির্বাচিত হইবেন। সভাধিপতি নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের একজন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকতে পারেন। সভাধিপতি সকল সভার সভাপতিত্ব করিবেন। তাঁহার কোনো নির্বাহী ক্ষমতা থাকিবে না। খ) সভাধিপতির সভাপতিত্বে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। গ) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি পরিষদ	পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং কোন পদ্ধতিতে নির্বাহী কাউন্সিল বা পরিষদ গঠিত হবে সেটি দেশের বাকী ৬১ জেলা পরিষদেরই অনুরূপ হবে।

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
			নেতা হিসেবে দায়িতব গ্রহণ করিবেন এবং আইনানুযায়ী ৫ সদস্য বিশিষ্ট 'নির্বাহী কাউন্সিল বা পরিষদ' গঠন করিবেন, যা নির্বাহী পরিষদ বলে গণ্য হইবে। ঘ) চেয়ার্য্যান ও ৫ জন নির্বাহী পরিষদের সদস্য পরিষদের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে বিবেচিত হইবেন এবং তারা নিয়মানুযায়ী পরিষদ হইতে বেতন ভাতা গ্রহণ করিবেন।	
১১.	ঐ	ধারা ২৫ কার্যাবলি নিষ্পন্ন: (১) পরিষদের কার্যাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার বা উহার কমিটিসমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে৷ (২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য, সভাপতিত্ব করিবেন৷ (৩) পরিষদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে কেবল এই কারণে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোট দানের বা অন্য কোন উপায়ে উহার কার্যধারায় অংশ গ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন কেবল এই কারণে	ক) সভাধিপতির অধীনে পরিষদের 'সচিব' ও একটি ৩/৫ সদস্যের সচিবালয় থাকিবে। তারা জেলা পরিষদের সভার কার্যবিবরণী ও স্থায়ী কমিটি সমূহের কার্যবিবরণী লিখিবেন এবং তা সবার মধ্যে বিতরণ করিবেন। খ) চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিষদ এসব সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরিষদের কার্যপরিচালনা করিবেন। গ) সভাধিপতি পরিষদের পূর্ণকালীন বেতনধারী কর্মী হইবেন। তিনি পরিষদ চেয়ারম্যানের পরবর্তী ধাপের বেতন গ্রহণ করিবেন। ঘ) চেয়ারম্যান কাউন্সিল বা পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে এক	

ক্রম	আইনের নাম	আইনের ধারা	আইনের ধারা সংশোধনীর প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
		পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না। (৪) পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্য বিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।	তৃতীয়াংশ নারী সদস্য নির্বাচিত হইবেন। ঙ) পরিষদ ইচ্ছা করিলে একজন ছায়া পরিষদ নেতা নির্বাচন করিতে পারিবেন। চেয়ারম্যান পরিষদ নেতা হিসেবে গণ্য হইবেন।	
১২.	ঐ	ধারা ২৬ পরিষদের সভায় মং চীফের যোগদানের অধিকার	খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদে মং সার্কেল চীফ নিয়মিত সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।	বিদ্যমান আইনে বলা আছে, সার্কেল চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে যে কোন সভায় যোগদান করিতে পারিবেন। কিন্তু বিগত সময়ে দেখা গেছে- জেলা পরিষদ থেকে সার্কেল চীফকে কখনো আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই। তাই ধারা-২৬ এ সংশোধনী এনে সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফকে নিয়মিত সদস্য করার প্রস্তাব করা যেতে পারে।
১৩.	ঐ	ধারা ২৭ পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।	পরিষদের ১০টি স্থায়ী কমিটি থাকিবে। স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্য সংখ্যা পরিষদ সভায় স্থির হইবে। তারা প্রতি দুই মাসে সভা করে স্ব-স্ব বিষয়ে মতামত/সুপারিশ প্রদান করিবেন। প্রতিটি কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত থাকিবেন।	